তত্ত্বসূত্র

শ্রুতি স্মৃতি-পঞ্চরাত্রাদি সনাতন শাস্ত্র-প্রতিপাদিত
নিখিল তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধীয় বিস্তৃত ব্যাখ্যান

শ্রীশ্রীচৈতন্য-পঞ্চশতষড়বিংশবার্ষিকী প্রকাশন

গ্রন্থ রচয়িতা
শ্রীরূপানুগ আচার্য্য-প্রবর

সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

★

বর্ত্তমান সংস্করণের সম্পাদক
শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
চেতলা, কলিকাতা-৭০০ ০২৭

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম-চিহ্ন

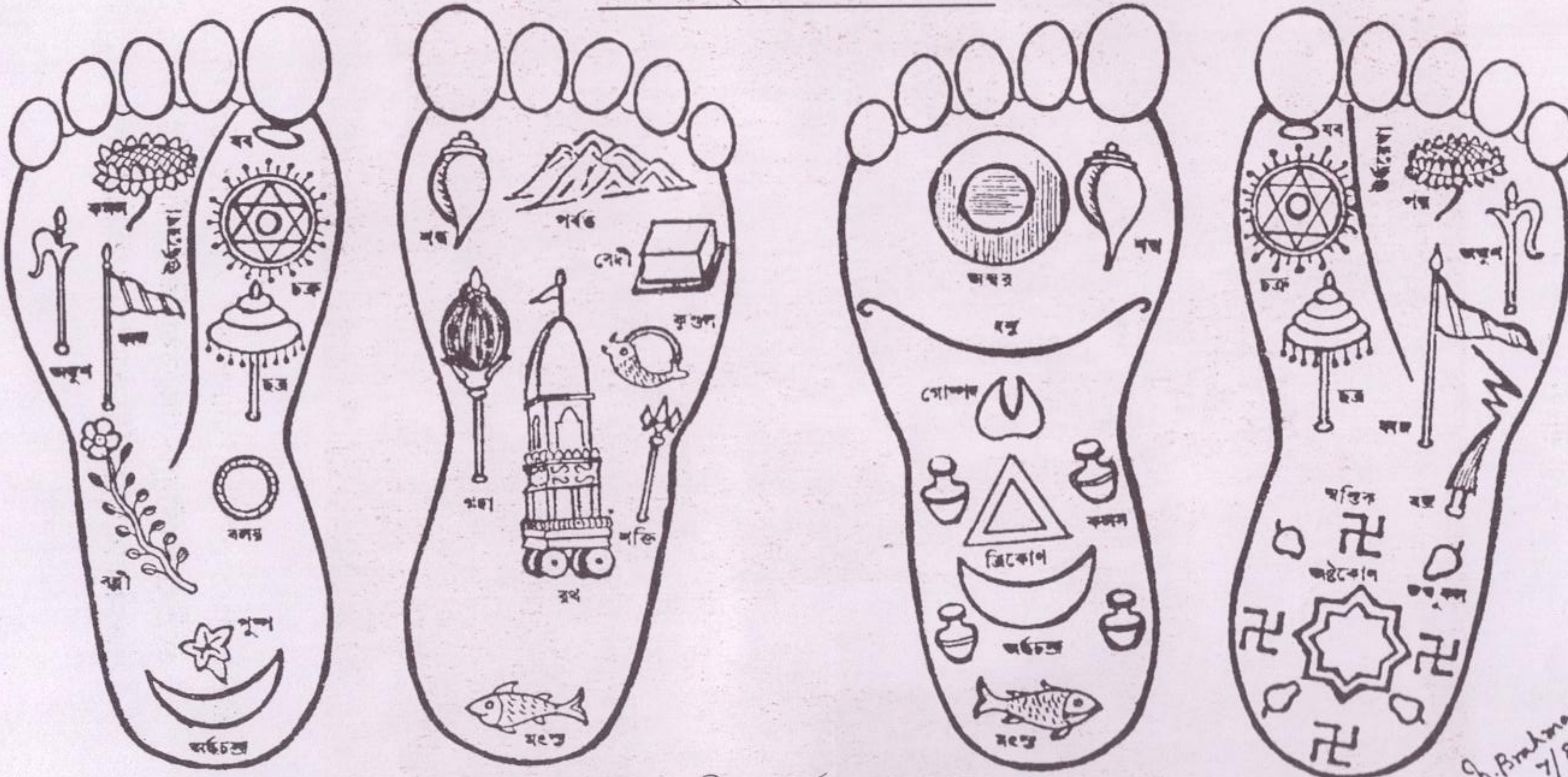

শ্রীমতি রাধিকার চরণ-চিহ্ন

ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন্ ধ্যান?
রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ-ধ্যান—প্রধান।।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণ-চিহ্ন

N. Brahmachari
7/85.

শ্রীযুগল চরণের চিহ্নসমূহ

(শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কৃত 'শ্রীরূপচিন্তামণি' হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীমতি রাধিকার চরণচিহ্ন

ছত্রারি ধ্বজ বল্লিপুষ্পবলয়ান পদ্মোদ্ধরেখাঙ্কশা
নর্দ্ধেন্দুং চ যবং চ বামননু যা শক্তিং গদা স্যন্দনম্।
বেদী কুণ্ডল মৎস্য পর্বত দরং ধত্তেহন্বসব্যং পদং
তাং রাধাং চিরমুনবিংশতি মহালক্ষ্ম্যাচিতাঙিঘ্রং ভজে ॥ ২ ॥
অরে মনশ্চিন্তয় রাধিকায়া বামে পদেহঙ্গুষ্ঠতলে যবারী।
প্রদেশিনী সন্ধিভাগূর্ধ্বরেখামাকুঞ্চি হামাচরণাধর্মেব ॥ ২৩ ॥
মধ্যাতলেহজ্ঞ ধ্বজ পুষ্প বল্লীঃ কনিষ্ঠিকাধোঙ্কুকমেব।
চক্রস্য মূলে বলয়া তপত্রে পাষ্ণৌ তু চন্দ্রার্ধনথান্য পাদো ॥ ২৪ ॥
পাষ্ণৌ বাযং স্যন্দন শৈলমূর্ধ্বে তৎপার্শ্বয়ো শক্তিপদে চ শঙ্খম্।
অঙ্গুষ্ঠমুলেহথ কনিষ্টিকাধো বেদী মধঃ কুণ্ডলমেব তস্যাঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণচিহ্ন

চন্দ্রাধং ত্রিকোণধনুযীং ঘং গোষ্পদং প্রোঙ্গিকাং
শঙ্খং সবাপদেহথ দক্ষিণপদে কোণামকং স্বস্তিকম্।
চক্রম ছত্র যবাঙ্কুশং ধবজ পবী জম্বূর্ধ্বরেখাম্বুজং
বিভ্রাণং হরিমূনবিংশতি মহালক্ষ্ম্যার্চিতাঙ্ঘ্রিং ভজে ॥ ১ ॥
অথাঙ্গুষ্ঠমূলে যবার্ঘাতপত্রং তনুং তর্জনীসন্ধিভাগূর্ধ্বরেখাম্।
পদার্ধাবধিং কুঞ্চিতাং মধ্যমাধোহম্বুজং তত্তলহ্নং ধ্বজং সংপতাকম্ ॥ ৯ ॥
কনিষ্ঠাতলে ত্বঙ্কুশং বক্তনেযাং·তলে স্বস্তিকানাং চতুষ্কং চতুভিঃ।
যুতং জম্বুভির্মধ্যভাতাষ্টকোণং মনো মে স্মরং শ্রীহরের্দক্ষিণাঙ্ঘ্রৌ ॥ ১০ ॥
অবিষন্মধ্যমাধঃ স্মরাঙ্গুষ্ঠমূলে দরং তদ্দ্বয়াধো ধনুর্জ্যা বিহীনম্।
ততো গোষ্পদং তত্তলে তু ত্রিকোনং চতুষ্কুম্ভ মর্ধেন্দুমনৌ চ বামে ॥ ১১ ॥

শ্রীশ্রী ভগবচ্চরণারবিন্দের প্রশস্তি

অঘ বক পূতনারে কৈল মোচন। ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন চরণ॥
পুত্রবুদ্ধি ছাড়ি অজামিল সে স্মরণে। চলিলা বৈকুণ্ঠ, ভজ সে কৃষ্ণ চরণে॥
যাঁহার চরণ সেবি' শিব দিগম্বর। যে চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর॥
অনন্ত যে চরণ মহিমা গুণ গায়। দন্তে তৃণ করি' ভজ হেন কৃষ্ণ পা'য়॥

বল কৃষ্ণ , ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম। অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ করা ধ্যান॥
যাঁহার চরণে দুর্ব্বা জল দিলে মাত্র। কভুনহে যমের সে অধিকার পাত্র॥
তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় সংসার। তাঁহার চরণে প্রীতি পুরুষার্থসার
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ ধন। চরণে ধরিয়া বলি,—'কৃষ্ণে দেহ' মন

বিষয়-সূচী

তত্ত্বসূত্র

১। তত্ত্ব প্রকরণম্	১—১০	৫৭—৭৮
২। চিৎ পদার্থ প্রকরণম্	১১—২০	৭৯—৯৭
৩। অচিৎ পদার্থ প্রকরণম্	২১—৩০	৯৭—১১৯
৪। সম্বন্ধ প্রকরণম্	৩১—৪০	১১৯—১৪৯
৫। সিদ্ধান্ত প্রকরণম্	৪১—৫০	১৪৯—১৭৪

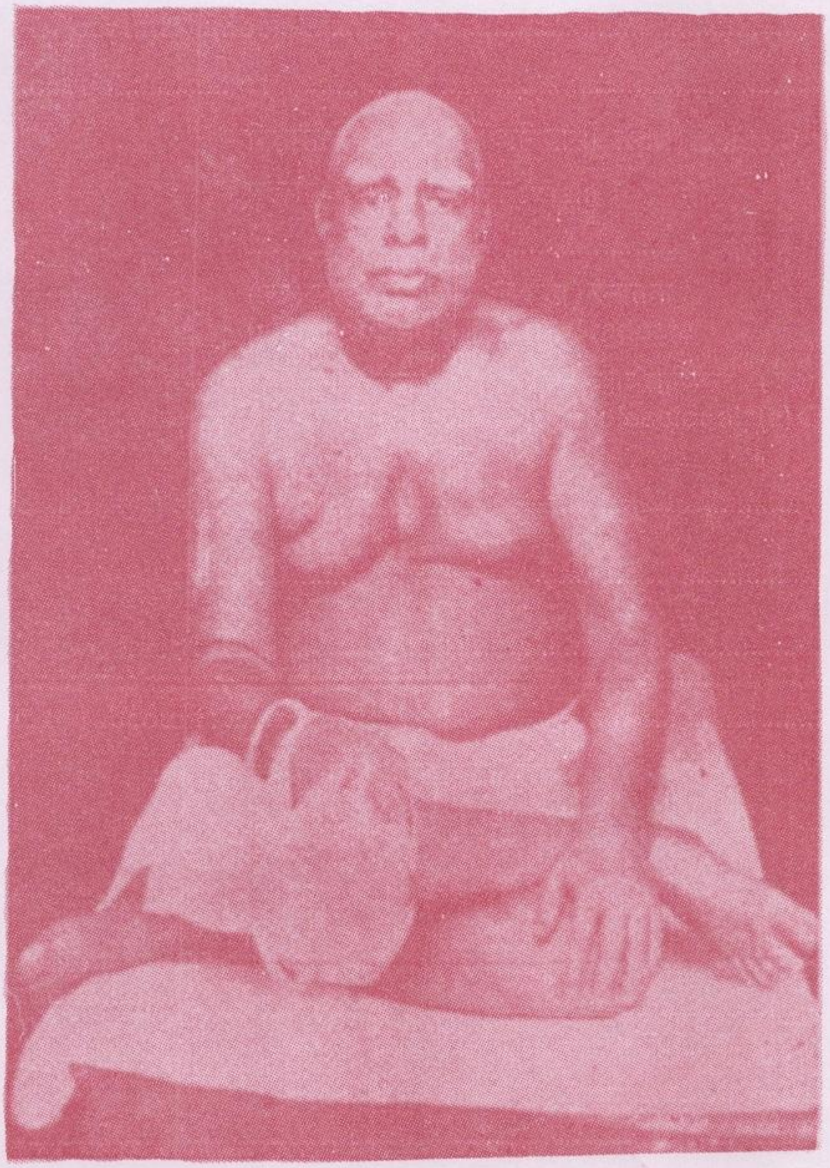

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

— গ্রন্থ রচয়িতা —

আবির্ভাব—১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ তিরোভাব—১৯১৪ খৃষ্টাব্দ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যবর্য্য

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

কর্ত্তৃক বিরচিত

শ্রী তত্ত্ব সূত্র

শ্রৌত পরম্পরা-প্রাপ্ত শাস্ত্রসার সিদ্ধান্তগুচ্ছ
অচিন্ত্য ভেদাভেদ বিচার-সম্মত
এবং
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বন্ধভিধেয়-প্রয়োজন প্রতিপাদক
গ্রন্থরাজ
ভজন জীবনের আধার, আশ্রয় এবং আলোকস্বরূপ
ত্রিংশোত্তর-শত সূত্র সমন্বিত প্রকরণ যোড়শক।

প্রস্তাবনা

'তত্ত্বসূত্র' নামক গ্রন্থ পঞ্চ প্রকরণে বিভক্ত পঞ্চাশৎ সূত্র সমন্বিত রচনা। ইহাতে পরতত্ত্ব, চিৎপদার্থ, অচিৎপদার্থ, সম্বন্ধতত্ত্ব এবং শাস্ত্র সিদ্ধান্ত নামক প্রকরণের প্রত্যেক সূত্র শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা স্থাপন করিয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ সরস ব্যাখ্যাদ্বারা তাহা সকলের সহজ- বোধ্য করিয়াছেন। ইহার অনুশীলনদ্বারা পাঠকগণ পরমার্থ বিজ্ঞান সম্বন্ধে সুদৃঢ় জ্ঞান লাভ করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রী তত্ত্ব সূত্র

তত্ত্ব প্রকরণম

প্রণম্য কৃষ্ণচৈতন্যং ভারদ্বাজং সনাতনম্।
তত্ত্ব সূত্রং সব্যাখ্যানং ভাষায়াং বিবৃতং ময়া॥

(গ্রন্থকার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিতেছেন,—সনাতনপুরুষ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবকে সর্বাগ্রে প্রণাম জানাইয়া এই তত্ত্বসূত্র নামক গ্রন্থ, ব্যাখ্যার সহিত বঙ্গ ভাষায় বিবৃত করিতেছি)।

এই তত্ত্বসূত্র অনাদি অনুভবসিদ্ধ অতএব অখিল বেদের সারভাগ বলিতে হইবে। ইহা ভারদ্বাজ চৈতন্য সম্ভূত অতএব সাত্বত-শাস্ত্রের মূল বলিলেই হয়। এই গ্রন্থে একমাত্র তত্ত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। যথা ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে সূতেনোক্তং—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

(অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ববিৎ পুরুষগণ তত্ত্ব বলেন। চিন্মাত্র ব্রহ্মই সেই তত্ত্বের প্রথম প্রতীতি। চিদ্‌বিস্তাররূপ পরমাত্মাই সেই তত্ত্বের দ্বিতীয় প্রতীতি। চিদ্‌বিলাসরূপ ভগবান্ সেই তত্ত্বের তৃতীয় প্রতীতি)।

তথাহি যজুর্বেদীয় বাজসনেয় সংহিতোপনিষদি সপ্তম মন্ত্রং,—

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোকশ্চৈকত্বমনুপশ্যতঃ॥

(যে সময়ে সর্বভূতের সহিত আত্মার একত্ব অর্থাৎ তগবানের সঙ্গে তাঁহার শক্তির অভিন্নত্ব ও শক্তির ভগবদধীনত্ব দৃষ্ট হয়, তখন একত্ব দর্শক পণ্ডিতের কি মোহ ও শোক হইতে পারে)?

তথাহি গীতোপনিষদি চোক্তং ভগবতা,—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥

(হে ধনঞ্জয়! আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; সুতায় যেরূপ মণিগণ গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই এই সমগ্র বিশ্ব গ্রথিত আছে, অর্থাৎ ওতঃপ্রোতভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে)।

ভথাহি নারদ পঞ্চরাত্রে মঙ্গলাচরণে গ্রন্থকারেনোক্তং—

ধ্যায়েৎ তং পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মানমীশ্বরম্। নিরীহমতি নির্লিপ্তং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্॥
সর্বেশং সর্বরূপঞ্চ সর্ব্বকারণকারণং। সত্যং নিত্যঞ্চ পুরুষং পুরাণং পরমব্যয়ম্॥

(পরব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পরমেশ্বর-স্বরূপ শ্রীহরির সতত ধ্যানই জীবের কর্তব্য। প্রকৃতির অতীত সেই পুরুষোত্তম নিরীহ, নির্লিপ্ত, নির্গুণ এবং অনন্ত চিন্ময়রূপধারী। সেই ভগবান্ সকল দেবতাগণের প্রভু ও সর্বকারণের-মূল কারণ। সেই অব্যয়স্বরূপ পরমপুরুষ ত্রিকাল-সত্য সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপে চিন্ময়ধামে বিরাজ করেন)।

তথাহি মার্কণ্ডেয়পুরাণে চতুর্থাধ্যায়ে কথিতং,—

যস্মাদণুতরং নাস্তি যস্মান্নাস্তি বৃহত্তরং। যেন বিশ্বমিদং ব্যাপ্তমজেন জগদাদিনা ॥

(পরতত্ত্ব হইতেছেন অণোরণীয়ান্ এবং মহতো মহীয়ান্—অচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীহরি এভাবে সমস্ত জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে এবং অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগ পর্যন্ত সমস্ত জগৎকে আবৃত করিয়া অবস্থান করেন; সেই অজ ভগবানের অপেক্ষা সূক্ষ্মবস্তু ও বৃহত্তরবস্তু আর কিছুই নাই)।

তত্ত্বের অদ্বয়ত্ব সম্পাদনের সহিত একটী সংশয় উপস্থিত হয়। অর্থাৎ তত্ত্বই সমস্ত পদার্থ। পদার্থান্তর কল্পনার প্রয়োজন নাই। এই সংশয় মীমাংসা করণার্থে তত্ত্ব শব্দকে পর পদবাচ্য করা হইয়াছে। এই সূত্রে বিচার্য এই যে, সূত্রকার ভগবৎ পদার্থকেই কেবল তত্ত্ব আখ্যা দিয়াছেন। চিৎ ও অচিৎ এই দুইটীকে পদার্থ বলিয়া নামকরণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ চিৎ ও অচিৎ দৃশ্য-জগতে পদার্থের মধ্যে পরিগণিত। ভগবদ্-বিষয়ের দুর্জ্ঞেয়তা প্রযুক্ত পদার্থ সংজ্ঞা হইতে পারে না। কোন একটী শব্দের উল্লেখ করিলেই তাহার যদি কিছু অর্থ প্রকাশ হয় তবে ঐ শব্দকে পদ কহা যায় এবং পদের লক্ষিত দ্রব্যকে পদার্থ কহা যায়। ভগবদ্বিষয়টী যুক্তির অতীত অতএব শ্রুতি কহিয়াছেন,—

তৈত্তিরীয়োপনিষদে,—যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

(যে পুরুষকে না পাইয়া বাক্য, মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, তিনি ব্রহ্ম)।

এ প্রযুক্ত ভগবান্, তত্ত্বপদবাচ্য, পদার্থ পদবাচ্য নহেন। পদার্থ হইতে ভগবান্ ভিন্ন, কিন্তু পদার্থ কদাচ ভগবান্ হইতে ভিন্ন থাকিয়া অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে না। এ বিষয়টী অনুভবসিদ্ধ কিন্তু যুক্তি কর্তৃক বিচারিত নহে। অতএব সূত্রকার তত্ত্ব প্রকরণে প্রথম সূত্রটী এইরূপ স্থাপিত করিলেন,—

একঃ পরোঃ নান্যঃ ॥ ১ ॥

এক এবাদ্বিতীয়ঃ পরমেশ্বরঃ তদন্যঃ কোঽপি পরো নাস্তীত্যর্থঃ 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহনানাস্তি কিঞ্চনেতি' শ্রুতে।

(পরমেশ্বর এক অখণ্ড তত্ত্ব ও তাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ কোন দ্বিতীয় বস্তু কোথায়ও নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ অনুসারে,—এই বিশ্বসৃষ্টিরর পূর্বে এক অদ্বিতীয় সৎ বস্তুমাত্র ছিলেন। কঠ ও বৃহদারণ্যক অনুসারে—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই বহ্ম হইতে অভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মেরই বহিরঙ্গা শক্তি-প্রকটিত)।

সচ্চিদানন্দসান্দ্রাত্মা সারগ্রাহিজনপ্রিয়ঃ। দীনকারুণ্য পূরাব্ধির্জীয়াম্মদনমোহনঃ॥

তৎকৃপামৃত বিন্দূদ্যৎ পিপাসস্তোকিতাশয়ঃ। প্রাচীন তত্ত্ব সূত্রাণি বিবৃণোমি যথা মতি॥

(সারগ্রাহিজনগণের প্রেমাস্পদ, দৈন্যভাবযুক্ত ভক্তগণের প্রতি কারুণ্যের প্রবর্ধমান সমুদ্রসদৃশ, ঘনীভূত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহস্বরূপ প্রভু মদনমোহন সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন। তাঁহার কৃপামৃত কণা বর্ষণের জন্য চাতক-পক্ষীর ন্যায় পিপাসাযুক্ত আশয় গ্রন্থকার বৈদিক পরম্পরাপ্রাপ্ত এই তত্ত্বসূত্রসকল যথামতি ব্যাখ্যা করিতেছেন)।

নন্ অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসেতি ব্যাসাদি সূত্রকারৈ-রথ শব্দস্য মঙ্গল সূচকস্য তত্তৎ জিজ্ঞাসা পদস্য তত্তদ্ বিষয়ক জ্ঞানেচ্ছা পুরুষেণ কর্তব্যেতি পুরুষেচ্ছা কৃত্যধীন জ্ঞানবিষয়ীভূত ধর্ম্মব্রহ্মরূপ শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বস্তুসূচকস্য চোপন্যাসেন মঙ্গলাচরণং বিষয়াদিসূচনরূপং প্রতিজ্ঞাঞ্চ কৃত্বা শাস্ত্রমারব্ধং তত্ত্বসূত্রকারেণ তু তদকৃত্বা কথং শাস্ত্রমুদক্রান্ত মিতিচেন্ন, অস্মিন্ শাস্ত্রে প্রথমতঃ সূত্রে পরম মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর তত্ত্ব নিরূপণ প্রস্তাবেন পৃথক্ মঙ্গলাচরণস্যানাবশ্যকত্বাৎ এতচ্ছাস্ত্র প্রতিপাদ্য প্রয়োজনীভূত বস্তুনঃ স্বপ্রকাশত্বেন স্বতঃসিদ্ধপ্রত্যয় গোচরতয়াচ পুরুষেচ্ছা কৃত্যধীন জ্ঞানবিষয়ত্বাভাবাৎ তদর্থং জিজ্ঞাসা কর্তব্যেতি বিষয়সূচনদ্বারা প্রতিজ্ঞায়া অপ্যনুচিতত্বাৎ তদনাদৃত্য প্রথমত সূত্র মরচয়েতি।

(বেদব্যাসাদি সূত্রকারগণ তাঁহাদের রচিত ব্রহ্মসূত্র, ধর্মসূত্র ইত্যাদি গ্রন্থের প্রারম্ভে 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা', 'অথাতো ধর্ম জিজ্ঞাসা' ইত্যাদি বচন প্রয়োগে মঙ্গলসূচক 'অথ'—শব্দ দ্বারা তত্তৎ শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয়ের জ্ঞান-লাভেচ্ছু পুরুষের জিজ্ঞাসা বচন দ্বারা প্রারম্ভিক সূত্র রচনা করিয়াছেন। জিজ্ঞাসু পুরুষের জ্ঞান-বৃত্তির অধীনরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তুর সূচনার উপক্রমে এভাবে মঙ্গলাচরণ অথবা বিষয়াদিসূচনরূপ প্রতিজ্ঞাবচনদ্বারা তত্তৎশাস্ত্রসকল প্রারম্ভিত হইয়াছে। এই তত্ত্বসূত্রকারেরও তদনুরূপ প্রথা অনুসরণ করার প্রয়োজন ছিল না কি? এখানে 'অথ' ইত্যাদি মঙ্গলাচরণ ব্যতীত এই শাস্ত্রের প্রারম্ভীকরণের কারণ কি? এই প্রশ্নের সম্ভাবনায় গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, এই শাস্ত্রে পরম মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর-তত্ত্ব নিরূপণের প্রস্তাব হেতু পৃথক্ মঙ্গলাচরণের অনাবশ্যকতা সূচিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, জীবের চরমপ্রাপ্য বস্তুর স্বপ্রকাশত্ব স্বভাব-হেতু তাহা শুদ্ধ আত্মার স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়-বৃত্তি দ্বারাই অনুভূত হয়। পরতত্ত্ব, জিজ্ঞাসুব্যক্তির ইচ্ছাকৃত জ্ঞানের অধীনস্থ নয় বলিয়া তদ্বিষয়ে সাধারণ প্রথায় জিজ্ঞাসা এবং প্রতিজ্ঞাবচনের অনৌচিত্য নিবন্ধন, সাধারণ প্রথা অনাদর করিয়া তত্ত্বসূত্রকার বিলক্ষণ প্রথায় এই প্রথম সূত্র রচনার সূচনা করিয়াছেন)।

যাঁহাকে পরমেশ্বর বলা যায় তিনি একমাত্র তত্ত্ব। অন্য কোন পদার্থকে পরতত্ত্বপদে উপলব্ধি করা যায় না।

অগুণোপি সর্বশক্তিরমেয়ত্বাৎ॥ ২॥

স চ পরমেশ্বরঃ অগুণোপি গুণাতীতোপি সর্বশক্তিমান্ প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণা-গম্যত্বাদিত্যর্থঃ। 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়াচেতি' শ্রুতেঃ।

(একমেবাদ্বিতীয় সেই পরমেশ্বর, লৌকিক গুণত্রয়ের অতীত হইয়াও সর্বপ্রকার শক্তির অধীশ্বর হইয়া থাকেন। লৌকিক প্রমাণসকল ভগবত্তত্ত্বে কার্যকারি হয় না বলিয়া তাঁহাকে অপ্রমেয় বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৬।৮) বলেন,—সেই পরমেশ্বরের কোন প্রাকৃত শরীর নাই, প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও নাই, তাঁহার সমান অথবা তাঁহা হইতে প্রধানও কেহ নাই। ইঁহার পরাশক্তি বিভিন্ন প্রকার এবং তাহা স্বরূপানুবন্ধী, যাহা জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া অর্থাৎ সংবিদ্, সন্ধিনী ও হ্লাদিনীরূপা স্বরূপশক্তি নামে বেদাদি শাস্ত্রে শ্রুত হইয়া থাকে)।

নন্ু একস্যাদ্বিতীয়স্য পরমেশ্বরস্য সহায়রাহিত্যেন বিশ্বসৃষ্ট্যাদি বিবিধ কার্যকর্তৃত্বং কথং ঘটত ইত্যাশঙ্কাং নিরাকরোতি।

(সেই অদ্বিতীয় একবস্তু ভগবান অপরের সহায়-রহিত বলিয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি ইত্যাদি বিবিধ কার্য তাঁহার দ্বারা কিভাবে সম্পন্ন হইতে পারে? এই শঙ্কার সমাধানরূপে গ্রন্থকার বলিতেছেন যথা,—)

সেই পরমেশ্বর গুণাতীত। গুণ দুই প্রকার, অর্থাৎ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। চিৎ পদার্থ সম্বন্ধে যে কিছু গুণ পরে কথিত হইবে সে সমুদায় অপ্রাকৃত অর্থাৎ মায়া প্রকৃতির অতিরিক্ত। অচিৎ পদার্থ সম্বন্ধে যে সকল গুণের উল্লেখ হইবে সে সকল প্রাকৃত অর্থাৎ মায়া-প্রকৃতির অন্তর্ভূত। এই দুই প্রকার গুণের এস্থলে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। ~~সংক্ষেপতঃ ইহাই বক্তব্য যে পরতত্ত্ব এই উভয়বিধ গুণের অতীত~~। এ স্থলে আশঙ্কা এই যে, গুণাতীত তত্ত্বের সহিত গুণময় পদার্থের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে কি না, যুক্তি দ্বারা বিশেষ আলোচনা করিতে গেলে কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত ঘটে না। সম্বন্ধ অবশ্যই স্বজাতীয়তার অপেক্ষা করে, ইহাই দৃষ্টজগতে প্রত্যক্ষ। তেজ ও তিমিরের ন্যায় বিপরীত ধর্ম্মশালী পদার্থের সম্বন্ধ কখনই চিন্তা করা যাইতে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বর গুণাতীত হইয়াও সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন। এই সিদ্ধান্তে যদি যুক্তিবিরোধিত্ব প্রযুক্ত সংশয় হয়, তাহা নিবারণ করণার্থে এই স্থলে তাঁহাকে অপ্রমেয় বলা হইয়াছে। দৃষ্টজগতে যাহা লক্ষিত হইতেছে তাহাই যে পরতত্ত্বের প্রমাণ ও উপমার স্থল হইবে, ইহাতেই বা প্রমাণ কি? ব্যাপ্তি-জ্ঞানের দ্বারা পর্ব্বতের ধূম দৃষ্টে অগ্নির নিরূপণ হয়। বাৎস্যায়নকৃত গৌতম সূত্র-ভাষ্যে কথিত হইয়াছে যে, "মেঘোন্নত্যা ভবিষ্যতি বৃষ্টিরিতি" মেঘের উদয়দৃষ্টে বৃষ্টির সম্ভাবনা হয়। এই প্রকার দৃষ্টান্তের দ্বারা কেবল দৃষ্টপদার্থের লিঙ্গ অনুসারে অদৃষ্ট অন্য কোন পদার্থের অনুমান হয় ইহাই স্বীকার হইল কিন্তু পরপদার্থের কোন প্রকার লিঙ্গ জগতে দৃষ্ট না হওয়ায় এ প্রকার অনুমান ঈশ্বর সম্বন্ধে অকর্তব্য। 'লিঙ্গ দর্শনেন অপ্রত্যক্ষোর্থোঽনুমীয়তে' ইহাই অনুমানের বিধি। কিন্তু ঈশ্বর-বিষয়ক অনুমান তদ্রূপ নহে। ঈশ্বর-উপলব্ধিকে অনুমানই কহা যায় না। ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধজ্ঞান। গৌতম কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে যথা—'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষং', বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যে 'ইন্দ্রিয়স্যার্থেন সন্নিকর্ষাদুৎপদ্যতে যৎ জ্ঞানং তৎ

প্রত্যক্ষং'। তাৎপর্য এই যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সন্নিকর্ষে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ। সন্নিকর্ষ শব্দের অর্থ সাক্ষাৎকার। ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকারকেই যদি প্রত্যক্ষ বলা যায়, তবে চৈতন্য স্বরূপ আত্মার যে সাক্ষাৎকার তাহাকে প্রত্যক্ষ কহিতে আপত্তি কি? ইন্দ্রিয় কিছু জ্ঞানের আধার নহে, তাহাকে কেবল জ্ঞানের দ্বার বলা যায়, এইমাত্র। অতএব দ্বারস্থ পদার্থ যদি প্রত্যক্ষ হয় তবে অন্তঃপুরস্থ পদার্থকে প্রত্যক্ষ কহিবার দোষ কি? বরং উহাই নিশ্চয়রূপে প্রত্যক্ষ-বাচ্য হইতে পারে এবং ইন্দ্রিয়দত্ত জ্ঞানকে আত্মার পক্ষে অনুমান কহা যাইতে পারে। বিচারকের আত্মাবস্থান সিদ্ধ করিতে কোন ইন্দ্রিয়-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না যেহেতু তাহা স্বতঃপ্রত্যক্ষ; তদ্রূপ ভক্তিবৃত্তির দ্বারা জগদীশ্বর উপলব্ধ হন ঐ উপলব্ধি স্বতঃপ্রত্যক্ষ অতএব লিঙ্গদর্শনরূপ অনুমানের প্রয়োজন তাহার নাই। দৃষ্টান্তরূপ যুক্তির দ্বারা ভগবত্তত্ত্বের বিচার করিতে হইবে না। গুণাতীত তত্ত্বের শক্তিমানতা যদিও অলৌকিক তথাপি তাহা স্বতঃসিদ্ধ-বিশ্বাসের দ্বারা গৃহীত ও স্থিরীকৃত হইয়াছে। অতএব পরমেশ্বর গুণাতীত হইয়াও অপ্রমেয়ত্ব-প্রযুক্ত সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন ইহা সিদ্ধ হইল। তথাহি ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে শ্রীশুকেনোক্তং—

ভগবান্ সর্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ। দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ॥

(সর্বসাক্ষী ভগবান্ শ্রীহরি দৃশ্য-অনুমাপক বুদ্ধ্যাদি লক্ষণদ্বারা অন্তর্যামীরূপে সর্বভূতে অনুভূত হইয়া থাকেন)।

তথাচ চতুর্থ স্কন্ধে বিংশোধ্যায়ে,-—

একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতির্নির্গুণোঽসৌ গুণাশ্রয়ঃ। সর্বগোঽনাবৃতঃ সাক্ষী নিরাত্মাত্মাত্মনঃ পরঃ॥

(ভগবান্ হইতে জীবের পারমার্থিক ভেদ দেখাইবার জন্য ভগবানের স্বরূপ বলিতেছেন। (১) তিনি এক, কিন্তু জীব অনেক। (২) তিনি নিত্য-শুদ্ধ কিন্তু জীব বদ্ধ হইবার যোগ্য। (৩) তিনি নিত্য-নির্মল জ্যোতি, জীব স্বরূপ-ভ্রমক্রমে মলিন হয়। (৪) তিনি নির্গুণ—কখনই প্রাকৃত গুণ-সঙ্গ করেন না, জীব বাসনা-দোষে প্রাকৃত গুণে আবদ্ধপ্রায় হইয়া পড়েন। (৫) তিনি অপ্রাকৃত গুণাশ্রয়, জীব প্রাকৃত গুণাভিমানী হইতে পারেন। (৬) তিনি সর্বগ, জীব স্বরূপতঃ অণু। (৭) তিনি সাক্ষী, জীবের ক্রিয়া দৃষ্টি করেন, তিনি নিরাত্মা, জড়াসক্তি শূন্য, জীব জড়াসক্তিতে আবদ্ধ হয়। (৮) তিনি অন্তর-রহিত আত্মা, জীব তদাত্মক। (৯) তিনি আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ, জীব তাঁহার বশীভূত। এই নয়টী জীবেশ্বরের বৈলক্ষণ্য)।

তথাচ ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে, সপ্তম অধ্যায়ে ;

অত্র মাং মৃগয়ন্ত্যদ্ধা যুক্তা হেতুভিরীশ্বরম্। গৃহ্যমাণৈর্গুণৈর্লিঙ্গৈরগ্রাহ্যমনুমানতঃ॥

(শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিলেন,—আমার স্বরূপ প্রত্যক্ষ-অগোচর হইলেও এই মানব-দেহস্থিত জীবগণ বুদ্ধি প্রভৃতি গুণসমূহ এবং প্রকাশ ও অপ্রকাশরূপ লক্ষণ-দর্শনে অনুমানবলে তৎসমুদয়ের প্রবর্তকস্বরূপ আমার সন্ধান করিয়া থাকেন)।

তথাহি নারদ পঞ্চরাত্রে,—

প্রকৃতেঃ পরমিষ্টঞ্চ সর্বেষামভিবাঞ্ছিতং। স্বেচ্ছাময়ং পরং ব্রহ্ম পঞ্চরাত্রাভিধং স্মৃতং ॥

(পূর্ণ স্বেচ্ছাময় পুরুষ পরব্রহ্ম শ্রীহরি প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব এবং সমস্ত ভক্তগণের চির-অভিবাঞ্ছিত এই ইষ্টদেবকে পঞ্চরাত্রাগমদ্বারা উদ্দিষ্ট প্রভু বলিয়া জানিবে)।

পূর্বপক্ষকর্তা পূর্বোক্ত যুক্তি ও শাস্ত্র দ্বারা জগদীশ্বরের গুণাতীতত্ব ও সর্বশক্তি-সম্পন্নত্ব স্বীকার করিয়া এই প্রকার সন্দেহ করিতে পারেন যে, এবম্ভুত বিরোধী-সিদ্ধান্ত পুনঃ পুনঃ হইলে অযৌক্তিক বিশ্বাসের দ্বারা সত্যের ব্যাঘাত হইয়া উঠিবে। এই সংশয় নিরসনার্থ সূত্রকার কহিতেছেন যে, পরমেশ্বরের বিরোধ-সামঞ্জস্য বিচিত্র নহে। বিরোধ-সামঞ্জস্য লৌকিক পদার্থে সম্ভব হয় না কি পরতত্ত্ব অলৌকিক। তাহা যদি অলৌকিক না হইবে তবে তাহার পরত্ব কি প্রকারে হইতে পারে ?

বিরোধভংজিকা শক্তির অধীশ্বর পরমেশ্বরে.—

বিরুদ্ধসামান্যং তস্মিন্নচিত্রং ॥ ৩ ॥

তস্মিন্ পরমেশ্বরে বিরুদ্ধধর্মানাং সাহচর্যং ন চিত্রং নাশ্চর্যমিত্যর্থঃ। 'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ' ইতি শ্রুতেঃ ॥

(সেই পরমেশ্বরে বিরুদ্ধধর্মসমূহের অবস্থান কোনরূপ আশ্চর্যকর নহে, পরন্তু স্বাভাবিক। শ্রুতিশাস্ত্র বলেন,—সেই পরমেশ্বর প্রাকৃত পদ ও হস্তরহিত হইলেও বেগবান্ এবং সর্বগ্রাহী অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃত হস্তপদযুক্ত। তিনি প্রাকৃত নেত্রবিহীন হইয়াও দর্শন করেন, কর্ণরহিত হইয়াও শ্রবণ করেন অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃত চক্ষু ও কর্ণবিশিষ্ট। তিনি সর্বসাক্ষীস্বরূপ, সকল জ্ঞেয়বস্তুকেই তিনি জানেন, কিন্তু তাঁহাকে মাপিয়া লইবার কেহ নাই অর্থাৎ তিনি যে অপ্রাকৃত হস্তচরণচক্ষুকর্ণযুক্ত চিন্ময়স্বরূপবিশিষ্ট হইতে পারেন, ইহা জীবের সসীমযুক্তি ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। ব্রহ্মবিদ্গণ তাঁহাকে সর্বকারণ-কারণ, মহান্ পুরুষ বলিয়া কীর্তন করেন)।

নন্নু নির্গুণত্বেহপি সর্ব্বশক্তিত্বমিতি কথং বিরুদ্ধধর্মাবস্থিতিরিতি শঙ্কাং পরিহরতি।

(নির্গুণ-স্বরূপ পরতত্ত্ব কিভাবে সর্বশক্তিমান্ হইয়া থাকেন ? এই শঙ্কার সমাধানের জন্য গ্রন্থকার এই তৃতীয় সূত্রে বলিতেছেন,—তাঁহাতে পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্মের সাহচর্য বিচিত্র বা অলীক নহে)।

ঈশ্বরে অসংখ্য বিরোধী গুণসকল দৃষ্ট হয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যায়, তাহাই বিরোধসূচক। যেমন ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন বলিলে নির্বিকার-পুরুষের বিকার স্বীকার করা হয়। ঈশ্বর পালন করিতেছেন বলিলে অকর্তা-পুরুষে কর্তৃত্ব আরোপ হয়। ঈশ্বর সংহার করেন বলিলে, মঙ্গলময় পুরুষে অমঙ্গল দৃষ্ট হয়। ঈশ্বর আছেন বলিলে, কালাতীত তত্ত্বে কালান্তর্গতত্ব প্রতিপাদন হয়। এই প্রকার বিরোধের অন্ত পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ বাক্য ও মন উভয়ই ঈশ্বর

বিষয়ক বর্ণনে ও চিন্তনে অসমর্থ। যুক্তি দ্বারা এই সকল বিষয়ের বিচার করিতে হইলে কখনই মীমাংসা হইবে না, বরং বিচারকের অনেক অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে চার্ব্বাকাদি ঋষিগণেরাও নাস্তিকতা অবলম্বন করিয়াছেন। অনেকে সংশয়াত্মা হইয়া বিনাশকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব এরূপ অমঙ্গলজনক তর্ক হইতে যত শীঘ্র মনের নিবৃত্তি হয়, ততই মঙ্গল। ভক্তিবৃত্তিকে বিশ্বাস করাই এই অমঙ্গল হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়। এই বিশ্বাসের প্রথম অবস্থাকে শ্রদ্ধা বলা যায়, অতএব শ্রদ্ধাই মূল।

তথাহি গীতা, চতুর্থ অধ্যায়ে,—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেনাধিগচ্ছতি॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানস্য সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥

(সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হইয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন। যাহার নিষ্কাম-কর্মযোগে শ্রদ্ধা হইয়াছে, সে ব্যক্তি শীঘ্রই পরা-শান্তি লাভ করে। তত্ত্বে অনভিজ্ঞ ও অশ্রদ্দধান ব্যক্তি—সর্বদাই সংশয়াত্মা; সেই প্রকার লোকের মঙ্গল হয় না। তাহাদের ইহলোকে বা পরলোকে সুখলাভ হয় না, যেহেতু সংশয়রূপ দুঃখই তাহাদিগের শান্তি নাশ করে)।

অতএব স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা জগদীশ্বরে বিরোধী-গুণ-সকলের সামঞ্জস্য স্বীকার করাই বিধেয়। তাহা না করিলে নাস্তিকতারূপ ভয়ানক ফলের উদয় হয়। ঈশ্বরে এরূপ বিরোধ সামঞ্জস্য বিচিত্র নহে, যেহেতু তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইবার কোন কারণ নাই।

উপলব্ধ পদার্থের কোন একটী স্বরূপ অবশ্যম্ভাবী। পরমেশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা এস্থলে প্রয়োজন।

স সচ্চিদানন্দো জ্ঞানাগম্যো ভক্তিবিষয়ত্বাৎ॥ ৪॥

স চ পরমেশ্বরঃ সত্যজ্ঞানানন্দময় বিগ্রহোঽবাঙ্মনস গোচরো জ্ঞানেনাগ্রাহ্যঃ কেবলং ভক্তি-গ্রাহ্যত্বাৎ। 'যদ্বাচা নভ্যুদিতং যন্মনো ন মনুতে' ইতি শ্রুতেঃ 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য' ইতি স্মৃতেঃ।

(সত্যময়, জ্ঞানময় ও আনন্দময় বিগ্রহ এবম্ভূত পরমেশ্বর বাক্য-মনের অগোচর বলিয়া জীবের জ্ঞানবৃত্তি তাঁহাতে প্রবেশ করে না; তিনি কেবল ভক্তি দ্বারাই জ্ঞাত হইয়া থাকেন। কেনোপনিষদ্ বলেন,—যিনি প্রাকৃত বাক্‌শক্তি দ্বারা অনুচ্চারিত, বাক্-ইন্দ্রিয়কে যিনি কথন-শক্তি প্রদান করেন, তাঁহাকেই তুমি পরব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। এই শরীর, জীব, জগৎ ইত্যাদি, যাহা লোক-কর্তৃক উপাসিত হইতেছে, ইহা ব্রহ্ম নহে। লোকে যাঁহাকে প্রাকৃত বুদ্ধি ও মনোরূপ অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা মনন বা নিশ্চয় করিতে পারে না, কিন্তু তিনি লোকের মনকে জানেন বা অন্তঃকরণাদি প্রকাশিত বা বিষয়ীকৃত করেন,—ইহাই ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। সেই লোক-বিলক্ষণ তত্ত্বকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। সাধারণ লোক-কর্তৃক উপাসিত অর্থাৎ প্রাকৃত মন ও বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞাত এই শরীরাদি বা জীব ও জড়াদি বস্তু ব্রহ্ম নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১, ১৪, ২১) ভগবান্ বলেন,—'সাধুগণের প্রিয় পরমাত্মা যে আমি, কেবল শ্রদ্ধাজনিত অনন্য ভক্তি-দ্বারাই লভ্য হইয়া থাকি। অধিক কি বলিব, আমাতেই নিষ্ঠাযুক্ত ভক্তি চণ্ডালগণকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করিয়া থাকে)।

নম্বেবম্বিধ বিবিধ বিরুদ্ধধর্ম-বিশিষ্টস্য কথং জ্ঞেয়ত্ব ইত্যপেক্ষায়ামাহ।

(এই প্রকারের বিরুদ্ধধর্মাদিগুণবিশিষ্ট পরমেশ্বরকে কি করে জানা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন,)

সেই সচ্চিদানন্দরূপ পরতত্ত্ব জ্ঞান-চক্ষের দ্বারা দৃষ্ট নহেন, কিন্তু কেবল ভক্তির দ্বারা উপলব্ধ। সচ্চিদানন্দ কাহাকে বলা যায়, ইহার বিচার করা কর্তব্য।

শ্রুতৌ যথা ; 'ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ লক্ষণম্'।

(সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্বই ব্রহ্মবস্তুর লক্ষণ। ঈশ্বর,—নিরাকার, নির্বিকার, নির্বিশেষ ও নিঃশক্তিক নহেন)।

তথাচ ব্রহ্মসংহিতায়,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥

(সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। সেই গোবিন্দ অনাদি, সকলের আদি এবং সকল কারণের মূল কারণ)।

বিষ্ণুপুরাণে সচ্চিদানন্দ শব্দের এই ব্যাখ্যা যথা,—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়িনোগুণবর্জিতে॥

অস্য টীকা চ। হে ভগবন্ ত্বয়ি ভগবতি ঈশ্বরে সর্ব্বসংশ্রয়ে সর্ব্বেষামাশ্রয়ভূতে একা অচিন্ত্য শক্তিঃ হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিদিতি ত্রয়ং ভবতীত্যর্থঃ। কথম্ভূতে ত্বয়ি গুণবর্জিতে সত্ত্বরজস্তমস্ত্রিগুণাতীতে, হ্লাদতাপকরী সুখদুঃখময়ী মিশ্রাশক্তি র্নো ভবতীত্যর্থঃ। অতএবানন্দাখ্য পরমানন্দময়ী শক্তিস্ত্বয়ি বর্ততে ইতি ধ্বনিতং।

(বিষ্ণুপুরাণে শ্রী ধ্রুবের ভগবৎস্তবে,— হে ভগবান্! সর্বাশ্রয়, নির্গুণ যে তুমি, তোমাতে 'হ্লাদিনী', 'সন্ধিনী' ও 'সম্বিৎ' ত্রিবিধ ব্যাপারই চিন্ময়। মায়াবশযোগ্য চিৎকণ জীব মায়াবিষ্ট হইয়া, মায়ার ত্রিগুণ আশ্রয় করতঃ যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে শক্তি, 'হ্লাদকরী', 'তাপকরী' ও 'মিশ্রা'—এই তিন প্রকার ভাব পাইয়াছেন ; কিন্তু সর্বগুণাতীত যে তুমি, তোমাতে ঐ শক্তি নির্মলা ও নির্গুণস্বরূপে এবং একাকারে অবস্থিত")।

পরতত্ত্বের উপলব্ধাংশকে ঈশ্বরের স্বরূপ বলিতে হইবে। ঈশ্বর অপরিমেয় পদার্থ। অতএব তাঁহার সম্পূর্ণ সাক্ষাৎ খণ্ডচৈতন্য-স্বরূপ জীবদিগের অপ্রাপ্য। কিন্তু যে কিছু অংশ জীবের ভক্তিবৃত্তি অর্থাৎ অনুভববৃত্তির দ্বারা উপলব্ধ হইতে পারে তাহাই তাঁহার স্বরূপ।

জীব অন্তবিশিষ্ট, অতএব ঈশ্বরের আনন্ত্য কখনও কোন অবস্থাতেই জীব-কর্তৃক সম্পূর্ণ উপলব্ধ হইবার সম্ভাবনা হয় না। কেবল ভক্তির উন্নতির সহিত ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারজনিত আহ্লাদ

ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবে এই মাত্রই সাত্বত পুরুষদিগের আশা। সেই এক পরতত্ত্ব যে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ঐ অনন্ত-শক্তির সমষ্টি একমাত্র অনাদি শক্তিকে বুঝায়। সেই অনাদি শক্তি অনন্তভাবে পরিণত হইতে পারে অতএব সেই শক্তিকে অনন্ত কহা যায়। সেই ভগবচ্ছক্তির বিষয় মার্কণ্ডেয় পুরাণে শক্তিমাহাত্মে চণ্ডী প্রথমাধ্যায়ে,—

তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ। মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সম্মোহিতং জগৎ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরং। সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তেহে র্তুভূতা সনাতনী। সংসার বন্ধ হেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥

(পুরাণে শক্তিমাহাত্ম অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। জগৎপতি শ্রীহরির অন্তরঙ্গা-শক্তি যোগমায়া অসীম প্রভাবযুক্তা, ইহা কোন বিচিত্র কথা নহে। যাহার ছায়ারূপা মহামায়া সমস্ত জগৎকে সম্মোহিত করিয়া রাখে। ভগবচ্ছক্তিরূপা মহামায়া জ্ঞানিগণের চিত্ত পর্যন্ত প্রবলরূপে আকর্ষিত করিয়া মোহিত করে। এই সমস্ত সচরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই মায়াদ্বারা রচিত হইয়াছে, সেই মায়ার প্রসন্নতা ফলে মানবগণ মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি-প্রাপ্তির কারণ-রূপ সনাতনী ও বিদ্যা স্বরূপা শক্তি এবং সংসার-বন্ধনের কারণরূপ অবিদ্যাশক্তিও সেই সর্বেশ্বরেশ্বরী মায়া)।

পরমেশ্বরের সেই অনাদি-শক্তিকে অলঙ্কারের দ্বারা কর্ত্তৃত্বাদি আরোপ করিয়া চণ্ডিকারূপে মার্কণ্ডেয় পুরাণে বেদব্যাস ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জড়গুণে স্ত্রীত্ব কল্পনা করা কবীদিগের পক্ষে দূষণীয় নহে। অতএব ব্রহ্মকবি বেদব্যাস শক্তি-শক্তিমানের বিশেষ বিচারের জন্য এরূপ পথ অবলম্বন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কোন কোন সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবেরা চণ্ডিকাকে অপরা-শক্তি ব্যাখ্যান করতঃ বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকাকে পরাশক্তি বলেন। কিন্তু সমস্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পক্ষে মান্য নারদ-পঞ্চরাত্র গ্রন্থে ঈশ্বরের শক্তির অদ্বয়ত্ব-প্রতিপাদন দেখা যায়। চণ্ডিকাদেবী পরমেশ্বরকে স্তব করিতে করিতে কহিলেন,—

তব বক্ষসি রাধাহং রাসে বৃন্দাবনে বনে। মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে পাদপদ্মার্চনে রতা॥

লক্ষ্মী বা দুর্গা বা অন্য কোন নামেই হউক ভগবানের যে এক পরাশক্তি তাহাই নির্দিষ্ট হইল, তত্ত্বনির্ণায়ক গ্রন্থে সাম্প্রদায়িক বিবাদের কোন প্রয়োজন নাই। বাস্তবিক এক অদ্বয়তত্ত্বে নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ স্বীকৃত হইলেই তাহাকে পুরুষ-প্রকৃত্যাত্মক কহা যায়।

গীতায়াং নবমাধ্যায়ে চোক্তং ভগবতা ;

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ। ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। উদাসীন বদাসীন মসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥

('এই ভূত-জগৎ আমারই প্রকৃতির অধীন ; উহারা প্রকৃতির বশে অবশ হইয়া, ইচ্ছাময় যে আমি, আমা-কর্তৃক পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হয়। আমি আমার প্রকৃতির দ্বারাই তাহাদিগকে সৃষ্টি করি। কিন্তু হে ধনঞ্জয়,

সেই সকল কর্ম আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না ; আমি সেই সকল কর্মে অনাসক্ত ও উদাসীন থাকি। আমি কিন্তু বাস্তবিক উদাসীন নই, চিদানন্দেই সর্বদা আসক্ত। সেই চিদানন্দের পুষ্টিকারিণী আমার বহিরঙ্গা-মায়া ও তটস্থা-শক্তিই এই ভূতগ্রাম সৃষ্টি করিয়া থাকে। আমার 'স্বরূপ' তদ্দ্বারা বিচলিত হয় না। ঐ ভূত-সমূহ মায়ার বশীভূত হইয়া যাহা করে, তদ্দ্বারা আমার শুদ্ধ চিদানন্দ-বিলাসেরই পুষ্টি হয়। জড়ীয় ব্যাপার-সম্বন্ধে আমার উদাসীনভাব সহজে পরিলক্ষিত হয়।')

ফলতঃ ঈশ্বর স্বয়ং শক্তি ও শক্তিমান। ঐ শক্তি আহ্লাদরূপা অর্থাৎ বিলাসিনী অতএব আনন্দভাবে জীবের গ্রাহ্য। শক্তিমান ভাবটীতে কেবলমাত্র চৈতন্য বুঝায় এবং উভয়ের অভেদ্য-ঐক্য সনাতন অর্থাৎ সৎ। এ প্রযুক্ত পরমেশ্বরের' বিগ্রহ সচ্চিদানন্দই বলিতে হইবে। যে প্রদেশে যে কোন ধর্ম্মানুযায়ী পরতত্ত্বের অনুশীলন হউক না কেন, সচ্চিদানন্দত্বই মাত্র ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধ হয়। এই স্বরূপটী কদাচ যুক্তির দ্বারা বিচারিত হয় না, কেবল স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা অনুভূত হয় মাত্র।

অনেকেই সেই পরতত্ত্বের স্বরূপ সাকার কি নিরাকার এই বিষয়ে বহুতর বিবাদ করিয়া থাকেন। সাকারবাদিগণ কহেন যে, পরমেশ্বরের আকার না থাকিলে উপাসনা বা কোনপ্রকার ক্রিয়ার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব তাঁহার একটি নিত্যদেহ আছে।

তথাহি নারদ-পঞ্চরাত্রে শিববাক্য ;

'তেজোঽভ্যন্তরে রূপঞ্চ ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ সদা। দাসানাঞ্চ কুতো দাস্যং বিনা দেহেন নারদ॥

(বৈষ্ণবগণ সর্বদা ব্রহ্মজ্যোতির অভ্যন্তরীণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপের ধ্যান করেন। হে নারদ, ভগবানের চিন্ময় স্বরূপের আশ্রয় ব্যতীত নিত্যদাসরূপ জীবের ভগবদ্দাস্য কি প্রকার সম্ভব হয় ?)

পক্ষান্তরে নিরাকারবাদিগণ পরমেশ্বরকে পরমাত্মারূপে জ্ঞান করতঃ সর্বব্যাপিত্বের ব্যাঘাৎ আশঙ্কায় নিরাকার বলিয়া প্রতিপাদন করেন। পুনরায় নারদ-পঞ্চরাত্রে লিখিয়াছেন,—

শরীরং প্রাকৃতং সর্ব্বং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরং। গুণেন সজ্জতে দেহো নির্গুণস্য কুতো ভবেৎ॥

(প্রকৃতির অন্তর্গত সমস্ত জীবগণের শরীর প্রাকৃত এবং ত্রিগুণময়। নির্গুণ বস্তু সর্বদা প্রকৃতির অতীত। নির্গুণতত্ত্বরূপ ভগবানের গুণময় প্রাকৃত-দেহের সম্ভাবনা কোথায় ?)

বস্তুতঃ উভয় পক্ষেরই কিছু কিছু কুসংস্কার আছে। নিরাকারবাদীরা সর্ব্বব্যাপী পুরুষের আকারকে অসম্ভব বলায় পরমেশ্বরের এককালে উভয় ভাবাপন্ন (অর্থাৎ নিরাকার ও সাকার) হইতে সামর্থ্য থাকার স্বীকার করেন না। এ প্রকার বিশ্বাসে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার ব্যাঘাত হইয়া উঠে। অপিচ সর্বৈশ্বর্যশালী ভগবানের নিরাকারত্ব অর্থাৎ সত্ত্বের অভাব যুক্তি-বিরোধী। বিচিত্র শক্তিক্রমে ভগবান একইকালে সর্বব্যাপী ও সাকার থাকিতে পারেন। ইহা কেবল ব্রহ্মেতর পদার্থের পক্ষে দুঃসাধ্য।

তথাহি হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে,—

আনন্দো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো মূর্তামূর্ত প্রভেদতঃ। অমূর্তস্যাশ্রয়ো মূর্তো মূর্তানন্দোঽচ্যুতো মতঃ॥

অমূর্তঃ পরমাত্মাচ জ্ঞানরূপশ্চ নির্গুণঃ। স্বস্বরূপশ্চ কূটস্থো ব্রহ্মচেতি সতাং মতং ॥

অমূর্ত মূর্তয়োর্ভেদো নাস্তি তত্ত্ব বিচারতঃ। ভেদস্তু কল্পিতো বেদৈ-র্মণি তত্তেজসাবিব ॥

(শ্রী হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র অনুসারে,—পরতত্ত্ব সাকার ও নিরাকার দ্বিবিধরূপেই অবস্থিত। আনন্দময় ভগবান অচ্যুতই বাস্তবিক পরমানন্দময় মূর্তবিগ্রহ এবং এই সচ্চিদানন্দ মূর্তবিগ্রহই অমূর্তের (নিরাকারের) আশ্রয়স্বরূপ। তিনি কেবল-জ্ঞান মার্গে নির্গুণ ও নিরাকাররূপে অসম্যক্ দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তত্ত্ববস্তু বিচারে নিরাকার ও সাকারের ভেদ করার কোন প্রয়োজন নাই। বেদশাস্ত্রে স্থানে স্থানে ভেদ কল্পিত হইয়াছে, যথা— মণি ও তাহার প্রকাশের মধ্যে যে ভেদ। বস্তুত একতত্ত্ববস্তুর দর্শন-ভেদই ইহার কারণ)।

কপিল-পঞ্চরাত্রে চ,—

দ্বে ব্রহ্মণি তু বিজ্ঞেয়ে মূর্তঞ্চামূর্তমেব চ। মূর্তামূর্ত স্বভাবোঽয়ং ধ্যেয়ো নারায়ণো বিভুঃ ॥

(ব্রহ্মবস্তুকে সাকার ও নিরাকার উভয়রূপেই জানিতে হইবে। মূর্ত ও অমূর্ত উভয়-স্বভাবযুক্ত প্রভু শ্রীমন্নারায়ণকেই ধ্যান কবিবে)।

বেদসকলও পরতত্ত্বের উভয়ত্ব স্বীকার করেন ; যথা হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে,—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।

বিচারযোগে মতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয় সবিশেষমেব ॥

(যে সকল শ্রুতি পরমেশ্বরকে নির্বিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যাত করে, তাহারাই অন্তে প্রাকৃত সবিশেষবাদ খণ্ডন করিয়া অপ্রাকৃত বা চিন্ময় সবিশেষ স্থাপনা করে। শ্রুতিসকলের অভিমত যদি বিচার করা যায়, তবে সবিশেষবাদেরই প্রাবল্য সাধিত হয়)।

পরমেশ্বর বস্তুতঃ সাকার ও নিরাকার উভয়াত্মক। যে ব্যক্তিরা উভয়ের মধ্যে কোন একটীর প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া অপর স্বরূপকে অগ্রাহ্য করেন তাহারা উভয় চক্ষে দৃষ্টি করেন না বলিতে হইবে। সাকার-নিরাকার লইয়া বিবাদ করা নিতান্ত অকর্মণ্য। পরমেশ্বরের ভৌতিক আকার নাই কিন্তু ভূতাতীত অপ্রাকৃত তত্ত্বময় বিভুর অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ সকল ভক্তের গ্রাহ্য। সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাকৃত চক্ষের পক্ষে পরমেশ্বর নিরাকার এবং অপ্রাকৃত চক্ষের পক্ষে সাকার—ইহা বলা যাইতে পারে অতএব উভয় স্বরূপই তাঁহার স্বীকৃত। সাত্বত তত্ত্ব সমস্ত সম্প্রদায়ের অতীত। অতএব সাকার নিরাকাররূপ বিবাদে সারগ্রাহীগণ কদাচ লিপ্ত হইবেন না। ভক্তির উদয় হইলেই মনের বুদ্ধিবৃত্তিতে উভয়াত্মক ঈশ্বর প্রতীত হইবেন।

এই স্থলে একটি সংশয় উদয় হইতে পারে অর্থাৎ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি ভক্তি সর্বলোকের স্বাভাবিক বৃত্তি এবং অনায়াসে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের গ্রাহক হয়, তবে অনেকেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে কেন না পারেন ? এই সংশয়ের মীমাংসা এই যে, বৃত্তি হইতে বৃত্তির বিষয় যদি দূরে থাকে অথবা বৃত্তি ও বিষয়ের মধ্যে কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক থাকে, তাহা হইলে স্বাভাবিক বৃত্তিও অকর্মণ্য হইয়া হতপ্রায় অবস্থিতি করে। যেমন অপুত্রক পিতার পুত্র-স্নেহ উদয় হয় না,

অবিবাহিত স্ত্রীর স্বামীর প্রতি স্নেহ উপলব্ধ হয় না, উপকারী পুরুষের প্রতি অজ্ঞানবশতঃ উপকৃত ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয় না, তদ্রূপ ইতরানুরাগী মূঢ়দিগের স্বতঃসিদ্ধ ভগবৎ প্রেমও কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। নাস্তিকেরা অধিকতর জড়বিষয়ের আলোচনা করতঃ বিশুদ্ধ ঈশ্বর-প্রেমের আস্বাদক হইতে পারে না।

পূর্বপক্ষ-কর্তা এরূপ বলিতে পারেন যে পরতত্ত্ব সম্বন্ধে যদি জ্ঞানের কোন সামর্থ্য নাই, তবে এই তত্ত্বসূত্রে বিচার পরিত্যাগ করিয়া কেবল জপ, ধ্যান, বন্দনা, পূজা ও শ্রীমূর্তি-দর্শনাদি ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয়। তদুত্তরে বাচ্য এই যে, তত্ত্বসূত্র বিচারটী ব্রহ্মসূত্র, কর্মসূত্র ও সাংখ্যসূত্র বিচারের ন্যায় নিরস নহে। এই তত্ত্বসূত্র বাস্তবিক নিরুপাধিক ভক্তিসূত্র মাত্র। উপযুক্ত স্থলে দর্শিত হইবে যে, ভক্তি রাগরূপা মাত্র, জ্ঞানরূপা বা কর্ম্মরূপা নহে। ঐ রাগ যদি পরতত্ত্ব-স্বরূপ ভগবৎ-পদার্থে অর্পিত হয়, তবেই ইহার চরিতার্থতা স্বীকার করা যায়, নতুবা ইতর পদার্থে তাহা অনুগত হইলে সংসাররূপ ঘোর বন্ধন তাহার ফল হয়। অতএব তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই সাধকের পরমার্থের মূল। 'আদৌ শ্রদ্ধা' প্রভৃতি শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর শ্লোক বিচার করিলে ঐ শ্রদ্ধাকেই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা বলা যাইবে। শ্রদ্ধা-ব্যতীতই বা শ্রেয় কোথায়? পদার্থ উপলব্ধ না হইলে তাহাতে রাগ কিরূপ হইবে? জিজ্ঞাসা-ব্যতীতই বা কিরূপে পদার্থ উপলব্ধ হয়? শুষ্কতর্ক ও প্রতিকূল যুক্তি দ্বারা অবশ্যই শ্রদ্ধার ব্যাঘাত হয় কিন্তু পরতত্ত্ব-বিচার তদ্রূপ নহে। আত্মার স্বস্বরূপ, পরস্বরূপ ও তদুভয়ের সম্বন্ধ-স্বরূপ যাঁহার বিচার নাই, তাঁহার রাগ উপযুক্ত পাত্রে অর্পিত না হইয়া ইতর পদার্থে উপগত হইলেও তিনি স্বীয় অপগতি বুঝিতে পারেন না। তিনি মনে করেন যে, জ্ঞানশূন্য রাগের দ্বারা তাঁহার নির্ম্মল ভজন ও পুলকাশ্রু প্রভৃতি লক্ষণ-সকল প্রকাশ হইতেছে কিন্তু হয়ত তাঁহার রাগ ঔপাধিকভাবে কোন চিৎ বা অচিৎ-পদার্থে উপগত হওয়ায় তাঁহাকে বঞ্চনা করিতেছে। অতএব ভক্তদিগের পক্ষে শুষ্কজ্ঞান, ফল্গু-বৈরাগ্য ও বন্ধ্যা-তর্ক পরিত্যাগ যেরূপ আবশ্যক; তত্ত্ববিচার ও তৎপদার্থে বিমল-অনুরাগ অর্পণ করাও সেইরূপ আবশ্যক জানিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা রাগ-বাহুল্য প্রযুক্ত তত্ত্ববিচারে অনাদর করেন তাঁহাদিগকে নিতান্ত মুক্ত অথবা নিতান্ত বদ্ধ বলিয়া জানিবে। ইহাই এই তত্ত্বসূত্রের রহস্য।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ;—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর আলস। ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন। তবু না পাইবে কৃষ্ণ-পদে প্রেমধন॥

সেই সচ্চিদানন্দ-পদার্থকে যদি কেহ ভাণ বা অচিরস্থায়ী বা স্বরূপতা বশতঃ দেশকালের দ্বারা বদ্ধ ও আদি-অন্তযুক্ত কহেন, তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য এইরূপ সূচিত হইয়াছে যথা,—

ননু পরমেশ্বরস্য ভক্তিগ্রাহ্যত্বে তত্ত্বে গ্রাহ্য জগদণ্ডঃ পাতিত্বং স্যাদিত্যাশঙ্কা নিরসনায় পঞ্চম সূত্রমারভতে,—

(কেবল ভক্তিদ্বারাই অনুভূত এই পরমেশ্বর কি কোন জাগতিক দেশকালের অধীনস্থ তত্ত্ব? এই সন্দেহ নিরসনার্থ পঞ্চম সূত্রে বলিতেছেন,)

স চ সত্যো নিত্যোঽনাদিরনন্তো দেশকালাপরিচ্ছেদাৎ ॥ ৫ ॥

স পরমেশ্বরঃ সত্যঃ, অসতঃ সত্তা প্রদত্ত্বাৎ সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি শ্রুতেঃ। নিত্যো অবিনাশী বাঽরেঽয়মাত্মেতি শ্রুতেঃ। অনাদিরনন্ত আদ্যন্ত-শূন্যঃ দৈশিককালিকোভয় পরিচ্ছেদ-মূন্যত্বাৎ সভূমিং সর্বতঃ স্পৃষ্টঽত্যতিষ্ঠদিতি শ্রুতেঃ। সর্বমাবৃত্যাতিষ্ঠতীতি স্মৃতেশ্চ।

(সেই পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ, তিনি অসদ্বস্তুকে পর্যন্ত সত্তাপ্রদানে সামর্থ্য ধারণ করেন। অতএব তৈত্তিরী-য়োপনিষদ্ বলেন,— ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জগতে যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান বস্তু সে সমুদয়ই অসৎ, জ্ঞেয় ও পরিচ্ছিন্ন, যিনি সৎ অর্থাৎ শাশ্বত, নিরুপাধিক সত্তাবিশিষ্ট, তিনিই ব্রহ্ম। ইহা দ্বারা বিকারাশ্রয় অচেতন ও বিকার সংস্পৃষ্ট অণু-চেতনকে নিরাস করা হইল। প্রকৃতি সতী হইলেও জড়া; মুক্তপুরুষগণ কেবল সঙ্কুচিত জ্ঞানের (পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের) আশ্রয়, কিন্তু ব্রহ্ম সমস্ত জ্ঞানের আশ্রয়স্বরূপ পরমচেতন, এবং তিনি সমস্ত অপ্রাকৃত গুণগণ দ্বারা অনন্তস্বরূপ শ্রীহরি। শ্রুতি বলেন,—এই পরমাত্মা নিত্য, অবিনাশী ইত্যাদি। তাঁহার আদিও নাই অন্তও নাই অর্থাৎ তিনি দেশদ্বারা অথবা কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। শ্বেতাশ্বতরে (৩, ১৪)—তিনি সর্বব্যাপী এবং সর্বদা বর্তমান। তাঁহার অচিন্ত্য-বিভূতি দ্বারা তিনি সর্বদেশ সংস্পৃষ্ট হইয়া অবস্থান করেন। গীতায় (১৩, ১৩) ভগবান বলেন,—যেরূপ কিরণসমূহ সূর্যকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, সেইরূপ আমার প্রভাব-স্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব বৃহত্ত্বের সীমা লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মাদি পিপীলিকা পর্যন্ত অনন্ত জীবের অবস্থান-স্বরূপ সেই ব্রহ্মতত্ত্ব সর্বত্র অনন্ত পাণি-পাদ ও অনন্ত চক্ষু শির-মুখ-কর্ণ ইত্যাদি সংযুক্তরূপে সকলকেই আবৃত করিয়া বিরাজমান)।

সেই সচ্চিদানন্দ-পুরুষ সত্য, নিত্য, অনাদি ও অনন্ত। জগতে এমন কোন বস্তুই দৃষ্ট হয় না যাহার আদি নাই বা অন্ত নাই। সকল দৃষ্ট-পদার্থই কোন না কোন সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে এবং কোন এককালে বিনাশ হইতে পারে। যাঁহারা ভৌতিক-পদার্থের নিত্যতা স্বীকার করেন তাঁহারাও তাহাদের রূপান্তরাদির দ্বারা সৃষ্টি-সংহার স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু পরতত্ত্ব সেরূপ নহে। তাহা দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয় না। দেশ ও কাল এই দুইটি ভাবের দ্বারা অসত্যত্ব, অনিত্যত্ব, আদিত্ব, সান্তত্ব এই ভাবসকলের স্থাপনা হয়। কিন্তু দেশ ও কাল উভয়েই ঈশ্বর-কৃত, অতএব ঈশ্বরের উপর তাহাদের পরাক্রম নাই। তথা ভাগবতে,—

নৈবেশিতুং প্রভুর্ভূম্ন ঈশ্বরো ধামমানিনাং। (ভাঃ ৩,১১,৩৯)
প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কাল বিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতাঃ॥ (ভাঃ ২.৯,১০)

(মৈত্রেয় ঋষি বলেন,—'হে বিদুর, পরমাণু হইতে দ্বিপরার্ধ পর্যন্ত ব্যাপ্তিশালী কাল সামর্থ্যযুক্ত হইলেও পরিপূর্ণস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু দেহ, গেহাদির অভিমানী জীবের প্রতিই

আধিপত্য করিতে সমর্থ'। ভগবানের কৃপায় ব্রহ্মা যে ভগবদ্ধাম দর্শন করিলেন, সেই বৈকুণ্ঠধামে রজঃ ও তমোগুণ নাই। রজ ও তমোমিশ্রিত সত্বও নাই। সেখানে শুদ্ধসত্ব বর্তমান। সেখানে কালের বিক্রম নাই, অন্যান্য রাগদ্বেষাদি ত' দূরের কথা, সে স্থানে লৌকিক সুখ-দুঃখের হেতুভূতা মায়া পর্যন্ত নাই। তথায় সুরাসুর-বন্দিত ভগবৎ-পার্ষদগণ সর্বদা বিরাজ করিতেছেন)।

তথাচ কঠোপনিষদি,—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যু-মুখাৎ প্রমুচ্যতে॥

(যিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিহীন; যিনি অক্ষয়, শাশ্বত, অনাদি ও অনন্ত; যিনি মহত্তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ ও কূটস্থ নিত্য, তাঁহাকে অবগত হইলেই সাধক মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হন)।

অচিৎ-পদার্থ-প্রকরণে দেশ-কালের বিশেষ বিচার করা যাইবে; অতএব এক্ষণে তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। এ স্থলে ইহাই দ্রষ্টব্য যে পরমেশ্বর দেশ-কালের অতীত তত্ত্ব অতএব সত্য, অনাদি ও অনন্ত।

সেই গুণাতীত, সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন, সত্য, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, সচ্চিদানন্দ পরতত্ত্ব অবশ্য দুরূহ এবং কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞেয়, কিন্তু সৃষ্ট জীবদিগের শুষ্ক ধ্যানাস্পদ মাত্র—এইরূপ যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়, তন্নিরসনের জন্য এইরূপ সূত্রিত হইল; যথা,—

নন্বেবমপ্রাকৃতস্য কথং প্রাকৃতবিশ্বসৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্বমিত্যাশঙ্কাং নিরাকরোতি;—

(প্রাকৃতিক গুণের অতীত এবং প্রাকৃতিক দেশ-কালের অতীত যে পরমেশ্বরে কি প্রকারে প্রাকৃত বিশ্বসৃষ্টি ইত্যাদি কর্তৃত্ব আরোপিত হইতে পারে? এই শঙ্কা নিরাকরণার্থ সূত্রিত হইল,)

পরোঽপি চিজ্জড়াভ্যাং বিলাসী বিশ্বসিদ্ধেঃ॥৬॥

চিজ্জড়াভ্যাং প্রকৃতি-পুরুষাভ্যাং পরোপি ভগবান্ প্রকৃতিপুরুষসম্বন্ধাত্মক বিশ্বসৃষ্টি হেতোর্বিলাসী বিবিধবিলাস-ভাববান্ ভবতীত্যর্থঃ। স ঐক্ষত একোঽহং বহুস্যাম প্রজায়েয় ইতি। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ।

(ভগবান্ মায়িক প্রকৃতি ও জীবসমূহ হইতে শ্রেষ্ঠতত্ব। তাঁহার বিলাসেচ্ছা দ্বারাই প্রকৃতি-পুরুষ সম্বন্ধযুক্ত এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার ঈক্ষণ শক্তি দ্বারাই এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, ইহার প্রমাণ ঐতরেয়োপনিষদ্, গীতা, ভাগবত ইত্যাদি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। সৃষ্টির পূর্বে এই মায়িক প্রপঞ্চ কিছুই ছিল না। ভগবান ইচ্ছা করিলেন যে আমি সমস্ত লোক সৃষ্টি করিব। ইহা প্রাথমিক সৃষ্টির অভিপ্রায়ের উক্তি। যেহেতু তিনি অনাদি সৃষ্টিরও আদিভূত। সমগ্র জগৎ-সৃষ্টির মূলে তাঁহরে ইচ্ছা বর্তমান। তিনি কেন লোকসৃষ্টির সংকল্প করিলেন? তাহার কারণ এই যে, ইহা তাঁহার শক্তি-বিলাস মাত্র। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ অনুসারে,—ভগবান্ সৃষ্টির আদিতে ইচ্ছা করিলেন,—আমি বহুভাবে প্রকট হইব, সেজন্য দেব-মনুষ্যাদিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিব। এই সংকল্প করিয়া

তিনি সৃষ্টব্য বিষয়ে আলোচনা করিলেন, এবং তাঁহার ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি দ্বারা জীবের কর্মানুসারে দেব-মনুষ্য তির্য্যগাদি ভেদে এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন, তৎসমুদয় সৃষ্টির পর সেই সৃষ্ট সমস্ত তত্বের মধ্যে পরমাত্মরূপে প্রবেশ করিলেন। পুনরায়, তৈত্তিরীয়ে,—বরুণনন্দন ভৃগু পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভগবান্ আমাকে ব্রহ্ম-উপদেশ করুন। বরুণ তদুত্তরে বলিলেন,—যাহা হইতে এই সকল প্রাণী জাত হইয়াছে, জাত হইয়া যদ্দ্বারা সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে, প্রলয়কালে যাহাতে গমন ও সর্বকতোভাবে প্রবেশ করে, তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা কর,—তিনিই ব্রহ্ম)।

সেই পরমেশ্বর স্বীয় অনাদি শক্তির অনুশীলন-দ্বারা চিৎ ও অচিৎ, উভয়বিধ পদার্থ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বিলাস করেন। এই বিশ্বে কতই আশ্চর্য কৌশলের দৃষ্টি হয়, কতই সুখময় ব্যবস্থা দেখা যায় এবং কতই রচনা-সামঞ্জস্য সর্বক্ষণেই লক্ষ্য হইতে থাকে! জড়-কর্ত্তৃক অথবা শুষ্ক-চৈতন্য কর্ত্তৃক যদি সৃজন হইত, তাহাতে এরূপ বিচিত্রতা দেখা যাইত না। ইন্দ্রিয়-সকলের সহিত বিষয়-সকলের অচিন্ত্য-সম্বন্ধ, শারীরিক অভাবানুযায়ী পদার্থের ব্যবস্থা, জল-স্থল বিভাগের দ্বারা মানব জাতির বাসস্থানের সমৃদ্ধি, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাগণের কার্যবিভাগের দ্বারা সৌর-জগতের সৌন্দর্য ও কার্যোপযোগিতা, ঋতুদিগের নিয়ম-সংস্থানের দ্বারা কালাকাল নিরূপণ এবং মানব শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা বদ্ধাবস্থার অভাব-পূরণ প্রভৃতি অপূর্ব কার্য-সকল কি শুষ্ক চৈতন্য হইতে উদয় হইতে পারে? পরমেশ্বরের বিলাসভাব স্বীকার না করিলে কখনই সন্তোষকর সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

কঠোপনিষদে,—

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং যত্র তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

(ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিদ্বারা দ্রষ্ট, শ্রুত এবং অনুভূত এই সচরাচর জগৎ-সমস্তই পরম-কারণ পুরুষোত্তম পরব্রহ্মদ্বারা প্রকটিত হইয়াছে এবং পরমেশ্বরের লীলার আধাররূপে ও তাঁহার দ্বারা নিয়মিতরূপে অবস্থান করে। সেই পরমেশ্বর পরম-দয়ালু হইয়াও মহান্ ভয়স্বরূপ। উত্থিত বজ্রস্বরূপ সেই প্রভুকে সকল জীবগণই ভয় করেন। তাঁহার ভয়ে সমস্ত দেবতাগণ নিয়মিতভাবে তাঁহার আজ্ঞা পালনে নিযুক্ত হন। এই প্ররব্রহ্মকে যে পুরুষ জ্ঞাত হয়, সে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-চক্র হইতে নিস্তার লাভ করে বা অমৃতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ যে শাসনকর্তা সেই পরমেশ্বরের ভয়ে অগ্নি তাপ প্রদান করে, সূর্য প্রজ্বলিত হয়; তাঁহার ভয়ে ইন্দ্র, বায়ুদেবতা ও পঞ্চম দেবতা যম—ইঁহারা সকলে ব্যস্ততা-সহকারে জলবর্ষণ, প্রাণিগণকে জীবনীশক্তি দান এবং তাহাদের দেহান্ত ইত্যাদিরূপ নিজনিজ কর্তব্য প্রতিপালন করেন। অতএব সর্বশক্তিমান্, সর্বেশ্বর, সকলের শাসক ও নিয়ন্তা পরমেশ্বরের অমোঘ-শাসনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সুব্যবস্থিত নিয়ামকত্বের হেতু)।

তথাচ ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে পঞ্চবিংশত্যধ্যায়ে,—

মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং; সূর্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ। বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ॥

(ভগবান্ কপিলদেব মাতা দেহহূতিকে বলেন,—আমার ভয়ে পবন বহিতেছে, সূর্য তাপদান করিতেছে, ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছে, অগ্নি দহন করিতেছে ও মৃত্যু বিচরণ করিতেছে)।

তথাচ ভাগবতে দশম স্কন্ধে উনত্রিংশাধ্যায়ে,—

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ। বীক্ষ্যরন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

(আত্মারাম ভগবানের বিলাসেচ্ছা যথা,—শারদোৎফুল্ল-মল্লিকাযুক্ত সেই সকল রজনী দেখিয়া যোগমায়া-বলে কৃষ্ণ রমণ করিতে মনন করিলেন। চিচ্ছক্তিই যোগমায়া। প্রাপঞ্চিক জগতে চিল্লীলা প্রকট করা কৃষ্ণেচ্ছায় যোগমায়ার কার্য)।

এ সমস্ত প্রমাণের দ্বারা বোধ হয় যে বিশ্বের মঙ্গল সাধনার্থে কোন বিলাসমান পুরুষ সমুদায় অলঙ্ঘ্য নিয়মের সংস্থাপন করিয়াছেন। ঈশ্বরের বিলাস দুই প্রকার, বোধ হয়। চিদচিদাত্মক ব্রহ্মাণ্ডসৃজন ও অলঙ্ঘ্য নিয়ম-সকলের দ্বারা জগতের ব্যবস্থাকরণই তাঁহার একপ্রকার বিলাস। শুষ্ক জ্ঞানীরা এই প্রকার বিলাস যৎকিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারেন। এই রচিত ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের যে লীলা তাহাই অন্যপ্রকার বিলাস। জীবই ভগবানের লীলার সহচর। জীব ভোগেচ্ছাপূর্বক নিজ-স্বরূপ হইতে চ্যুত হইয়া জড়-সঙ্গ বশতঃ, যে যে অবস্থাপ্রাপ্ত হন, সেই সেই অবস্থায় তদনুরূপ ভগবদাবির্ভাবও দৃষ্টি করেন। জীবের প্রতি অপার কারুণ্যই ভগবদাবির্ভাবের একমাত্র কারণ। এই আবির্ভাব-সকলকে অবতার কহা যায়। অদণ্ডাবস্থা হইতে মনুষ্যের পূর্ণাবস্থা পর্যন্ত কোন কোন মহর্ষিরা অষ্ট, কেহ কেহ অষ্টাদশ, এবং কেহ কেহ চতুর্বিংশতি অবতার লক্ষ্য করেন। দশটী অবতারই প্রায় অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক ঋষিদিগের প্রসিদ্ধ মত। ঐ সকল ঋষি জীবের প্রথম বদ্ধাবস্থার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত দশটী বিশেষ বিশেষ অবস্থার কল্পনা করেন। প্রথমে অদণ্ডাবস্থা, দ্বিতীয়ে বক্রদণ্ডাবস্থা, তৃতীয়ে মেরুদণ্ডাবস্থা, চতুর্থে উত্থিত মেরুদণ্ডাবস্থা অর্থাৎ নরপশু অবস্থা, পঞ্চমে ক্ষুদ্র নরাবস্থা, ষষ্ঠে অসভ্য নরাবস্থা, সপ্তমে সভ্য নরাবস্থা, অষ্টমে জ্ঞানাবস্থা, নবমে অতিজ্ঞানাবস্থা এবং দশমে প্রলয়াবস্থা। জীবের ঐ প্রকার ঐতিহাসিক অবস্থাক্রমে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বৌদ্ধ ও কল্কি এই দশটী অবতার অপ্রাকৃত লীলারূপে লক্ষিত হয়। এই অপ্রাকৃত লীলা চরিত পরোক্ষবাদরূপে পুরাণ-সকলে, বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে। যাঁহারা এই অবতার-বিজ্ঞান বিশেষ আলোচনা-দ্বারা বুঝিয়াছেন, সেই ভক্তিবিজ্ঞেরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রসাদে কৃষ্ণতত্ত্ব, বিশেষতঃ এ তত্ত্বের ব্রজবিলাসের একান্ত মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়াছেন।

তথাহি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-ধৃত বচনং—

মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকল নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

(প্রভাস খণ্ডে উল্লিখিত আছে যে,—এই হরিনাম সর্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল-স্বরূপ, মধুর হইতে সুমধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধার সহিত কিম্বা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন)।

তথাচ চৈতন্য-চরিতামৃতে প্রভুবাক্যং,—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নব-কিশোর-নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ॥

এই লীলাতত্ত্ব বিচার করা ভক্তগণের পক্ষে অতীব আবশ্যক; অতএব প্রভু বলিয়াছেন যথা;—

অতএব ভাগবত করহ বিচার। ইহা হৈতে পারে সূত্র স্মৃতির অর্থসার॥

পরোক্ষবাদ-বিচার সম্বন্ধে ভাগবতে চরমোপদেশ স্থলে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকবাক্য,—

কথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং বিতায় লোকেষু যশঃ পরেযুষাং।
বিজ্ঞান বৈরাগ্য বিবক্ষয়া বিভো বচো বিভূতী-র্ন তু পারমার্থ্যম্॥

(মহা মহারাজগণ লোকে যশঃ বিস্তার করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। পৃথু, পুরূরবা প্রভৃতি সেই রাজাদের কথা যাহা তোমার নিকট বর্ণন করিয়াছি, হে পরীক্ষিৎ! সে সব বাগ্বিভূতি মাত্র, পরমার্থ নয়। তবে তাহাদের ইতিহাসে কিছু কিছু জ্ঞান ও বৈরাগ্য শিক্ষা হয় বলিয়া বলিয়াছি। এই শ্রীমদ্ভাগবতে অমঙ্গলঘ্ন শ্রীকৃষ্ণ-গুণানুবাদ যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই কেবল অমল-কৃষ্ণভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তি নিত্য শ্রবণ করিবেন)।

এই সমস্ত পুরাণ আখ্যান শ্রবণ ও কীর্ত্তন হইতে যদি নির্মল ভগবদ্ভক্তির উদয় না হয়, তবে লভ্য কি হইল? অতএব সকলেই লীলাতত্ত্বের সম্যগ্ বিচার করিয়া কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করুন।

তথাহি গোপাল-তাপনী শ্রুতি,—

আবির্ভাবা তিরোভাবা স্বপদে তিষ্ঠতি তামসী রাজসী সাত্ত্বিকী।
মানুষী বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি॥

(ভগবান্ নিত্যবস্তু। ভক্তগণের দর্শনের যোগ্যতা অনুসারে পরতত্ত্ব জগতে এবং ভক্তহৃদয়ে সময়ে সময়ে আবির্ভূত ও তিরোভূত হন। গুণাবতাররূপে সেই ভগবানের অবতার শিব কৈলাসে তমোগুণের ক্রিয়ারূপ সংহারকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, সত্যলোকে রাজসিক গুণযুক্ত সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন-করণার্থে ব্রহ্মারূপে এবং বৈকুণ্ঠ-লোকে বিশ্বরক্ষণার্থে সত্ত্বময়তনু বিষ্ণুরূপে শ্রীহরির গুণাবতার-সকল দৃষ্ট হয়। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যমার্গের প্রেমভক্তগণের একান্ত প্রেমের আস্পদস্বরূপে দ্বিভুজ-মুরলীধর গোপবেশে নিত্যকাল শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করেন। সেই মানবাকার শ্রীকৃষ্ণই বিজ্ঞানময়, আনন্দময় ও সচ্চিদানন্দময় পূর্ণ লীলাপুরুষোত্তম ভগবান্, যাঁহার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা)।

এই শ্রুতিদ্বারা অবতার-বিজ্ঞান যথেষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অবতার-চরিত্র নিত্য ও অপ্রাকৃত, কিন্তু ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক নহে। ইহাকে কবীদিগের কল্পনাসিদ্ধ বলিলেও প্রাকৃত বলিতে হয় যেহেতু কল্পনা প্রাকৃত-পদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

চিৎ ও অচিৎ—এই পদার্থদ্বয় পরমেশ্বরের কোন শক্তির চালনা দ্বারা প্রসূত হইয়াছে। যদিও একমাত্র ঐশ্বর্য্যরূপা শক্তি হইতে অন্যান্য শক্তির প্রাদুর্ভাব স্বীকার করা যায়, তথাপি চিৎ ও

অচিৎ—এ উভয়ই এতদূর বিরোধ-ভাবাপন্ন যে সাত্বত-বিচারকগণও চিৎকে চিচ্ছক্তি হইতে ও অচিৎকে মায়াশক্তি হইতে নিঃসৃত হইতে দৃষ্টি করেন। ঈশ্বর-শক্তিদিগের ভেদাভেদ সম্বন্ধে বস্তুতঃ কোন তর্ক নাই কেন না এক পরমাশক্তি যাহাকে ঈশ্বরের সামর্থ্য বলিয়া উক্তি করা যায় তাহা ঈশ্বরাধীন হইলেও ঈশ্বরের অঙ্গই বলিতে হইবে, পদার্থান্তর বা তত্ত্বান্তরের কল্পনা করা যাইবে না। চিৎ-পদার্থের সৃষ্টিকালে সেই শক্তিই স্বচ্ছরূপা হইয়া প্রকাশ হয় এবং অচিৎ-পদার্থের উদয়কালে সেই শক্তিই গাঢ় তমরূপাপন্ন বোধ হয়। অতএব শক্তির একত্ব ও বহুত্ব বিষয়ক যেসকল ব্যক্তি তর্ক করেন, তাঁহাদের পণ্ডশ্রম মাত্র হইয়া থাকে। নৌকা-গঠনের সময় নির্ম্মাতা যে ভাবাপন্ন হয়, গৃহ-গঠনের সময় তাহার ভিন্ন একটি ভাবের উদয় হয় স্বীকার করিতে হইবে। গঠন-সামর্থ্য একই শক্তি, কেবল ভাব-সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। অতএব শক্তির অদ্বয়ত্ব ও অনন্ত-সম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই। উভয়-সিদ্ধান্তই সত্যমূলক। কিন্তু অনেকেই ঈশ্বর-শক্তি ও ঈশ্বরের ভেদ দৃষ্টি-করিয়া বিশুদ্ধ বিচার হইতে পরাঙ্মুখ হয়েন। অতএব পরবর্তী সূত্রে ভগবচ্ছক্তির তত্ত্বান্তরত্ব পরিহৃত হইয়াছে।

পরশক্তেস্তত্ত্বান্তরত্বং পরিহরতি,—

তচ্ছক্তিস্তত্ত্বাধিক্যমিতিচেন্ন তদভেদাৎ ॥ ৭ ॥

তস্য পরমেশ্বরস্য সৃষ্টিকর্ত্ত্বাদিকং শক্ত্যপেক্ষত্বেৎ শক্তিরপি পৃথক্ তত্ত্বমস্তু ইত্যাশঙ্কাং পরিহরতি তদভেদাদিতি। তস্য পরমেশ্বরস্য তাভিঃ শক্তিভিঃ সহ অভেদাৎ শক্তির্ন পদার্থান্তরং শক্তিশক্তিমতোরভেদ ইতি ন্যায়াৎ নান্য-প্রমাণাপেক্ষা নহ্যগ্নের্দাহশক্তিরগ্নিভিন্নত্বেনোপলভ্যতে ইতি সর্ব্বলোক সিদ্ধত্বাৎ তথাপি স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়াচেতি শ্রুতির্বর্ততে।

(যেহেতু সেই পরমেশ্বর সৃষ্টিকার্য্যাদি করেন, তাঁহার এ সমস্ত কার্য্য-সম্পন্নার্থ শক্তির প্রয়োজন, তবে কি শক্তিরূপা, দ্বিতীয় তত্ত্ব স্বীকার করিতে হইবে? এই আশঙ্কা পরিহারার্থ বলিতেছেন,—তাঁহার শক্তি তাঁহার সহিত অভিন্ন তত্ত্ব। এই অভিন্নত্ব-হেতু শক্তিকে স্বতন্ত্রপদার্থ বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে না। বেদান্ত-শাস্ত্রের অভিমত অনুসারে শক্তি-শক্তিমানের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অগ্নির দাহশক্তি অগ্নি হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হয় না ইহা সর্বপ্রসিদ্ধ অতএব ইতর প্রমাণের কোন প্রযোজন নাই। আরও, শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলেন,—পরমপুরুষের স্বাভাবিকী অচিন্ত্য পরাশক্তি জ্ঞান (চিৎ বা সম্বিৎ), বল (সৎ বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (আনন্দ বা হ্লাদিনী) ভেদে বিবিধা)।

ঈশ্বর ও ঐশ্বর্য্যের ভেদ নাই। তদুভয়ে মিলিতরূপে অদ্বয়ত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। অগ্নি ও দাহশক্তি যেমন স্বতন্ত্র হয় না, বজ্র ও কাঠিন্য যেরূপ অভেদ্য, শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন একই পদার্থের অংশীভূত, সূর্য্য ও রৌদ্র যেরূপ পদার্থদ্বয় হয় না, সেইরূপ পরমেশ্বর ও তদীয় পরাশক্তির দ্বৈত সম্ভাবনা নাই। লৌকিক তুলনা সকল দেওয়াতেও বিশুদ্ধতত্ত্বের প্রকাশ হয় না, যেহেতু ঈশ্বর ও ব্রহ্মাণ্ডে সমলিঙ্গত্ব দৃষ্ট হয় না।

যৎকালে ভক্তপুরুষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন তখন এই অদ্বয়ত্ব সম্পূর্ণরূপে তাহার মনে উদয় হয়। তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে,—(১,২২,৫৪)

একদেশস্থিতস্যাগ্নে-র্জ্যোৎস্নাবিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥

(এক স্থানে অবস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না (প্রভা) যেমন ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ পরব্রহ্মের শক্তির বিকাশ এই অখিল জগৎ)।

কিঞ্চ মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী মাহাত্ম্যে ঋষিরুবাচ ;—

এতত্তে কথিতং ভূপ দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্। এবং প্রভাবা সা দেবী যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥
বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্বিষ্ণুমায়য়া। তয়া ত্বমেব বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যে বিবেকিনঃ ॥

তথাহি নারদ পঞ্চরাত্রে দ্বিতীয়রাত্রে তৃতীয়াধ্যায়ে মহাদেববাক্যং ;—

এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভূব সঃ। একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়য়া পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ ॥
স চ স্বেচ্ছাময়ঃ শ্যামঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বয়ং। তাং দৃষ্ট্বা সুন্দরীং লীলাং রতিঃ কর্তুং সমুদ্যতেঃ॥

এই সমস্ত শ্লোকের দ্বারা শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। শক্তি পরাধীনা. এই প্রযুক্ত স্ত্রীরূপে কল্পিতা হইয়া শক্তিমান্ চৈতন্যের আলিঙ্গনের পাত্রী হইয়াছেন। তত্ত্বে যৎকিঞ্চিৎ পরিষ্কার মনোগম্য ভাব সংযোগ করিবার প্রার্থনায় ব্রহ্মর্ষিগণ আলঙ্কারিক বিবরণ করেন। বস্তুতঃ রাধা-কৃষ্ণ একই পরমতত্ত্ব।

ননু পরমেশ্বরস্য বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্বে বিকারিত্বং প্রসজ্জেতেত্যাশঙ্কাং নিরস্যতি।

(বিশব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, পালন ইত্যাদি কার্যদ্বারা পরমেশ্বর কি বিকারগ্রস্ত হন না? এই আশঙ্কার নিরাকরণার্থ সূত্রিত হইল)।

কর্তাপ্যবিকারঃ স্বাতন্ত্র্যাৎ ॥ ৮ ॥

লোকে যঃ কর্তা ভবতি স রাগদ্বেষাদি বিকারবান্ ভবতি ইতি স্বকৃত নিয়মে স্বস্য স্বতন্ত্রত্বাৎ তাদৃশ নিয়মাধীনত্বাভাবাৎ স পরমেশ্বরো জগৎকর্ত্রাপি বিকাররহিতঃ। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনমিতি শ্রুতেঃ।

(ইহ জগতে দেখা যায়, যে পুরুষ কর্তা হয়, সে অনুকূল বিষয়ে আসক্তি এবং প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ ইত্যাদি ভাবযুক্ত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হয়। পরমেশ্বর কিন্তু পূর্ণ-স্বতন্ত্র বলিয়া তিনি কোন প্রকার নিয়মের অধীন নহেন। অনন্ত-বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াও পরমেশ্বর সর্বদা বিকারশূন্য। শ্বেতাশ্বতর সেই পরমপুরুষের সর্বাতিশায়ী স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন যথা,—তিনি নিষ্কল অর্থাৎ প্রাকৃত আবরণশূন্য, অখণ্ড, এইজন্য প্রাকৃত ক্রিয়াশূন্য, অতএব শান্ত, নির্বিকার, নিরবদ্য, রাগদ্বেষাদিরহিত, নিরঞ্জন অর্থাৎ প্রকৃতি-সঙ্গরহিত এবং মুক্তির পরম সেতু, অর্থাৎ তিনি সংসার-সাগর পার হইবার পরম সেতু। ইঁহাকে আশ্রয় করিলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী)।

জগতে যত কিছু নিয়ম দৃষ্ট হয় সকলেই ঈশ্বরকৃত। পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিবল হইতে বিধি-সকল অলঙ্ঘ্য হইয়াছে। বিধি-সকলের অলঙ্ঘ্যতাও ঈশ্বরের মহিমা বলিতে হইবে। বিধি অনেক প্রকার। তন্মধ্যে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক প্রভৃতি বিধিসকল সর্বদা সংসারে পরিচিত হয়। ঐ সকল বিধি সর্বকালে বলবান্। কাষ্ঠ ও অগ্নি সংযোগ হইলে কাষ্ঠ দগ্ধ হয় ইহা শারীরিক-বিধি। কোন বিষয়ে উত্তম আলোচনা না করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করিলে তাহা মানস-বিধির বিরুদ্ধ হওয়ায় ভ্রমজনক হইয়া থাকে। পরদ্রব্য-হরণ, লাম্পট্য ও মিথ্যা-বাক্য এ সকল আধ্যাত্মিক-বিধি-বিরুদ্ধ। এ সকল বিধি-বিরুদ্ধ যে কোন ব্যক্তি যে কোন কর্ম করুন না কেন, তাহার অবশ্যই ফলভোগ করিতে হইবে। মানবগণ বিশেষ বিশেষ বিধির বিরুদ্ধ কার্য করিতে সমর্থ নহে। শারীরিক নিয়ম এই যে এক হস্ত পরিমিত দড়িতে আর এক হস্ত দড়ি সংযোগ করিলে দুই হস্ত হইবে ; কখনই তিন হস্ত হইবে না। কিন্তু এ সমস্ত নিয়মে পরমেশ্বর বাধ্য নহেন। তিনি বিধি সকলের বিধাতা অতএব স্বকৃত বিধিতে তিনি বাধ্য হন না। তথা কঠোপনিষদি,—

অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতা কৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাশ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ ॥

(নচিকেতা যমধর্মরাজকে কহিলেন,—হে ভগবান্ আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে ধর্ম ও অধর্ম্মের সম্বন্ধরহিত, কার্য-কারণরূপা প্রকৃতি হইতে পৃথক্ এবং ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এ সকল হইতে ভিন্ন যে পরমাত্ম তত্ত্ব তাহার সম্বন্ধে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন)।

তথাচ শ্রীমদ্ভাবগতে দশম স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে,—

নচান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরং। পূর্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজং। গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥
তদ্দাম বধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য কৃতাগসঃ। দ্ব্যঙ্গুলোনমভূত্তেন সন্দধেঽন্যচ্চ গোপিকা ॥
যদাসীত্তদপি ন্যূনং তেনান্যদপি সন্দধে। তদপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং যদ্যদাদত্ত বন্ধনম্ ॥

(ভগবানের দামবন্ধনলীলার বর্ণনে শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিলেন,—সেই কৃষ্ণমূর্তির অলৌকিকতা এই যে, তাঁহার অন্তর নাই, বাহির নাই—পূর্ব নাই, অপর নাই। জগতের পূর্বাপর বহিঃ অন্তরে তিনি আছেন এবং তিনি জগৎ স্বরূপ। মানবাকারে পরিদৃষ্ট সেই অধোক্ষজ ভগবান্‌কে যশোদামাতা নিজের আত্মজ জ্ঞানে প্রাকৃত বালকের ন্যায় উদূখলে বন্ধিত করিয়াছিলেন। নবনীত চৌর্যরূপ দোষে অপরাধী বালকের বন্ধনকালে সেই বন্ধন-রজ্জু দুই অঙ্গুলি পরিমাণ হ্রস্ব হওয়ায় যশোদা তাহার সহিত অন্য রজ্জু যোগ করিলেন। সেই রজ্জুও দুই অঙ্গুলি হ্রস্ব হইল। এইরূপ যতবার রজ্জু যোগ করিয়া পুত্রের বন্ধন চেষ্টা করিলেন, ততবারই রজ্জু দুই অঙ্গুলি হ্রস্ব হইতে লাগিল)।

এই পবিত্র বর্ণনের দ্বারা পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হইতেছে। যে ব্যক্তি কর্তা হয় সে অবশ্যই ইচ্ছা সংযুক্ত বিকারবান্ হইবে ইহাও পরমেশ্বরের বিধি, কিন্তু পরমেশ্বর স্বয়ং উক্ত বিধির বাধ্য না হওয়ায় তিনি চিৎ ও অচিতের সম্বন্ধ সৃজন করিয়াও অবিকার থাকেন।

বিশ্ব সৃষ্টি প্রলয়াভ্যাং তস্য বৃদ্ধি হ্রাসাভাবৌ সূচয়তি,—

(ভগবান্ সর্বদা অপরিবর্তনশীল। প্রাপঞ্চিক সৃষ্টি ও প্রলয়াদি দ্বারা কখনই পরমেশ্বরের কোনরূপ বৃদ্ধি ও হ্রাস সংঘটিত হয় না)।

সদৈকরূপঃ পূর্ণত্বাৎ ॥ ৯ ॥

অনির্বচনীয় ব্রহ্মাণ্ড রচনায়াং বিশ্বপ্রলয়েঽপি সদা পরমেশ্বরস্য একরূপত্বং বৃদ্ধিহ্রাসৌ ন ভবত ইত্যর্থঃ। যথা নদ্যাদি বৃদ্ধিহ্রাসাভ্যাং সমুদ্রস্যোপচয়াপচয়ো ন-স্তঃ। তত্র হেতুঃ তস্য পরমেশ্বরস্য পূর্ণত্বাদিতি পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ইতি শ্রুতেঃ।

(বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-রচনারূপ অনির্বচনীয় ব্যাপারে এবং বিশ্বের প্রলয়ে পর্যন্ত সর্বদা সেই পরমেশ্বরের একরূপত্বই দৃষ্ট হয়; কখন তাঁহার বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে না। যথা নদী সরোবরাদির বৃদ্ধি-হ্রাসের ন্যায় সমুদ্রের বৃদ্ধি বা ক্ষয় হয় না। ইহার কারণ এই যে, শ্রুতিগণের প্রমাণ অনুসারে সে পরমেশ্বর সর্বদা পরিপূর্ণ। ঐ পূর্ণ অবতারী ও এই পূর্ণ অবতার—উভয়েই পূর্ণ অর্থাৎ সর্বশক্তিসমন্বিত। পূর্ণ অবতারী হইতে পূর্ণ অবতার লীলা-বিস্তারার্থ প্রাদুর্ভূত হয়েন। লীলা-পূর্তির জন্য পূর্ণ-অবতারের পূর্ণ-স্বরূপকে আপনাতে গ্রহণ পূর্বক পূর্ণ-অবতারী অবশেষরূপে বর্তমান থাকেন; কোনরূপেই পরমেশ্বরের পূর্ণত্বের হানি হয় না)।

সেই পরমেশ্বর সর্বকালে পূর্ণস্বরূপ। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে তাঁহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। পরমেশ্বর সমস্ত ঐশ্বর্যপূর্ণ অতএব বেদস্তুতিতে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

জয় জয় জহ্যজামজিতদোষগৃভীত গুণাং ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধ সমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিল শক্ত্যববোধক তে ক্বচিদজয়াত্মনাচ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥ (ভাঃ ১০-৮৭-১৪)

(শ্রুতিগণ ভগবান্‌কে কহিলেন,—'হে অজিত, তোমার জয় হউক। মহাদোষরূপ ত্রিগুণবিশিষ্টা অজা যে মায়া, তাহাকে তুমি বিনাশ কর, যেহেতু তাহার ক্ষয়ে তোমার কিছুমাত্র ক্ষয় হয় না। তুমি স্বরূপ-শক্তিদ্বারা আপনাতে আপনি অখিল ঐশ্বর্যযুক্ত আছ এবং চরাচর-বিশ্বের অখিল শক্তির অববোধক তোমাকে উপনিষদ্ আত্মশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া স্থানে স্থানে ব্যক্ত করেন এবং মায়াশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া মায়িকবিশ্ব সম্বন্ধে অনুবর্ণন করেন)।

পরমেশ্বর সর্ব্বদা পূর্ণ অথচ জগতের সৃষ্টিকর্তা—এ বিষয়ে সংশয় এই যে, চিৎ ও অচিৎ সৃজনে তাঁহার কি প্রকার রুচি হয়? এবং সেই ক্রিয়ার হেতু কি? অতএব সূত্রিত হইল,—

পূর্ণরূপস্য বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্বে কো হেতুরিত্যপেক্ষায়ামাহ।

কারুণ্যং তৎক্রিয়াহেতুর্নান্যদাপ্তকামত্বাৎ ॥ ১০ ॥

তস্য পরমেশ্বরস্য সৃষ্ট্যাদিক্রিয়ায়াং প্রবৃত্তিহেতু কারুণ্যং করুণাবিলাস এব অন্যৎ কারণান্তরং নাস্তি আপ্তকামত্বাৎ। জীবানাং হি তৎ তৎ কামস্তয়া তত্তৎ কর্মনি প্রবৃত্তির্ভবতি; আত্মনঃ কামায়

সর্ব্বং প্রিয়ং ভরতীতি শ্রুতে. ঈশ্বরস্য ন তথা আপ্তকামত্বাৎ পূর্ণকামত্বাদিত্যর্থঃ। সত্যকামঃ সত্য-সঙ্কল্প ইতি শ্রুতেঃ, নানবাপ্তমবাপ্তব্যমিতি স্মৃতেশ্চ।

(পরমেশ্বর আপ্তকাম, অতএব প্রপঞ্চ-সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়ার প্রবৃত্তির কারণ একমাত্র তাঁহার করুণাবিলাস ব্যতীত আর কিছু নহে। জীবগণের কিন্তু তত্তৎ কামনার হেতু তত্তৎ কর্মের প্রবৃত্তি উদিত হয়। বৃহদারণ্যকে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি অনুসারে, প্রপঞ্চে নিজ-প্রয়োজনেই সকল বস্তুসমূহ জীবের প্রিয় হইয়া থাকে। ঈশ্বরের কোন এতাদৃশ প্রয়োজন নাই, কারণ তিনি সর্বদা পূর্ণকাম। ছান্দোগ্যোপনিষদের শাণ্ডিল্য-বিদ্যা ও দহরাকাশ অধ্যায়ে দেখা যায়,—সেই ব্রহ্মবস্তু সত্যকাম, সত্য-সঙ্কল্প ইত্যাদি। গীতা তৃতীয়াধ্যায়ে ভগবান বলেন,—হে পার্থ, আমি পরমেশ্বর, এই ত্রিলোক মধ্যে আমার কিছুই কর্তব্য নাই ; তথাপি আমি কর্মাচরণ করিতেছি ; কারণ আমি যদি কর্মত্যাগ করি, তবে আমার অনুবর্তী হইয়া সকল মনুষ্যই কর্মত্যাগ করিবেন)।

পূর্ণকাম-পুরুষের লীলা সম্বন্ধে সকলেরই সন্দেহ হয়। তথাহি ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে বিদুর-কৃত প্রশ্নং--

ব্রহ্মন্ কথং ভগবতশ্চিন্মাত্রস্যাবিকারিণঃ। লীলয়া বাপি যুজ্যেরন্নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ॥
ক্রীড়ায়ামুদ্যমোর্ভস্য কামশ্চিক্রীড়িষান্যতঃ। স্বতস্তৃপ্তস্য চ কথং নিবৃত্তস্য সদান্যতঃ॥

(শ্রীভগবানের অচিন্ত্যলীলা শ্রবণেচ্ছু বিদুর মৈত্রেয়-মুনিকে কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্, পূর্ণচেতন-স্বরূপ, নির্বিকার ও প্রাকৃত-গুণাতীত শ্রীভগবানের গুণসম্বন্ধ ও ক্রিয়াসম্বন্ধ লীলার নিমিত্তই বা কিরূপে সম্ভবপর হয়? ভগবানের লীলা, বালকের ক্রীড়ার ন্যায়—এরূপও বলা যায় না ; কারণ, বালকদিগের কামই ক্রীড়া-প্রবৃত্তির হেতু, অন্য বালকের প্রবর্তনাও কখন কারণ হয়। আত্মারাম ও সর্বদা অন্য বস্তুর অসঙ্গহেতু অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীভগবানে কিরূপে কাম বা ক্রীড়েচ্ছা সম্ভব ?)।

শ্রী মৈত্রেনোক্তং উত্তরং--সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যতে।

অস্য টীকা--ভগবতোঽচিন্ত্য শক্তেরীশস্য সেয়ং মায়া নয়েন তর্কেন বিরুদ্ধাত ইতি।

(প্রত্যুত্তরে মৈত্রেয় ঋষি বলিলেন যে, ভগবানের অচিন্ত্য মায়া-শক্তির দ্বারাই তাঁহার এই সমস্ত লীলা সংঘটিত হয়। যুক্তি ও তর্ক এ বিষয়ের সামঞ্জস্য করিতে পারে না বলিয়া তর্কদ্বারা ইহা বিরুদ্ধভাবাপন্নরূপে বোধ হয়)।

এই প্রশ্নটী যেরূপ গম্ভীর, উত্তরটীও তদ্রূপ সন্তোষজনক। মৈত্রেয় কহিলেন--হে বিদুর ! তুমি একটী দুরূহ প্রশ্ন করিয়াছ যাহার উত্তর জীব-কর্তৃক হইতে পারে না। অতএব ভগবানের লীলার প্রতি বিশ্বাস করাই প্রয়োজন। তর্কের দ্বারা তদ্বিষয়ক কিছুই সিদ্ধান্ত হয় না। তর্ক সেই অপরিমেয় পদার্থে বা তাহার ক্রিয়া সম্বন্ধে কিছুই নির্ণয় করিতে পারে না। কেবল তাহা স্বীকার করা যায় মাত্র।

তথাহি ভাগবতে (১, ৩, ৩৬)--

স বা ইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ সৃজত্যবত্যত্তি ন সজ্জতেঽস্মিন্।
ভূতেষু চান্তর্হিত আত্মতন্ত্রঃ ষাড়্বর্গিকং জিঘ্রতি ষড়্গুণেশঃ॥

(শ্রী সূতগোস্বামীর উক্তি যথা,—অলৌকিক লীলাময় সেই ভগবান্ বিষ্ণু এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন। তিনি প্রাণিসকলের মধ্যে অন্তর্যামিরূপে বিরাজিত ও স্বতন্ত্র থাকিয়া ষড ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল গন্ধগ্রহণবৎ সংস্পর্শ করিতেছেন। কিন্তু ষডেন্দ্রিয়-নিয়ন্তা হৃষীকেশ এই সকল কার্যে অসক্ত হন না)।

এই বিশ্বই তাঁহার লীলার আধারস্বরূপ অতএব ইহাকে বিলাস-সম্ভূত বলা যায়। কিন্তু ঈশ্বরের বিলাস-কার্যে স্বার্থ কি ; এরূপ প্রশ্নের উত্তর এই যে তাহাতে স্বার্থ নাই, কেবল চেতন-পদার্থের প্রতি করুণাই এই বিলাসের হেতু।

তথাচ শ্রুতি,—আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।

আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।

(তৈত্তিরীয়োপনিষদে ভৃগুবল্লি ষষ্ঠ অনুবাকে,—ভৃগু-মহর্ষি আনন্দকে ব্রহ্ম নিশ্চয় করিলেন। যেহেতু তিনি দেখিলেন—আনন্দময় পরমেশ্বর হইতেই এই সমস্ত জীব উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া পরমেশ্বরের দ্বারাই জীবন ধারণ করিতেছে, ক্রমশঃ পরমেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং পরিশেষে তাঁহাতেই লীন হইতেছে)।

চিৎপদার্থ প্রকরণম্

ননু পরমেশ্বরস্য বিশ্বসৃষ্ট্যাদি ক্রিয়ায়াং করুণায়াঃ কারণত্বে কেষ্ করুণা কিমর্থং বা করুণা ইত্যপেক্ষাং জীবার্থমীশ্বরসৃষ্ট্যাদিকং করোতীতি সর্ববেদান্ত সম্ভাবাজ্জীব স্বরূপাবগমার্থং চিৎ পদার্থ প্রকরণমারভতে শ্রীসূত্রকার ঃ—

(বিশ্ব সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়াতে পরমেশ্বরের করুণাই কারণ—এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে যদি প্রশ্ন হয়,—কাহার প্রতি করুণা এবং কি জন্যই বা করুণা ? ইহার বিবৃতিতে বলেন, জীবগণের কারণে পরমেশ্বর সৃষ্ট্যাদি কার্য করেন। সমস্ত শাস্ত্র-অভিমত অনুসারে চিৎস্বরূপ-জীবের স্বরূপ অবগতির জন্য সূত্রকার চিৎপদার্থ-প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন)।

চেতনাঃ পরানুগতাস্তদ্বিধিবশ্যত্বাৎ ॥ ১১ ॥

অথ চেতনাশ্চৈতন্যবিশিষ্টা জীবাঃ বহুবচনোপদেশাৎ তেচ বহবঃ কিন্তু পরস্য ঈশ্বরস্য অনুগতাস্তেন নিয়মিতাস্তদধীনা ইত্যর্থঃ তৎকৃত বিধিবশ্যত্বাৎ। য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানমন্তর্যময়তীতি শ্রুতেঃ, ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতীতি স্মৃতেশ্চ।

(চৈতন্য-বিশিষ্ট জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে এখানে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ জীবগণ সংখ্যায় বহু বা অসংখ্য, কিন্তু তাঁহারা সকলেই ঈশ্বরের অনুগত অর্থাৎ ঈশ্বরের নিয়মাধীন ও তাঁহার বিধির বশীভূত। ঈশ্বর প্রত্যেক আত্মার অন্তরে অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করেন। বৃহদারণ্যকে তৃতীয়াধ্যায় সপ্তম (অন্তর্যামী) ব্রাহ্মণে,—'কাপ্য, তুমি কি সেই অন্তর্যামীকে জান, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া এই জীবন, পরজীবন ও সর্বভূতকে নিয়মিত করেন ?' ইত্যাদি। কঠোপনিষদ দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম বল্লীতে,—'যিনি অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ পুরুষরূপে,

শরীর মধ্যে অবস্থিত, তিনিই আবার ত্রিকালের নিয়ন্তা। গীতায় শ্রীভগবান্ বলেন,—সর্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্ম-রূপে আমিই অবস্থিত ; পরমাত্মাই সর্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যে যে কার্য্য করেন, ঈশ্বর তদনুরূপ ফলই দান করেন। যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমত ভ্রামিত হয়, জীবসকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্বনিয়ন্তৃত্ব-ধর্ম্ম হইতে জগতে ভ্রামিত হন).।

কোন কোন বেদান্তবাদীর মত এই যে, জীবাত্মা এক পদার্থ কিন্তু নানা আধারে নানারূপে প্রতিভাত আছেন। এই অযুক্ত-সিদ্ধান্ত নিরাকরণার্থে জীবকে বহুবচনের দ্বারা 'চেতনা' শব্দে উক্তি করা হইয়াছে। এ সমস্ত জীব ঈশ্বরানুগত যেহেতু ইঁহারা সকলেই তাঁহার বিধি-বশীভূত।

তথাহি নারদ-পঞ্চরাত্রে দ্বিতীয় রাত্রে প্রথমাধ্যায়ে সদাশিব বাক্যং—

জীবস্তৎপ্রতিবিম্বশ্চ ভোক্তাচ সুখদুঃখয়োঃ। কেচিৎ বদান্তি তং নিত্যং কারণস্য গুণেন চ॥
বিদ্যমানা তিরোধানং তিরোধানাচ্চ সম্ভবঃ। দেহাদ্দেহান্তরং যাতি ন মৃত্যুস্তত্র কুত্রচিৎ॥

(ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ এই জীব মায়া-বদ্ধতাহেতু সুখদুঃখের ভোক্তা হইয়া পড়িয়াছে। কেহ বলেন, মূল কারণবস্তু পরমেশ্বরের গুণ অনুসারে এই জীব নিত্যবস্তু। জীবের জগতে বিদ্যমানতা, তিরোধান, তিরোধানের পরে পুনরায় সম্ভব এই সমস্তই লক্ষিত হয়, এক দেহ হইতে অন্য দেহে জীবগণ গমন করেন কিন্তু জীব কোনকালে বিনষ্ট হয় না)।

তথাহি ভগবদ্গীতায়াং সপ্তমোধ্যায়ে,—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমেঽপরাং। জীবভুতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥
এতদ্ যোনীনি ভূতানি সর্বানীত্যুপধারয়। অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥

শ্রীভগবানের উক্তি যথা,—

("হে অর্জুন, এই মায়া-প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি 'তটস্থা প্রকৃতি" আছে, যাহাকে 'পরা প্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা। সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়-জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গা শক্তি-নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গা শক্তি-নিঃসৃত জড়জগৎ—এই উভয় জগতের 'উপযোগী' বলিয়া জীবশক্তিকে 'তটস্থা-শক্তি' বলা যায়। সমস্ত চিৎ ও অচিৎ-পদার্থ এই দুই প্রকৃতি হইতেই নিঃসৃত অতএব ভগবৎস্বরূপে আমিই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল হেতু)।

তথাচোপনিষদি,—শ্বেতকেতো তত্বমসি। (ছান্দোগ্য ৬, ৮, ৭) অর্থাৎ হে শ্বেতকেতো, তুমি তাঁহার।

গুরু শিষ্যকে বলিতেছেন, 'হে শ্বেতকেতো তৎ ত্বং অসি'। কোন কোন বেদান্তবাদীরা বলেন যে হে শ্বেতকেতু, তুমিই সেই ব্রহ্ম যাহাকে তুমি অনুসন্ধান কর। কিন্তু তত্ত্বমুক্তাবলী মায়াবাদ শতদূষণী গ্রন্থে গৌড়াচার্য পূর্ণানন্দস্বামী লিখিয়াছেন যে,—

সাক্ষাত্তত্বমসীতি বেদ-বিষয়ে বাক্যন্তু যদ্বিদ্যতে। তস্যার্থং কুরুতে স্বকীয়মতরিৎ ভেদেঽর্পয়িত্বামতিং॥
তচ্ছব্দোঽব্যয়মেবভেদক ইতি তত্তত্র ভেদ্যো যতঃ। ষষ্ঠিলোপমিতা ত্বমেব নহি তদ্বাক্যার্থ এতাদৃশঃ॥

(অর্থাৎ বেদবিষয়ে যে তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্য যাহা শুনা যায়, তাহার অর্থ জীবেশ্বর ঐক্য নহে। বেদতাৎপর্যবিৎ পণ্ডিতগণ জানেন যে, ইহা জীবেশ্বরের মধ্যে পরস্পর ভেদের পরিচয় মাত্র প্রদান করে। তস্য ত্বম্ অসি এই বাক্যে ষষ্ঠিলোপদ্বারা তত্ত্বমসি বাক্য উৎপন্ন হইয়াছে অতএব প্রকৃত অর্থ হয়, তুমি তাঁহার অংশস্বরূপ)।

বস্তুতঃ গুরু শিষ্যকে কহিতেছেন, হে শ্বেতকেতো সেই পরমেশ্বরেরই তুমি, অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া নিয়মিত হইয়াছ। অথবা যদি বিবর্তবাদিদিগের অর্থ খণ্ডন না করা যায় অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই তুমি এরূপ যদি বলা যায়, তাহার অর্থ এই যে, অচিৎ-পদার্থে ব্রহ্মের কোন স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে না। তুমি স্বয়ং চিৎ-পদার্থ অতএব তোমার স্ব-স্বরূপে তাঁহাকে অনুসন্ধান কর।

কিঞ্চ চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে ধৃতং সাত্বতাং মতং 'বাসুদেব পরাদেবতা বাসুদেব পরাৎপর-মাত্মনঃ সঙ্কর্ষণো জীব ইত্যাদি জীবয়তি জীবং করোতীতি জীবঃ। নতু স্বয়ং জীবঃ। সচাত্মা শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্ম। মমোভে শাশ্বতী তনু ইতি তদুক্তেঃ। তস্মাদেব জীবসৃষ্টিরিত্যর্থঃ॥

(শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক ষষ্ঠ অঙ্ক ৭২ শ্লোকে,—সাত্বতগণই শিষ্ট। তাঁহাদের মত এই যে,—শ্রীবাসুদেবই পরমদেবতা, সেই পরমাত্মা হইতেই জীব-সৃষ্টিকর্তা সঙ্কর্ষণের উৎপত্তি। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন সঙ্কর্ষণ জীব, কিন্তু তাহা নহে ; সমস্ত জীবগণকে সঞ্জীবিত করিয়া যিনি রাখিয়াছেন, তিনিই সৃষ্টিকর্তা সঙ্কর্ষণ। ভগবান্ বলিয়াছেন—শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম এই উভয়ই আমার শাশ্বতী তনু, তাঁহা হইতেই জীব সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাই অর্থ)।

জীবদিগের নিত্যানিত্যতা নির্ণয়ের জন্য সূত্রিত হইল যথা,—

ননু অয়মাত্মা ব্রহ্মেত্যাদি শ্রুতিষু জীবানাং ব্রহ্মাভিন্নত্ব প্রতিপাদনেন কথমত্রজীবানামীশ্বরাধীনত্বং সূত্রকারেন নিশ্চিতং ইত্যমাহ ;—

(এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ—ইত্যাদি কথাদ্বারা শ্রুতিতে জীবগণকে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, অতএব কি প্রকারে সূত্রকার জীবগণকে ব্রহ্মের অধীনস্থ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন তদুত্তরে,)

তেচানাদ্যনন্তাঃ পরশক্তিবিশেষত্বাৎ॥ ১২॥

তে চ জীবা অনাদয়োনন্তাশ্চ যতঃ পরমেশ্বরস্য শক্তিরূপাস্তচ্ছক্তেরাদ্যন্তরহিতত্বাৎ যথাগ্নের্বহবো বিস্ফুলিঙ্গা ইতি শ্রুতেঃ, মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূত ইতি স্মৃতেশ্চ।

(পরমেশ্বর যেমন অনাদি ও অন্তরহিত তত্ত্ব, তাঁহার শক্তিরূপ জীবগণও আদি ও অন্ত-বিহীন। বৃহদারণ্যকে (২, ১, ২০ ও ৪, ৩, ৯)—অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ সর্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে বিভিন্নাংশ জীবসমূহ উদিত হইয়াছে। গীতায় (১৫, ৭) শ্রী ভগবানের উক্তি,—জীবরূপ আমারই নিত্য বিভিন্নাংশ জীবলোকে প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া মনসহ ছয় ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিয়া অবস্থান করে)।

জীবের সত্তা-সম্বন্ধে অনেক বিবাদ আছে। কেহ কেহ কহেন জীব নিত্য, যথা নারদ পঞ্চরাত্রে শিবেনোক্তং—কেচিদ্বদন্তি তং নিত্যং কারণস্য গুণেন চ। শিব পুনরায় কহিলেন, কেচিদ্বদন্ত্যনিত্যঞ্চ মিথ্যৈব কৃত্রিমঃ সদা। প্রলীয়তে পুনস্তত্র প্রতিবিম্বো যথা রবেঃ॥

(কেহ বলেন, মূল কারণ পরমেশ্বরের গুণ অনুসারে জীব নিত্য, আর কেহ বলেন, সূর্যের প্রতিবিম্বের সদৃশ জীব পুনরায় বিলীন হইয়া যায়, অতএব তাহা মিথ্যা, কৃত্রিম ও অনিত্য)।

বাস্তবিক জীবের নিত্যানিত্যের বিবাদ, তাহা অকারণ যেহেতু জীবকে নিত্যও বলা যায় এবং অনিত্যও কহা যায়। জীবের কারণই পরমেশ্বরের শক্তি এবং ঐ শক্তি নিত্য অনাদি ও অনন্ত অতএব কারণগুণের অবলম্বনে জীবের নিত্যতা স্বীকার করা যায়। জগদীশ্বর যে শক্তিদ্বারা জীবের সৃজন করিয়াছেন তাহাকে জীবশক্তি অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ কহি।

গীতায় ভগবদ্বাক্য যথা,--

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমেঽপরাং। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

এই অনাদি অনন্ত-শক্তির পরিণাম যে জীব, তিনি কারণগুণে নিত্য, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ অতএব যদি কখনো জীবকে লয় করিবার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, তবে লয় অবশ্যই হইতে পারিবে। এজন্য জীবকে অনিত্যও কহা যায়। জীবকে যখন জীবশক্তির পরিণাম বলিয়া স্বীকার করা গেল, তখন কারণগুণের অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব ইহাতে আরোপিত হইতে পারে।

তথাচ গীয়তে,—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা। (গীঃ ২.২৮)

(হে ভারত, অপ্রকাশিত ভূতসকল উৎপন্ন হইয়া ব্যক্ত হয়, জন্ম ও মরণ—এই অব্যবহিত কালমধ্যে ব্যক্ত হইয়া আবার নিধনপ্রাপ্ত হইলেই অব্যক্ত হইয়া যায়, তবে তজ্জন্য পরিবেদনার প্রয়োজন কি ?)।

তথাচ কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায় দ্বিতীয় বল্লী অষ্টাদশ মন্ত্রং--

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

(এই নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ আত্মা জন্মগ্রহণও করে না, মৃত্যুবরণও করে না ; এই বিশ্বে, জীবাত্মা কোন বস্তুর কার্য্যও নহে, আবার কারণও নহে। এই আত্মা অজন্মা, নিত্য, শাশ্বত (অপরিবর্তনশীল), ক্ষয়-বৃদ্ধিরহিত, শরীরের বিনাশসত্ত্বেও ইহার বিনাশ হয় না। এই সম্বন্ধে আরও গীতার 'ন জায়তে ম্রিয়তে' (২,২০) এবং 'য এনং বেত্তি হন্তারং' (২,১৯) শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

এই সূত্রের বিশেষণের দ্বারা জীবের ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব সিদ্ধ হয়। জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও পরব্রহ্ম যে পরমেশ্বর তাঁহা হইতে ভিন্ন লক্ষণযুক্ত, ইহাই দর্শাইবার জন্য সূত্রিত হইল যথা,—

জীবানাং পরশক্তি-বিশেষরূপত্বেঽভেদএবাপন্নত ইত্যাশঙ্কায়াং ভেদং দৃঢ়ীকরোতি,—

(পরমেশ্বরের শক্তিরূপ জীবগণ কি পরমেশ্বরের সহিত কেবল অভিন্ন? এই আশঙ্কার উত্তরে জীবেশ্বর ভেদ বিষয়ে দৃঢ়ীকরণ করিতেছেন)।

চিদানন্দস্বরূপা অপি পরতো ভিন্না নিত্যসত্যত্বাভাবাৎ॥ ১৩॥

তে জীবাশ্চিদানন্দ স্বরূপা অপি পরতঃ পরমেশ্বরাৎ ভিন্না তত্র হেতু নিত্য-সত্যত্বাভাবাদিতি তত্রেয়ং প্রক্রিয়া জীবানাং সত্যত্বেপি তেষাং সত্তাপ্রদঃ পরমেশ্বর এব নিত্যসত্যঃ নতু তে তথা। নিত্যো নিত্যানামিতি সত্যস্য সত্যমিতি পরাৎ পরমিত্যাদি শ্রুতেঃ, নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থ ইতি স্মৃতেশ্চ।

(এই জীবসমূহ চিদানন্দস্বরূপ হইলেও পরমেশ্বর হইতে নিত্যকাল ভিন্ন ; তাহার হেতু এই যে, তাঁহাদের নিত্যসত্তার অভাব। তাৎপর্য এই যে, জীবাত্মা সত্য হইলেও তাঁহাদের আশ্রয়-স্বরূপ পরমেশ্বরই পরমনিত্য সত্য কিন্তু বিভিন্নাংশরূপ জীবগণ তদ্রূপ নহে। কঠোপনিষৎ (২, ২, ১৩) বলেন,—সমস্ত নিত্যবস্তুরূপ জীবাত্ম-সমূহের মধ্যে তিনি পরমনিত্য চেতন, অনন্ত সংখ্যক জীবাত্মার মধ্যে তিনি এক অদ্বিতীয় প্রভু, সমস্ত জীবগণের কর্মানুসার তাঁহাদের কর্মভোগেব বিধান করেন, সেই সর্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কে যে ভক্তপুরুষ নিজের হৃদয়ের অভ্যন্তরে নিরন্তর অবস্থিতরূপে দর্শন করেন, সেই পুরুষই একমাত্র শাশ্বত পরাশান্তিরূপ ভক্তিসুখ অনুভব করেন, অন্য কেহ তাহা পায় না। অনুরূপ শ্লোক শ্বেতাশ্বতর (৬,১৩) উপনিষদে দেখা যায়। সেই পরমেশ্বরই শ্রুতিমত অনুসারে সত্যবস্তুসমূহের মধ্যে পরমসত্যবস্তু এবং শ্রেষ্ঠ হইতে পরম শ্রেষ্ঠ তত্ত্ববস্তু। গীতায় দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৪৫ শ্লোকে ভগবান্ অর্জুনকে বলেন,—হে অর্জুন, তুমি বেদের নির্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নির্গুণ-তত্ত্বরূপ উদ্দিষ্ট-তত্ত্ব লাভ করতঃ নিস্ত্রৈগুণ্য স্বীকার কর। বেদ-শাস্ত্রে কোন স্থলে রজস্তমোগুণাত্মক কর্ম, কোনস্থলে সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে নির্গুণ-ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে)।

জীবের স্বরূপ চিদানন্দ এবং ব্রহ্মের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ। দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া ইত্যাদি মুণ্ডকোপনিষৎ বাক্যে জীব এবং ব্রহ্ম যে একত্র বসতি করিয়া সমান ধর্মী হয়েন তাহা স্থিরীকৃত আছে। সমান ধর্মের প্রকৃতার্থ এই যে উভয়েই চিদানন্দস্বরূপ। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া অপক্কবুদ্ধি ব্যক্তিরা ব্রহ্ম ও জীবে কোন ভেদ দৃষ্টি করেন না। বাস্তবিক জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও পূর্ণ-ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় না, যেহেতু ব্রহ্ম স্বয়ং নির্বিকার ও অপরিণত কিন্তু পরব্রহ্মের জীবশক্তি হইতে জীব নিঃসৃত হইয়া পরিণামকে লাভ করিতেছেন। এজন্য জীব ও ব্রহ্মের কোন এক বিষয়ে বিশেষ ভেদ আছে এরূপ উপলব্ধি হয়। তথা তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় মন্ত্রে কথিত আছে,—

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥

(একই বৃক্ষে সহভাবে থাকিয়াও জীবাত্মা মায়ার দ্বারা শরীরে আত্মাভিমানবশতঃ নানাদুঃখে নিমগ্ন হয় এবং তাহার প্রতীকারে অসামর্থ্যবশতঃ বিমূঢ় হইয়া শোক করিতে থাকে, কিন্তু শ্রীভগবানের একান্ত অহৈতুক অনুগ্রহে সাধুগুরুর কৃপায় যখন দেখে যে, পরমেশ্বরই একমাত্র দুঃখ-নিবারণে সমর্থ, এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য অর্থাৎ তাঁহাকেই ভক্তগণ উপাসনা করেন, তিনিই এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি লয় কর্তা ; যখন লোক তাঁহার এই মহিমা জানে, তখন তাঁহার উপাসনা দ্বারা শোক-সাগর উত্তীর্ণ হয়)।

জীব যেকাল পর্যন্ত স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকেন, সে পর্যন্ত তাঁহার শান্তি নাই যেহেতু তিনি স্বয়ং দুর্বল, অক্ষম ও অসম্পূর্ণ কিন্তু যখন তিনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন, তখন তাঁহার আর শোক

থাকে না। এই শ্রুতির দ্বারা স্থির হইতেছে যে, জীবের পূর্ণতা নাই কিন্তু পরব্রহ্মের তাহা আছে। জীব সত্য কিন্তু নিত্যরূপ সত্য নহেন। পরমেশ্বরের ইচ্ছাধীন জীবের সত্বা, অতএব জীব সত্য হইলেও নিত্য-সত্য নহেন এবং নিত্য হইলেও নিত্য-নিত্য নহেন। ইহাতেই জীব ও ঈশ্বরের প্রভেদ। জীব খণ্ড-চৈতন্য কিন্তু পরমেশ্বর নিত্য চৈতন্য। পূর্ব সূত্রে জীবের অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব স্বীকৃত হইলেও পরমেশ্বরের সহিত জীবের স্বাভাবিক ভিন্নতা আছে। কোন কোন বেদান্তবাদিরা জীবের জীবত্ব-উপাধি দ্বারা ঈশ্বরের সহিত ভেদ স্বীকার করিয়াও অদ্বৈতবাদের স্থাপনা করেন, অতএব সেই সকল বিচারক-দিগের মত-সমুদায়কে ব্যাখ্যা করিয়া তাহার সমাধান করণার্থ এই সূত্রদ্বয় হইল।

ভেদাভেদ বিচারহেতুকং সম্প্রদায়ভেদং নিরূপয়তি,--

(জীব ও ঈশ্বরের মধ্যস্থিত ভেদ এবং অভেদ ইত্যাদি বিচারের উপর সম্প্রদায় সমূহের পরস্পর ভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যথা,)—

তেষাং পরত্বং কেচিদপরেভেদমিতরেতুভয়ম্ ॥ ১৪ ॥

তেষাং জীবানাং পরত্বং ব্রহ্মরূপত্বং কেচিদ্বাদরায়ণাদ্যাঃ প্রতিপাদয়ন্তি অপরে কশ্যপাদয়স্তু ভেদং তেষাং পরমেশ্বর-ভিন্নত্বং বদন্তি। ইতরে শাণ্ডিল্যাদয়ঃ কেনচিদংশেন ভেদং কেনচিদংশেন অভেদঞ্চ ব্যাচক্ষতে। তত্র যথাযথং প্রমাণান্যপি দর্শিতানি। অয়মাত্মা ব্রহ্মেতি, দ্বা সুপর্ণা সযুজে সখায়াবিতি, একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবদিত্যাদি শ্রুতয়ঃ।

(বাদরায়ণ ইত্যাদি ঋষিগণ জীবের ব্রহ্মরূপত্ব প্রতিপাদন করেন, কশ্যপাদি ঋষিগণ জীবে ও ব্রহ্মে ভেদ স্থাপন করেন, আর শাণ্ডিল্যাদি ঋষিগণ কোন অংশে ভেদ ও কোন অংশে অভেদের ব্যাখ্যা করেন। এ সমস্ত সিদ্ধান্ত যথাযথ শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা তাঁহারা দেখাইয়াছেন। বৃহদারণ্যক ২, ৫, ১ ; ২, ৫, ১৯ এবং ৪, ৪, ৫, মন্ত্রে বলেন,— এই সর্বানুভবকারী আত্মা ব্রহ্মই, যিনি আত্মা তিনি অবশ্যই ব্রহ্ম ইত্যাদি। শ্বেতাশ্বতরে ৪, ৬ শ্লোকে,— শরীররূপ বৃক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ পক্ষিদ্বয় অবস্থান করেন, তাহার মধ্যে জীবাত্মা কর্মফল ভোগ করিয়া ক্লেশ লাভ করে, পরমাত্মা কিন্তু নিত্যমুক্ত অবস্থায় কেবল সাক্ষীরূপে বর্তমান থাকেন, এখানে জীবেশ্বরভেদ দর্শিত হইয়াছে। শ্রুতিতে আরও দৃষ্ট হয় যে, জলমধ্যে পতিত চন্দ্রবিম্ববৎ কোনও অংশে জীবাত্মা ব্রহ্মের সহিত একরূপে আর কোনও অংশে ভিন্নতা-হেতু বহুরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে)।

জীব সম্বন্ধে তিন প্রকার আর্যমত দৃষ্ট হয় অর্থাৎ দ্বৈত, অদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত। কশ্যপাদি দ্বৈতবাদীরা বলেন যে,—ঈশ্বর যেরূপ নিত্য পদার্থ, জীবও তদ্রূপ নিত্য, জীব ও ব্রহ্ম উভয়েই নিত্য-ভিন্ন। তাঁহাদের মতের পোষকতায় তৃতীয় মুণ্ডকে দৃষ্ট হয় যে,—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥

কেহ কেহ ব্রহ্মের বিবর্তকে জীব বলেন, বাস্তবিক জীবের ভিন্নত্ব স্বীকার করেন না। কঠোপনিষদের নিম্নস্থ মন্ত্র তাঁহাদের মতের পোষক,—

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ। দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে ॥ এতদ্বৈতৎ ॥

(এই দেহে যিনি দেহস্বামীরূপে অবস্থিত, তিনি ইহার সহিত অসংযুক্ত হইলে, অর্থাৎ দেহ হইতে বিমুক্ত হইলে, দেহে আর কি অবশিষ্ট থাকে ? অতএব ইনিই সেই আত্মা)।

শাণ্ডিল্যাদি ঋষিগণ স্বীকার করেন যে, জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ এক্ষণে ভিন্ন, কিন্তু মুক্তিক্রমে জীবের ব্রহ্ম-সম্পন্ন সম্ভব। অতএব বর্তমান দ্বৈত-পদার্থ পরিণামে অদ্বৈতত্ব প্রাপ্ত হয়। এতদ্বিষয়ে শ্রুতি,—

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৩,১৪,১) শাণ্ডিল্যবিদ্যায়,—এ সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, কারণ ব্রহ্ম হইতেই ইহা জাত হয়, তাঁহাতে লীন হয় ও তাঁহতে জীবিত থাকে। অতএব শান্তভাব অবলম্বন করিয়া সেই ব্রহ্মেরই উপাসনা করিবে)।

তথাচ মুণ্ডকোপনিষদি (৩,১,৪),

প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥

(যিনি প্রাণের প্রাণ ঈশ্বর, তিনি সমস্ত প্রাণিদিগের মধ্যে প্রকাশিত আছেন, সেই সমস্ত প্রাণিগণের দ্বারা সেই এক ঈশ্বরই বহুভাবে প্রকাশিত হন। যে ভক্তপুরুষ এই ভগবত্তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনি কখনই অতিবাদ বা তর্ক করেন না। তিনি কেবল সেই অন্তর্যামী ভগবানের সাথেই ক্রীড়ারত হইয়া থাকেন, সেই ভগবানের সহিতই রমণ করেন এবং লোক-সংগ্রহের জন্য ভগবানের আদেশরূপ বর্ণাশ্রমধর্ম ভক্তির অনুকূলভাবে পরিপালন করেন। এবম্বিধ প্রেমিক-ভক্তকে ব্রহ্মবেত্তাদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে)।

নিম্নস্থ সূত্রে এই ভিন্ন-ভিন্ন মতের মীমাংসা প্রদত্ত হইয়াছে,—

নন্বেবং মতভেদ দর্শনেন প্রাণিনাং বুদ্ধিভ্রম এব স্যাদিত্যাশঙ্কায়াং সর্বেষামৈকমত্যরূপং স্বমতং প্রকাশয়তি,-—

সর্বেষাং সামঞ্জস্যং সাত্বতবিজ্ঞানস্য ভ্রমত্বাভাবাৎ প্রমাণ সদ্ভাবাচ্চ ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বেষাং ঋষীণাং সামঞ্জস্যং ঐকমত্যমেব বিচারেণাধিগম্যতে তেষাং সাত্বতানাং ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানীনাং জ্ঞানস্য ভ্রমত্বাভাবাৎ অযথার্থাভাবাৎ তন্মতেষু পূর্ব্বোক্ত শ্রুত্যাদি প্রমাণ সদ্ভাবাদপীত্যর্থঃ। মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্যবদতাং কিন্নু দুর্ঘটমিতি শ্রীভগবদুক্তেঃ।

(এই প্রকারের মতভেদ দর্শনে সকলের বুদ্ধিভ্রম উপস্থিত হইবে না কি ? এই শঙ্কার নিরসনার্থ সূত্রকার সকলের মধ্যে ঐকমত্য স্থাপনরূপ অচিন্ত্য ভেদাভেদের সূচনায় বলিতেছেন,—শাস্ত্রবিচারদ্বারা দেখা যায় যে অগ্রে প্রদর্শিত সমস্ত ঋষিবিচারে পরস্পর সামঞ্জস্য বর্তমান ; কারণ এই সমস্ত সাত্বত ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানীদিগের জ্ঞান সর্বদা ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ বিহীন, কেন না, সেই সকল সিদ্ধান্ত শ্রুতি-প্রমাণদ্বারা স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১,১২,৪) শ্রীভগবানের উক্তি যথা,—হে উদ্ধব! যেহেতু সর্বত্র সর্বতত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, সেই হেতু ব্রাহ্মণগণ যিনি যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহার সেইরূপ বাক্যই সত্য হইয়া থাকে। তাঁহারা সকলেই মদীয় মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া তত্ত্বসমূহের বর্ণন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের কোন বাক্যই অসম্ভব নহে)।

পূর্বোক্ত তিন মতেরই শ্রুতি-প্রমাণ দর্শিত হইয়াছে অতএব সকলই সত্য বলিতে হইবে। বিশেষতঃ কশ্যপ, বাদরায়ণ ও শাণ্ডিল্য এ তিনজনই ভগবদ্ভক্ত অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধ-ভগবদ্ভাব-গ্রহণে সমর্থ অতএব স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়মূলক সিদ্ধান্ত-সকল কদাপি ভ্রান্ত হইতে পারে না। এ বিষয়ে তাঁহাদের মতে যে ভিন্নতা বোধ হয়, তাহা বাস্তবিক নহে। তাঁহারা সকলেই একমত; কেবল তাঁহাদের মতানুযায়ী যাঁহারা সম্প্রদায় সংস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল কতকগুলি বাক্য লইয়া বিবাদ করেন। পরমেশ্বর এক অদ্বয়তত্ত্ব, তাঁহার শক্তি অনন্ত। তন্মধ্যে জীবশক্তি ও মায়াশক্তি জীবের নিকট পরিচিতা। ঐ জীবশক্তির পরিণামে জীবসকল সৃষ্ট হইয়া বর্তমানকালে জীবিত আছে, পরে ঈশ্বর-ইচ্ছা অনুসারে তাহারা না থাকিতেও পারিবে। ইহাই মাত্র প্রত্যক্ষানুমানরূপ প্রমাণদ্বয়সিদ্ধ।

যথা তৈত্তিরীয়োপনিষদি,—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।

(ভৃগুর প্রশ্নের উত্তরে পিতা বরুণ বলিলেন, যাঁহা হইতে এই ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত ভূতসমূহ উৎপন্ন হইতেছে, যাঁহার দ্বারা ঐ জাত ভূতবর্গ জীবিত আছে এবং ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মের দিকেই অগ্রসর হইতেছে, শেষে যাঁহাতে লীন হইতেছে, তাঁহাকেই ব্রহ্মবোধে বিচার কর, তিনিই ব্রহ্ম)।

এই সিদ্ধান্তের দ্বারা অদ্বৈতপক্ষ স্থির হইল যেহেতু ব্রহ্মব্যতিরিক্ত তত্ত্বান্তর দৃষ্ট হইল না। দ্বৈত পক্ষও স্থির হইল যেহেতু বর্তমানকালে যে জীব ও অচিৎ দৃষ্ট হইতেছে তাহা স্বপ্নবৎ মিথ্যা নহে। দ্বৈতাদ্বৈত মতেরও পোষক সিদ্ধান্ত ইহাকে বলা যায় যেহেতু আদৌ ও অন্তে অদ্বৈত ও মধ্যভাগে দ্বৈত দৃষ্ট হইতেছে। বাস্তবিক সূত্রকার-ঋষিদিগের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, কেবল কাল্পনিক ভাষ্যকার এবং তদনুযায়ী তার্কিক শিষ্যদিগের মধ্যে বিবাদ হইয়া থাকে।

এক্ষণে জীবদিগের সাধারণ ধর্ম নিরূপিত হইতেছে যথা,—

এবং জীবস্বরূপং নিরূপ্য ইদানীং সর্বানর্থ নিবৃত্তিপূর্ব্বকং পরমার্থ-ফলপ্রাপ্তয়ে উপায়বক্তুমুপক্রমতে,—

(অনন্তর, জীবের স্বরূপ নির্ণয়পূর্বক এখন সর্বানর্থ নিবৃত্তিপূর্বক পরমার্থ-ফল প্রাপ্তির উপায় নিরূপণ করিতেছেন)।

বিচার-রাগৌ চেতনধর্মৌ স্বরূপ-প্রবৃত্তি ভাবাৎ ॥ ১৬ ॥

বিচারোহি জ্ঞানজন্যঃ অতএব চেতননিষ্ঠঃ জ্ঞানস্য তৎ স্বরূপত্বাৎ রাগস্যপ্যানন্দজন্যত্বাৎ আনন্দস্য নিজরূপত্বাৎ চেতননিষ্ঠত্বং তৎপ্রবৃত্তিরূপত্বাচ্চ। সত্যং জ্ঞানমানন্দমিতি শ্রুতেঃ।

(জ্ঞানজন্যই বিচার উপস্থিত হয় অতএব চেতননিষ্ঠ জ্ঞানই চেতনের স্বরূপ এবং আনন্দপ্রাপ্তির জন্যই অনুরাগ প্রযুজ্য হয়। প্রকৃত আনন্দ কেবল চেতনকে আশ্রয় করিয়া থাকে যেহেতু আনন্দময় চেতনের প্রবৃত্তিই অনুরাগ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ আনন্দবল্লীতে বলেন,—সেই ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ)।

বিচার ও অনুরাগই চিৎপদার্থের ধর্ম্ম। এ স্থলে জ্ঞানকে বিচার কহা যায়।

আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ যথা ব্রহ্মসূত্রে,—আত্মেতিত্বগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তিচেতি।

(ব্রহ্মসূত্র ৪, ১, ৩ সূত্রে—সেই ঈশ্বরকে আত্মবুদ্ধিতেই অর্থাৎ আত্মার আত্মারূপে পূর্ণানুরাগ সহকারে উপাসনা করিবে, কারণ তত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহাকে আত্মরূপেই অনুভব করেন এবং শিষ্যগণকে সেইভাবেই বুঝাইয়া থাকেন)।

কিঞ্চ ভাগবতে প্রহ্লাদোক্তং (৭, ৭, ১৯),—

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ। অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্‌হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ॥

(ষড়্‌বিকার-রহিত এই আত্মা নিত্য, অব্যয়, শুদ্ধ, এক, ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্বাশ্রয়, বিকারশূন্য, আত্মদর্শী, সর্বকারণ, ব্যাপক, অসঙ্গ এবং অনাবৃত। এই দ্বাদশ প্রকার লক্ষণ দ্বারা তত্বদর্শী ব্যক্তিগণ দেহাদি হইতে আত্মাকে পৃথক্ জানিতে পারিয়া মোহ-জন্য দেহাদিতে 'আমি', 'আমার' ইত্যাকার জ্ঞান পরিত্যাগ করেন)।

সকল বস্তুরই স্বরূপ ও প্রবৃত্তি এই দুইটী অঙ্গ আছে অতএব আত্মার স্বরূপ জ্ঞান, এবং অনুরাগই ইহার প্রবৃত্তি। সেই অনুরাগের পাত্র পরমেশ্বর ব্যতীত আর কেহ নহেন। কিন্তু জীবের বদ্ধাবস্থায় ঐ অনুরাগ ইতর-পদার্থে হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ক শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদোক্তি যথা,—

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

(বিষ্ণুপুরাণে ১, ২০, ১৯,—শ্রীপ্রহ্লাদ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—হে ভগবন্, বিষয়াসক্ত অবিবেকী লোকদিগের বিষয়ভোগে যেমন অবিচলিত প্রীতি থাকে, তোমার স্মরণে আসক্ত আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ তোমার প্রীতি অপসৃত না হউক ; অথবা হে লক্ষ্মীপতে! তোমার স্মরণে একান্ত আবিষ্ট আমার হৃদয় হইতে সেই বিষয়-প্রীতি নির্গত হউক)।

জীবের বদ্ধাবস্থায় ঐ জ্ঞান সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় না। মুক্তাবস্থায় জ্ঞানস্বরূপ আত্মা যেরূপ থাকেন তাহা গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

এই জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য ; ইহা—নিত্য, সর্ব্বগত, স্থির ও সনাতন। কিন্তু সেই আত্মা বদ্ধ হইয়া উপাধিদ্বারা বিকৃতপ্রায় হইয়া মনুষ্যের বর্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় মনই কর্তা হইয়া উঠে এবং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান লুক্কায়িত হইয়া ইন্দ্রিয়-প্রদত্ত ভাবনিচয়কে জ্ঞান বলিয়া জানা যায়। বাস্তবিক মুক্তজীবের জ্ঞানের সহিত বদ্ধজীবের জ্ঞানের বিশেষ তারতম্য আছে। জ্ঞান নির্মল পদার্থ অতএব দেশ ও কালের ভাবে বাধ্য নহে এজন্য ভগবান্ উহাকে সর্ব্বগত

কহিয়াছেন ; যাহাকে এ অবস্থায় জ্ঞান কহা যায় সে, কেবল জ্ঞানের অবস্থান্তর মাত্র, বাস্তবিক জ্ঞান নহে। বর্তমান জ্ঞানের বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে কতকগুলি পরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় উপলব্ধি ব্যতীত আর যতকিছু এক্ষণে জ্ঞান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে সকলি ইন্দ্রিয়মূলক। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকার হইলে, ইন্দ্রিয়রূপ দ্বার হইয়া বিষয়ের প্রতিবিম্ব অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। তথায় কোন একটী অন্তরেন্দ্রিয় ঐ প্রতিবিম্বকে স্থানদান করিয়া যত্নপূর্ব্বক রাখে। এই বৃত্তিকে ধারণা বলা যায়। পরে ঐ অন্তরেন্দ্রিয়ের কোন দুইটি বৃত্তির দ্বারা হৃত ভাবনিচয়ের অনুকল্প ও বিকল্প সাধনা দ্বারা কল্পিত পদার্থ-সকলের অনুভূতি হয়। সেই অন্তরেন্দ্রিয় ঐ সমস্ত পদার্থের উপর স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তার করতঃ ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিচার করিতে থাকে। ঐ বিচারকে যুক্তি কহা যায়। এই সমুদায় প্রক্রিয়ার বিশেষ বিচার করিলে ইহাকে ইন্দ্রিয়-মূলক বলা যায়। শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ আত্মা জড়ের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া এইরূপে পরিণত হইয়া দুরবস্থা প্রাপ্ত হয়েন।

তথাহি ভাগবতে দশম স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে বসুদেব বাক্যং :—

স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং মনোরথেনাভিনিবিষ্টচেতনঃ।
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং মনসানুচিন্তয়ন্ প্রপদ্যতে তৎ কিমপি হ্যপস্মৃতিঃ॥
যতো যতো ধাবতি দৈবচোদিতং মনোবিকারাত্মকমাপপঞ্চসু।
গুণেষু মায়ারচিতেষু দেহঽসৌ প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে॥

(লোকে যেমন মনোরথের দ্বারা ইহলৌকিক রাজাদি দর্শন ও পারলৌকিক ইন্দ্রাদির বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহাতেই নিবিষ্টচিত্ত হইয়া পড়ে ঐ রাজাদি ও ইন্দ্রাদির রূপ মনের দ্বারা ভাবনা করিতে করিতে জাগ্রদ্দশাতেই মনে মনে দৃষ্ট বা শ্রুতদেহ প্রাপ্ত হইয়া জাগ্রদবস্থার স্বাভাবিক দেহ বিস্মৃত হইয়া যায় এবং স্বপ্নেও ঈদৃশ রাজাদিরূপ স্বশরীর প্রত্যক্ষ করে, তদ্রূপ জীবও কর্মবশে দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পূর্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। পঞ্চত্ব প্রাপ্তিকালে, বিকারাত্মক চঞ্চল মন ফলাভিমুখী কর্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া মায়া-কর্তৃক নানা দেহরূপে বিরচিত পঞ্চভূতগণের মধ্যে, যে যে দেহের প্রতি ধাবিত হয় এবং অভিনিবেশ দ্বারা যে যে রূপ প্রাপ্ত হয়, তদবস্থ মন (মনোধর্মের বশীভূত জীব) সেই সেই দেহ ও মনকেই 'আমি' এইরূপ বুদ্ধি করিয়া মনের সহিত জন্মান্তর গ্রহণ করে)।

বিশুদ্ধ জ্ঞানের লক্ষণ কঠোপনিষদে এইরূপে দৃষ্ট হয় (২, ৩, ১০),—

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥

(ভগবানের কৃপায় ভাগ্যবান্ জীবের যে অবস্থায় জ্ঞানসাধন চক্ষুঃ প্রভৃতি পাঁচটি ইন্দ্রিয় স্ব-স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হয় এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিও অন্য ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকে না, কেবলমাত্র শ্রীভগবানেই স্থিতি লাভ করে, সেই অবস্থাকেই পণ্ডিতগণ শ্রেষ্ঠ যোগসাধন বলিয়া থাকেন)।

সেই জ্ঞান যদিও মনরূপে পরিণত হয় তথাপি নষ্ট হয় না, তথাচ

কঠোপনিষদি,— ইন্দ্রিয়ানাং পৃথক্‌ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ। পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥

(জীবাত্ম-জ্ঞানের প্রকারান্তর বলিতেছেন। শরীরেন্দ্রিয়াদিতে আত্মবোধই জীবের সংসারের কারণ, ইহার নাম অবিদ্যা, তাহার বিপরীত জ্ঞানের নাম বিদ্যা। জীবের ইন্দ্রিয়, শরীর, প্রাণ এই সকল পৃথক পৃথক জড়তত্ব হইতে উৎপন্ন হয় এবং ইহাদের বৃত্তি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি দশা অনুসারে পরিবর্তন হয়। আত্মা কিন্তু চিন্ময় ও নিত্য, যাহার কোন প্রাপঞ্চিক কারণ নাই অতএব দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে বিলক্ষণ। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে জীব আর সংসার-দুঃখ ভোগ করেন না)।

আত্মার স্বরূপের এই প্রকার পরিবর্তন বদ্ধাবস্থায় দৃষ্ট হয়। আত্মার অনুরাগরূপ প্রবৃত্তিও তদ্রূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করে। এই বিষয়টী উত্তমরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য নিম্নস্থ সূত্র হইল,--

তত্র রাগস্য অর্থানর্থোভয়মূলং প্রতিপাদয়তি, —

(বিষয়বস্তুর তারতম্য অনুসারে অনুরাগই অর্থ ও অনর্থ এই উভয়ের মূল,—ইহার প্রতিপাদনের জন্য বলিতেছেন)।

পরেঽনুরক্তি স্বাভাবিকী শ্রেয়স্করীচ ইতরেষৌপাধিকী দুঃখপ্রদাচ ॥ ১৭ ॥

জীবনামিতি অনুবর্ততে। পরে ঈশ্বরে অনুরক্তি স্বভাবসিদ্ধা উৎকর্ষাদি শ্রেয়সম্পাদয়িত্রী চ ভবতি। ইতরেষু বিত্তাপত্য কলত্রাদিষু সা অনুরক্তিরৌপাধিকী সংসার-দুঃখ প্রদা চ ভবতীত্যর্থঃ, তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি, অজাহ্যেকো জুষমানোঽনুশেতে ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

(জীবের প্রবৃত্তিরূপ অনুরাগের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতেছেন,--পরমেশ্বরে অনুরাগই জীবের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব অতএব উহা উৎকর্ষাদি শ্রেয় সম্পাদক হয়। বিত্ত, অপত্য, কলত্র ইত্যাদি মায়িক বস্তুর প্রতি জীবের অনুরাগ অর্পিত হইলে তাহা সংসার-দুঃখ প্রদান করে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদাদি বলেন,—পরমেশ্বরকে স্বরূপতঃ জানিতে পারিলেই অর্থাৎ জ্ঞাত হইয়া উপাসনা করিলেই মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পরমপদপ্রাপ্তির তদ্‌ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই। আরও শ্বেতাশ্বতর ৪, ৫ মন্ত্রে,---বদ্ধজীব মায়িক প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া পরে অনুতপ্ত হয় কিন্তু যে ব্যক্তি আচার্যোপদেশ-জনিত জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যান্ধকার অপসারিত করিয়াছে, সেই মুক্ত জীব পূর্বে প্রকৃতি-ভোগ করিয়া জ্ঞানলাভ হেতু বৈরাগ্যবান্ হইয়া তাহাকে ত্যাগ করে অর্থাৎ তাহাতে আসক্ত হয় না)।

পরমেশ্বরে অনুরাগই জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। লৌহাকর্ষণ যেমন চুম্বকের প্রবৃত্তি, তরলী-করণ যেমন উত্তাপের গুণ, দগ্ধকরণ যেমন অগ্নির শক্তি, সঙ্কল্প-বিকল্প যেমন মনের ধর্ম, তত্তৎকার্যো-পযোগিতা যেমন দ্রব্যগুণের স্বভাব সেইরূপ আত্মার পরমেশ্বর-অনুরাগই স্বাভাবিকী বৃত্তি। মুক্ত অবস্থায় জীবের ঐ বৃত্তি। নির্ম্মল ও পূর্ণরূপে প্রকাশ থাকে কিন্তু বদ্ধাবস্থায় তাহার বিকৃতি হয়। শরীরী জীবদিগের বিষয়ানুরাগই পরানুরাগের বিকার। ঐ বৃত্তি নিরুপাধি হইলে পরানুরাগ হয় কিন্তু উপাধিপ্রাপ্ত হইলে ঐ ঐ উপাধিতে তাহা বিকৃতরূপে পরিণত হয়। অনুরাগ একই বৃত্তি,

উপাধি-ভেদে নামান্তর প্রাপ্ত হয়। অর্থে অনুরাগ হইলে লোভ বলা যায়। স্ত্রীসৌন্দর্যে অনুরাগ জন্মিলে লাম্পট্য বলা যায়। দুঃখিলোকের প্রতি প্রকাশিত হইলে দয়া কহা যায়। ভ্রাতা-ভগ্নির প্রতি প্রদত্ত হইলে স্নেহ হয়। উপকারী পুরুষের প্রতি নিযুক্ত হইলে কৃতজ্ঞতা হয়। আনুকূল্যেরূপে উপাধিযুক্ত হইলে প্রীতি হয়। প্রাতিকূল্যরূপ উপাধি হইলে দ্বেষ হয়। এই প্রকার একটী বৃত্তিই নানা বৃত্তিরূপে পরিণত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। বস্তুত্বই ইহার উপাধি। মুক্ত জীবের সহিত ইহা নিরুপাধি অবস্থায় অবস্থিতি করে। কেবল একই অবস্থায় অবস্থিতি করে এমত নহে কিন্তু নির্ম্মল অনুরাগের অনন্ত পরিমাণে উন্নতি স্বীকার করা যায়, ইহাই ইহার শ্রেয়স্কারিতা। এই উপাধি সকলকেই ধর্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা চোক্তং ভগবতা,—

সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥

(ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বরজ্ঞান লাভের উপদেশ স্থলে বর্ণাশ্রমাদিধর্ম, যতি ধর্ম, বৈরাগ্য, শমদমাদি ধর্ম্ম, ধ্যান-যোগ, ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূততা প্রভৃতি যতপ্রকার ধর্ম বলিয়াছি, সে সমুদায়ই পরিত্যাগপূর্বক ভগবৎস্বরূপ আমারই একমাত্র শরণাপত্তি অঙ্গীকার কব ; তাহা হইলেই আমি তোমাকে সংসার দশার সমস্ত পাপ, তথা পূর্বোক্ত ধর্ম্মপরিত্যাগ হেতু যে সকল পাপ হইবে, সে সমুদায় হইতে উদ্ধার করিব ; তুমি অকৃতকর্মা বলিয়া শোক করিবে না। আমাতে নির্গুণা ভক্তি আচরণ করিলে জীবের সৎস্বভাব সহজেই স্বাস্থ্য লাভ করে')।

সমস্ত উপাধি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎ-প্রপত্তিই পরানুরাগ। এই পরানুরাগ সম্পূর্ণ নির্মলরূপে শরীরিদিগের পক্ষে সম্ভব নহে কিন্তু দেহীদিগের কর্তব্য এই যে, শুদ্ধ বিচারের দ্বারা উপাধি পরিত্যাগের ক্রমশঃ অভ্যাস করেন। তজ্জনিত যে কোন পাপ অর্থাৎ ক্লেশ উদ্ভব হইবে তাহা ভগবান্ প্রসন্নতা দ্বারা মোচন করিবেন ইহাই সিদ্ধান্ত।

পুনশ্চ গীতায়াং ভগবদুক্তি,

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং॥

(আমি সর্বভূতের প্রতি সমতা আচরণ করি ; আমার কেহ দ্বেষ্য নাই, কেহ প্রিয় নাই, ইহাই আমার সাধারণ বিধি। কিন্তু আমার বিশেষ বিধি এই যে, যিনি আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে আসক্ত এবং আমি তাঁহাতে আসক্ত থাকি)।

সর্বপ্রকার পাপকে ক্লেশ কহা যায়, ঐ ক্লেশ উপাধিকৃত অতএব সূত্র এই যে,—
নন্থ চিদানন্দরূপস্য কথমনর্থসম্বন্ধ ইত্যাশঙ্কায়ামাহ।

উপাধিকৃতাহি ক্লেশাঃ॥ ১৮॥

জীবানাং সংসারোপাধিহেতুকাঃ ক্লেশরূপা অনর্থাভবন্তি, কপূয়াচরণাঃ কপূয়ান্ যোনিমাপদ্যন্ত ইত্যাদি শ্রুতেঃ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ।

(জীবাত্মা স্বভাবতঃ চিদানন্দরূপ, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। চিদানন্দরূপ জীবের অনর্থ-সম্বন্ধ কি প্রকারে হয় ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, নিরুপাধিক জীব চিদানন্দে স্থিত থাকে, কিন্তু দেহ-মন, রূপ সংসারোপাধিগ্রস্ত জীব জগতে আসিয়া ক্লেশ লাভ করে। এই সংসার-ক্লেশই জীবের পক্ষে অনর্থ। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৫, ১০, ৭) মন্ত্রে,—যাঁহাদের ইহলোকে অর্জিত পুণ্য-কর্মফল আছে, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য-যোনিতে জন্মলাভ করেন, আবার যাঁহাদের ইহলোকে অর্জিত অশুভ-কর্মফল অবশিষ্ট আছে, তাঁহারা কুক্কুর যোনিতে বা শূকর যোনিতে বা চণ্ডাল যোনিতে জন্মলাভ করে। গীতা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬২, ৬৩ শ্লোকে ভগবান্ বলেন—বদ্ধজীব বিষয়-চিন্তাদ্বারা বিষয়ের সঙ্গে আসক্ত-চিত্ত হয়, সঙ্গ হইতে কাম উৎপন্ন হয় এবং কামের অতৃপ্তিতে ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতি-বিভ্রম, স্মৃতি বিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সর্বনাশ উপস্থিত হয়)।

জীবের নিরুপাধি অবস্থাটী নির্মল, সেই অবস্থায় জীব চিদানন্দরূপে অবস্থান করেন অর্থাৎ স্ব স্বরূপে স্থিত হইয়া নির্ম্মল পরানুরাগে প্রবৃত্ত থাকেন। তথাচ কঠোপনিষদি,—

যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্॥

(হরিভজন দ্বারা যখন সর্বপ্রকারের ইতর কামনা বিনষ্ট হইয়া ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তখন সেই ভক্তের আর তুচ্ছ অবিদ্যা-সম্ভূত অহন্তা ও মমতা-বুদ্ধি থাকে না, তখন পার্থিব নশ্বর-ভোগের বাসনা চলিয়া যায়। এই তত্ত্বজ্ঞানই অবিদ্যাদির কার্য সমস্ত কামনার নাশক, অতএব ভগবদ্ ভজনের ফলে তত্ত্বজ্ঞানের পর মরণশীল-মনুষ্য মৃত্যুহীন হয়, সেইজন্য শ্রীভগবানের স্বরূপ-জ্ঞানলাভ সর্বপ্রথমে আবশ্যক। ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ)।

পরানুরাগ-বিমুখ হইলেই ইতর পদার্থে অনুরাগ জন্মে। ইহাই জীবের উপাধি। তদ্দ্বারা জীবের মন-রূপ পরিণাম ও মনের অসদালোচনারূপ কর্ম্মফলের দ্বারা পুনঃ পুনঃ দেহপ্রাপ্তিরূপ বদ্ধাবস্থার ক্লেশ উপস্থিত হয়। এই সমুদায় ক্লেশ উপাধিকৃত। তথাহি বাজসনেয়োপনিষদি, তৃতীয় মন্ত্রে,—অসূর্যানাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

(যাহারা পরমাত্ম-সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া জগৎকে ভোগ করে, তাহারা আত্মহা অর্থাৎ আত্মঘাতী। তাহারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারাবৃত আসুরীভাবপ্রাপ্ত লোকসকল প্রাপ্ত হয়)।

এই অসূর্য শব্দের অর্থ এই যে, যে অবস্থায় জ্ঞান-জ্যোতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ হইতে পারে না সেই অবস্থাতেই ইতরানুরাগী ব্যক্তিরা গমন করে। অর্থাৎ যে যে পদার্থ যে সকল ব্যক্তিরা কামনা করে, ঐ সকল জড়পদার্থ প্রাপ্ত হয়। জীবের প্রাকৃতদেহ প্রাপ্তিই অসূর্যলোক গমন বিবেচনা করিতে হইবে, যেহেতু এই অবস্থাতেই জ্ঞানজ্যোতি স্পষ্ট হয় না। সংসার-ক্লেশই জীবের ক্লেশ। শ্রীরূপ-গোস্বামী ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থে ক্লেশকে তিন প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন যথা—

ক্লেশাস্তু পাপং তদ্বীজমবিদ্যাচেতি তৎত্রিধা।

(জীবের ক্লেশসমূহ 'পাপ', 'পাপবীজ' ও 'অবিদ্যা'—এই তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পাতক, মহাপাতক ও অতিপাতক প্রভৃতি ক্রিয়াসকল 'পাপ'। পাপ করিবার বাসনাসকল 'পাপবীজ', জীবের স্বরূপ-ভ্রমের নাম

'অবিদ্যা'। শুদ্ধভক্তির উদয়ে 'আমি কৃষ্ণদাস' এই বুদ্ধি সহজে উদিত হয়, অতএব স্বরূপ-ভ্রমরূপ অবিদ্যা থাকে না। ভক্তিদেবীর আলোক হৃদয়ে প্রবেশ করিবা মাত্রই পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যারূপ অন্ধকার সুতরাং বিনষ্ট হয়)।

জীবের ইতরানুরাগই অবিদ্যা. যথা বাজসনেয়োপনিষদি,—

অন্ধং তম প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।

(যিনি অবিদ্যায় অবস্থিত, তিনি অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন)।

বাসনাকে পাপবীজ কহা যায় এবং সাক্ষাৎ পাপকর্ম্মই পাপ। এই তিন অবস্থাতে ক্লেশ ব্যাপিত আছে।

এই উপাধিই অনর্থ। উপাধিনাশকে বদ্ধজীবদিগের পক্ষে অনর্থনিবৃত্তি কহা যায়। ঐ অনর্থ-নিবৃত্তিই মুক্তি যেহেতু অনর্থরূপ উপাধি না থাকিলে জীবের চিদানন্দপদ প্রাপ্তি হয়। অতএব সূত্রিত হইল,—

এবং জীবানাং উপাধিকৃত ক্লেশ-সম্বন্ধরূপং বন্ধং ব্যবচ্ছিদ্য ইদানীং মুক্তি-স্বরূপং বিশদয়িতুং সূত্রমারভতে।

অনর্থনিবৃত্তির্মুক্তিঃ স্বপদপ্রাপকত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

উপাধিকৃতদুরবস্থাজনিতানর্থ-নিবৃত্তিরেষ জীবানং সংসারমুক্তিঃ স্বস্য পদং চিদানন্দ স্বরূপং তৎপ্রাপ্তিহেতুত্বাৎ তস্যা ইত্যর্থঃ সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি; আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

(জীবগণের সংসার-বন্ধন রূপ উপাধিকৃত ক্লেশ সম্বন্ধে বলিয়া এখন জীবের প্রাপ্য যে মুক্তি, তাহার স্বরূপ জানাইবার জন্য সূত্রিত করিতেছেন। অনর্থ-নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলিয়া জানিতে হইবে, কারণ অনর্থ নিবৃত্ত হইবা মাত্র জীব নিজের স্বভাবে অবস্থিত হয়। পূর্ব উল্লিখিত উপাধি-সমূহের দ্বারা প্রাপ্ত দুরবস্থারূপ অনর্থের বিনাশ ঘটিলেই জীব সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন এবং নিজের চিদানন্দময়স্বরূপ প্রাপ্ত হন, অতএব এই স্বরূপ সংপ্রাপ্তিকেই মুক্তি বলা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ষষ্ঠাধ্যায়, অষ্টম খণ্ড প্রথম শ্লোকে,— উদ্দালক আরুণি, পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন, যখন বলা হয় যে কেহ সুষুপ্ত হইয়াছেন, তখন হে সোম্য, তিনি সতের সহিত একীভূত হন এবং নিজ-স্বরূপে গমন করেন। সেইজন্য লোকে ইঁহাকে 'সুষুপ্ত' (স্বপিতি) এই শব্দে নির্দেশ করে, কেনন৷ তখন তিনি স্ব-স্বরূপকে প্রাপ্ত হন। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ (২, ৪, ১ ও ২, ৯, ১) শ্লোকে, অসীম আনন্দময় ভগবানের উপাসনাকারী অবিদ্যাজনিত কোন ক্লেশ ও অবিদ্যাকার্য গর্ভবাস-জন্ম-মরণাদি হইতে ভীত হন না, অর্থাৎ তাঁহার উপাসনালব্ধ অনুগ্রহে সংসার হইতে বিমুক্ত হন)।

মুক্তি বিষয়ক অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়া থাকে। কেহ কেহ জীবের ব্রহ্মে লয় হওয়াকে মুক্তি কহেন। মুক্তিকে পঞ্চপ্রকার শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে যথা সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য এই সকল মুক্তির শ্রেণী। ভগবানের সহিত সমান ঐশ্বর্য-প্রাপ্তির নাম সার্ষ্টি, ভগবল্লোক-বাসের নাম সালেক্য, ভগবৎ সমীপস্থ হওয়ার নাম সামীপ্য, ভগবৎ স্বরূপ-প্রাপ্তির নাম সারূপ্য এবং

ভগবানে লয় হওয়ার নাম সাযুজ্য এই প্রকারে শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। নিগূঢ় বিচার করিলে সকল প্রকার মুক্তির একটী সাধারণ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য এ সমুদায়ই ভগবৎ সান্নিকর্ষ প্রকাশ করে। জীবের ভগবদ্ বিমুখতাই সকল দুঃখের কারণ যেহেতু আনন্দরূপ চিন্ময় ভগবান্‌কে ত্যাগ করিলে দুঃখময় জড়তাই ফল হয়। ইহাই জীবের বদ্ধাবস্থা। বদ্ধাবস্থার অনেক প্রকার বিশেষণ থাকিলেও তাহার সাধারণ লক্ষণ ঈশ্বর-বিমুখতা ব্যতীত আর কিছু উপলব্ধ হয় না। অতএব সর্বপ্রকার মুক্তিতেই ঈশ্বর-সান্নিকর্ষ অর্থাৎ সাযুজ্য ব্যতীত আর কি লক্ষণ দেখা যায়? অনেক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে 'মুক্তি'—শব্দের প্রতি একটী বিশেষ বিদ্বেষ আছে। তাহা কেবল মুক্তি-বিষয়ক আলোচনার অভাব হইতে উদ্ভব হইয়াছে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সার্ব্বভৌম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংবাদে সার্ব্বভৌমোক্তি,—

সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবা দ্বার। তবু কদাচিত ভক্ত করে অঙ্গীকার।
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়। নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥

তত্রৈব চৈতন্যদেবেনোক্তং সার্বভৌমং প্রতি,—

প্রভু কহে মুক্তিপদের আর অর্থ হয়। মুক্তিপদ শব্দে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয়॥
মুক্তি পদে যাঁর সেই মুক্তিপদ হয়। নবম পদার্থে মুক্ত্যে কিম্বা সমাশ্রয়॥
দুই অর্থে কৃষ্ণ কহি কাহে পাঠ ফিরি।

তত্র সার্ব্বভৌমোত্তরং—সার্ব্বভৌম কহে ও পাঠ কহিতে না পারি॥
মুক্তি শব্দ কহিতে হয় ঘৃণা আর ত্রাস। ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস॥

তদনন্তরং—শুনিয়া হাসেন প্রভু ইত্যাদি।

এস্থলে চৈতন্যদেবের সারগ্রাহী শিষ্যগণ মুক্তি ও ভক্তি শব্দে স্বতন্ত্রার্থ করিবেন না; বরং যাহারা মুক্তি পদকে ঘৃণা করেন, তাঁহাদের বিচার-গাম্ভীর্যের প্রতি সন্দেহ করা যাইবে। বস্তুত মুক্তি ও পরাভক্তিতে কিছুমাত্র ভেদ নাই বরং যাহারা ভেদ দৃষ্টি করেন তাঁহারা তদুভয়ের মধ্যে কোনটীকেই উপলব্ধি করেন নাই, ইহাই প্রতীত হইল। যখন ভক্তি ও মুক্তি উভয়েতেই কেবল ঈশ্বর সাযুজ্যরূপ পরমানন্দই একমাত্র লক্ষণ, তখন মুক্তি শব্দকে ঘৃণা করত ভক্তি শব্দের আদর করা কেবল আভিধানিক বিবাদ হইয়া উঠে। বৈষ্ণবদিগের মুক্তি শব্দের প্রতি ঘৃণার এই এক কারণ দৃষ্ট হয় যে মুক্তি বলিলেই জীবের সর্ব্বনাশ অর্থাৎ অত্যন্ত লয়কে বুঝায়, তথাহি তত্রৈব সার্ব্বভৌমোক্তি,—

যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কহে। তথাপি আশ্লিষ্য দোষে কহন না যায়ে॥
যদ্যপিহ মুক্তি শব্দের হয় পঞ্চ বৃত্তি। রূঢ়ি বৃত্ত্যে কহে তবু সাযুজ্যে প্রতীতি॥

এ স্থলে সাযুজ্য শব্দের অর্থ ব্রহ্মের সহিত লয়। বাস্তবিক সাযুজ্য শব্দের অর্থ ব্রহ্মের সহিত সংযোগ। যে সকল বৈষ্ণবেরা গোপী-ভাবের সাধনে প্রবৃত্ত হন তাঁহাদের সাধনই ব্রহ্মসাযুজ্য সাধন

বলিতে হইবে। অর্থে কিছুমাত্র ভেদ নাই, কেবল নামের বিবাদ মাত্র। তদ্বিষয়ে শাণ্ডিল্য-সূত্র যথা,—

তদৈক্যং নানাত্বৈকত্বমুপাধিযোগহানাদাদিত্যবৎ।

পরব্রহ্মের আশ্রয়ের দ্বারা যে ফল হয় তাহাকেই মুক্তি বলি। ঐ মুক্তি কি প্রকার, তাহা কঠোপনিষদে এই প্রকারে বর্ণিত আছে (১, ২, ১৭)—

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠ মেতদালম্বনং পরং। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

(অর্থাৎ এই প্রণবই উপাস্য বা ধ্যেয় তত্ত্বসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলম্বন বা আশ্রয়। এই প্রণবকে আশ্রয় করিয়া যে ধ্যানাদি তাহা সর্বোৎকৃষ্ট সাধন হয়। ইহার উপাসনার ফলে—এই প্রণবোপাসক ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ ভগবল্লোকে বৈকুণ্ঠধামে যাইয়া পূজিত হন)।

এই মুক্তিই জীবকে স্বপদ-প্রাপ্তি করায়, ঐ স্বপদ কঠোপনিষদে উল্লিখিত মন্ত্রের পরেই এই প্রকার বর্ণিত আছে.—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

(বিষ্ণুলোকগত মুক্তপুরুষের জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, কারণ শ্রীভগবানের যেরূপ জন্মমৃত্যু নাই সেরূপ তাঁহার উপাসকেরও তাহা নাই, চিন্ময় স্বরূপতা বশতঃ আত্মারও জন্ম-মৃত্যু নাই, সেই আত্মা কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হন না, তিনি পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতে নিত্যস্বরূপে প্রকটিত, সেই হেতু আত্মা স্বভাবতঃ অজ—জন্মরহিত, নিত্য—মৃত্যুহীন, শাশ্বত—অন্য বিকারশূন্য, তিনি পুরাতন হইয়াও নবীনের মত থাকেন, শরীর নষ্ট হইলেও শরীরান্তর্গত তাঁহার বিনাশ হয় না)।

বাস্তবিক এই সকল শ্রুতি ও বিচারের দ্বারা মুক্তি অর্থাৎ জীবের স্বপদ যে এক অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার, তাহা উপলব্ধ হইতেছে। এই ব্যাপারটী বাক্য ও মনের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না যেহেতু এই বদ্ধাবস্থায় সকল জীবই (ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত) দেশ ও কালের বশীভূত হইয়াছে অতএব তদুভয় পদার্থের অতীত অবস্থাকে কেহই চিন্তা করিতে পারে না, কিন্তু এই অবস্থা হইতে সেই অবস্থা যে উৎকৃষ্ট, ইহা আমাদের স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস। যাঁহারা এই স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস অনাদর করেন, তাঁহাদের বিষয়ে মৃত্যু কঠোপনিষদে কহিয়াছেন যথা,

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে॥

(অবিবেকীর নিকট আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পায় না, কারণ সে প্রমত্ত অর্থাৎ বিষয়-ভোগাশার বশীভূতচিত্ত এবং বিত্তজনিত মোহে মূঢ় (ঘোর তমসাচ্ছন্ন), সে মনে করে—ইহলোকই আছে, পরলোক বলিয়া কিছু নাই, এইরূপ ধারণাবিশিষ্ট ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া আমার (যমরাজার) বশীভূত হইয়া থাকে এবং মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করে)।

যুক্তি বিচারের দ্বারা যাঁহারা জীবের মুক্ত অবস্থার নির্ণয় বা পরলোকতত্ত্ব বিচার করিতে

চাহেন, তাঁহারা নির্ব্বোধ। তথাহি কঠোপনিষদি—(১, ২. ৯),—

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় শ্রেষ্ঠ।

যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্ব্বতাসি ত্বাদৃঙ্‌নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা॥

(ওহে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নচিকেতঃ, তুমি যে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে মতি লাভ করিয়াছ, ইহা শুষ্কতর্কদ্বারা পাওয়া যায় না এবং উহাকে তর্ক দ্বারা সরাইয়া দেওয়াও যায় না। যে তত্ত্ববিদ্ নিজেকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জানেন, তিনি যাহা উপদেশ করিবেন, তাহাই সম্যক্‌ জ্ঞানের কারণ হইবে। আমি তোমার এই দৃঢ় সঙ্কল্পে বিস্মিত ও প্রসন্ন হইয়াছি যেহেতু বহু প্রলোভন সত্ত্বেও তুমি সেই নিশ্চলা মতি হইতে বিচ্যুত হও নাই। তোমার মত তত্ত্বজিজ্ঞাসু আর দেখি না, কারণ আমাকে এইরূপ প্রশ্ন আর কেহ করে নাই)।

মুক্তি-বিষয়ক অধিক বিচার সম্ভব নহে অতএব যাঁহারা সেই অচিন্ত্য অবস্থার বিষয় নির্ণয় করিবার জন্য তর্ক করিয়া বাক্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পরিশ্রম ফলবান হয় না বরং নির্বাণ, সালোক্য, সার্ষ্টি প্রভৃতি অবস্থা লইয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকেন. কখনই মীমাংসা হইতে পারে না। অতএব নিম্নলিখিত সাধুবাক্যই আমাদের কেতু স্বরূপ,—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ নতাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥

(মহাভারত ভীষ্মপর্ব ৫, ২২ শ্লোকে দেখা যায়,—যাহা প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ অধোক্ষজ, তাহাই অচিন্ত্য তত্ত্ব। সেই অচিন্ত্যতত্ত্বসমূহকে নিশ্চয় তর্কের অন্তর্গত করা উচিত নয়)।

তত্র ব্যাসসূত্র ; যথা ;—তর্কাঽপ্রতিষ্ঠানাৎ।

(বেদান্তসূত্র ২, ১, ১১—তর্কের কোনও প্রতিষ্ঠা নাই যেহেতু মনুষ্যের বুদ্ধি-তারতম্যে এক তর্ক অন্য তর্ক দ্বারা ব্যাহৃত হইয়া থাকে, অতএব তর্কের উপর নির্ভর না করিবা উপনিষৎ-কথিত ব্রহ্মের জগদুপাদানকারণতা ইত্যাদি স্বীকার করাই উচিত)।

৩৬ সূত্রের ভাষ্যে ইহার বিশেষ বিবরণ করা যাইবে। অতএব নিশ্চয় মীমাংসা এই যে জীবের অনর্থ-নিবৃত্তিই মুক্তি এবং তদ্দ্বারা জীবের স্বপদ-প্রাপ্তি হয়। তথাচ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে শ্রীসূতেনোক্তং—

ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে-সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥

(শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলেন,—নির্মল ভক্তিযোগের দ্বারা আমাকে নিরন্তর ভজন করিতে করিতে আমি ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া হৃদয়ে জাত কামনাসকলকে সমূলে নাশ করি। তখন সাধকের অবিদ্যাময় হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হয়, সকল সংশয় ছেদ হয়, এবং আমাকে অখিলাত্মা বলিয়া দৃষ্ট হইলে সমুদায় কর্ম্মক্ষয় হয়)।

তথাচ ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে মুক্তি কথনং—মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।

(মায়িক স্থূল-সূক্ষ্মরূপদ্বয় পরিহার করিয়া শুদ্ধ জৈব স্বরূপে অথবা ভগবৎ পার্ষদরূপে অবস্থানের নাম মুক্তি)।

এ স্থলে সংশয় উপস্থিত হইল যে পরমেশ্বর পরম কারুণিক তবে জীবের অনর্থোদগম কি জন্য হইল, এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য এই সূত্র,—

চিৎপদার্থস্তু স্বভাবতঃ স্বতন্ত্রঃ ঈশ্বরপ্রসাদাৎ। কিন্তু জীবানাং স্বাতন্ত্র্যং হি তেষাং ক্লেশহেতুঃ ইতি প্রসিদ্ধং তর্হি তদ্দানেন কুতঃ ঈশ্বর প্রসাদ ভবতীত্যাশঙ্কয়ামাহ,—

জীবানামিতরানুরক্তিহেতুরীশ্বর-কারুণ্যং অতএব তেষাং স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধেঃ ॥ ২০ ॥

তেষাং স্বাতন্ত্র্যং তদুৎকর্ষায় ঈশ্বরেণ করুণয়া দত্তং। ততঃ পরমেশ্বরং বিস্মৃত্য স্বতন্ত্রতয়া জীবা ইতর বিষয়াসক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ। অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবানি, ন তং বিদাথয় ইমা যদ্‌যুস্মাকমন্তরং বভূব ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

(পরমেশ্বরের বিভিন্নাংশরূপ জীব পরমেশ্বর-প্রসাদ দ্বারা স্বভাবতই জড়-মায়া হইতে স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করে। কিন্তু স্বতন্ত্রতাই জীবগণের পতনের এবং ক্লেশের হেতু ইহাই প্রসিদ্ধ, অতএব জীবের প্রতি স্বতন্ত্রতা-দান কি প্রকার ঈশ্বর-প্রসাদের নিদর্শনরূপে গৃহীত হয়? এই আশঙ্কা নিরসন করিতেছেন। জীবগণের ইতরানুরক্তির মূলে ঈশ্বরের কারুণ্যই দৃষ্ট হয়, যদ্দ্বারা তাহাদের অণুস্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ হইয়াছে। জীবগণের উৎকর্ষ-সাধনের নিমিত্ত ঈশ্বর কর্তৃক এই স্বাতন্ত্র্য প্রদত্ত হইয়াছে। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারক্রমে, ভোগেচ্ছু জীবগণ বহির্মুখ হইয়া পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া ইতরবস্তুতে অর্থাৎ মায়িক বস্তু-সমূহে আসক্তচিত্ত হন। ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬, ৩, ২ মন্ত্রে,—মায়িক বিশ্বগত জীব ইচ্ছা করিল,—আমি প্রাণধারক আত্মারূপে অণ্ডজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্য যোনীর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জাগতিক নাম ও রূপের অভিব্যক্তি করি)।

ইতরানুরক্তির দ্বারা জীবের ক্লেশ ইহা পূর্বেই দর্শিত হইয়াছে কিন্তু পরমেশ্বর পরম কারুণিক, তবে তিনি জীবগণকে ইতরানুরাগ হইতে রক্ষা কেননা করিলেন; এরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইবার সম্ভাবনা। জীবদিগকে যদ্যপি জড়ের ন্যায় স্বীয় নিয়মাধীন করিতেন, তাহা হইলে জীবের উৎকর্ষ-সাধন কিরূপে হইত? স্বাধীন কার্যের ফলেই উন্নতি বা অবনতি। উন্নত করিবার ইচ্ছায় জীবের স্বভাব স্বতন্ত্র করিলেন। যে সকল জীব স্বীয় স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করত স্বীয় স্বধর্ম্মরূপ ঈশ্বরানুরক্তি পরিত্যাগ-পূর্বক ইতরানুরক্তির দ্বারা ভোগেচ্ছা করিলেন, তাঁহারা স্বীয় কামনাবশতঃ জড়তায় বদ্ধ হইয়া জড়-সুখকে ভোগ করিতেছেন অর্থাৎ পরমানন্দরূপ প্রেমামৃত হইতে বঞ্চিত হইয়া বদ্ধ আছেন।

তথাহি মুণ্ডকোপনিষদি,—

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
পর্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥

(বিশুদ্ধান্তঃকরণ আত্মতত্ত্ববিদ্ পুরুষ যে সমস্ত লোক মনের দ্বারা কামনা করেন, এবং যে সকল ভোগের সঙ্কল্প করেন, সেই সমস্তই তিনি প্রাপ্ত হন। কিন্তু যিনি পূর্ণকাম এবং যাঁহার আত্মা স্বীয় স্বরূপে (কৃষ্ণদাস্যে) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই সকল কামনা বিলীন হইয়া একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছাই সর্বতোভাবে প্রকাশ পায়)।

এই প্রকার স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহারে জীবের যে কষ্ট তাহা ঈশ্বর দত্ত কহা যায় না এবং ঈশ্বরকে তজ্জন্য কোন প্রকার দোষ দেওয়া যায় না। বিধি লঙ্ঘনের জন্য যে ক্লেশ পাইতে হয়

তজ্জন্য বিধাতা কখনই দোষী নহেন। বিধাতা যদি জীবকে ঐ অনর্থ গ্রহণে বাধ্য করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বৈষম্য-দোষ হইত। জীব যদি নিজ-স্বাধীনতার দ্বারা স্বীয় পরানুরাগকে আরও দৃঢ় করিতেন তাহা হইলে তাঁহার উৎকর্ষ হইত, কিন্তু স্বাধীনতা না পাইলে তাঁহার উৎকর্ষের উপর কোন অধিকার হইত না। পরমেশ্বর জীবকে এরূপ অপূর্ব্ব স্বাধীনতা দেওয়ায় জীবের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়াছেন ইহাই বলিতে হইবে। স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহারে বে পতন দৃষ্ট হয় তাহা কেবল জীবকে সংস্কার করত উদ্ধার করিবার জন্যই হইয়াছে ইহা বলিতে হইবে। ঈশ্বরের দণ্ডবিধিই যে কারুণ্যের ফল, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে নাগপত্নীগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে,—

অনুগ্রহোঽয়ং ভবতঃ কৃতো হি নো দণ্ডোঽসতাং তে খলু কল্মষাপহঃ।
যদ্দন্দশূকত্বমমুষ্য দেহিনঃ ক্রোধোঽপি তেঽনুগ্রহ এব সম্মতঃ॥

(হে ভগবান্, আপনি দণ্ডরূপে আমাদিগকে অনুগ্রহই করিয়াছেন, যে হেতু আপনার দণ্ড নিশ্চিতরূপে প্রাণিগণের পাপনাশ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ আমাদের এই স্বামী, যে পাপে সর্পত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইপাপ নাশ করায় আপনার ক্রোধকেও আমরা অনুগ্রহই মনে করিতেছি)।

অচিৎ-পদার্থ প্রকরণম্

নন্থ পরমেশ্বরস্য নির্গুণস্য সচ্চিদানন্দময়স্য বিশ্বরচনাদি ক্ষমাকারো কীদৃশী বা শক্তি-রিত্যপেক্ষায়ামচিৎ পদার্থ প্রকরণমারভতে; শ্রীসূত্রকারঃ—

মায়াশক্তিরচিদ্গুণবতী পরাবরকার্যরূপাচ॥ ২১॥

তত্র মায়ানাম পরমেশ্বরী শক্তিঃ মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরমিতি শ্রুতেঃ। সাতু অচিৎপদার্থৌ জীবেশ্বরৌ তদ্ভিন্না সত্বাদি গুণ-বিশিষ্টা। পরাবর কার্যরূপা পরম মহৎ পরিমাণং অবরং নিকৃষ্ট পরিমাণং যৎ কার্যং তদ্রূপেণ পরিণতা ভবতি। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি অজা স্বরূপমুক্ত্বা তদিতরত্বমীশ্বরস্য দর্শিতং—

অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীং প্রজাং জনয়ন্তীং স্বরূপাং।
অজোহ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজান্যঃ॥

(প্রাকৃত গুণাতীত ও সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বরের বিশ্বরচনাদি ক্ষমতাবিশিষ্ট যে শক্তি তাহা কি প্রকার? এই প্রশ্নের উত্তররূপে সূত্রকার অচিৎ-পদার্থ প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন,—এই মায়াশক্তি জড়গুণ সম্পন্না ও প্রাপঞ্চিক বিশ্বের সর্বপ্রকার কার্যরূপিনী। মায়া-নামক এই পরমেশ্বরী শক্তি সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৪,১০) বলেন, এই মায়া হচ্ছে ভগবানের শক্তিরূপা প্রকৃতি; পরমপুরুষ ভগবানই এই মায়াশক্তির অধিপতি বা শক্তিমান্ পুরুষ। এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই মায়াশক্তির পরিণাম দ্বারা পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সংগঠিত হইয়াছে। সত্ত্ব-রজ-তমো গুণময়ী এই মায়া হইতে বিশুদ্ধসত্ত্বময় ঈশ্বর ও জীবসমূহ ভিন্নতত্ত্ব। এই জড়মায়া প্রাপঞ্চিক জগতের বৃহত্তর

হইতে ক্ষুদ্রতম সমস্ত কার্য যাহা আছে, তদ্রূপে পরিণত হয়। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে অজারূপা মায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে,—ভগবানের অপরা শক্তিরূপা এই মায়া ভগবানের অধ্যক্ষতা দ্বারা ত্রিগুণময় অসংখ্য জীবদেহ উৎপন্ন করে। ত্রিগুণময়তার জন্য এই মায়াকে ত্রিবর্ণাত্মিকারূপে বলা হইয়াচে যথা ; সত্বগুণ নির্ম্মলতা ও প্রকাশ গুণের কারণে শুক্লবর্ণ, রজোগুণ রাগাত্মক বলিয়া রক্তবর্ণ এবং তমোগুণ অজ্ঞানরূপ ও আবরক বলিয়া কৃষ্ণবর্ণ। চেতন-প্রকৃতিরূপ জীবগণ দুই প্রকার। একপ্রকার জীব ভগবদ বহির্মুখতাকে পোষণ করিয়া এই মায়িক প্রকৃতিতে আসক্ত হইয়া তার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে এবং তাহার বিচিত্র অনুভব-সকল নিজের কর্মানুসারে ভোগ করে। আর এক প্রকার জীবগণ ভগবদ্ভক্তি বলে তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া এই মায়িক ভোগগুলিকে নিঃসার জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করে। বস্তুতঃ এই দুই প্রকারের জীবগণই স্বরূপতঃ অজন্মা ও অনাদি)।

ষষ্ঠ ও সপ্তম সূত্রের ভাষ্যে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভগবদৈশ্বর্যই একমাত্র ভগবানের আদ্যাশক্তি। বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে দৃষ্ট হয় যথা,—প্রলয়েঽপি সৌক্ষ্মাদ্বিভাগানর্হাম্নুভূত সত্বাদি গুণাঃ তমঃ শব্দিতা মূল প্রকৃতিরজেত্যুচ্চতে সৃষ্টিকালেতূদ্ভূতসত্বাদি গুণবিভক্তনামরূপা প্রধানাব্যক্তাদি-শব্দিতা লোহিতাদ্যাকারা জ্যোতিরূৎপন্নেতি। মহানব্যক্তে লীয়তেঽব্যক্তমক্ষরেঽক্ষরং তমসীতি শ্রুতেঃ॥

(বেদান্ত সূত্র ১, ৪, ১০ এর গোবিন্দভাষ্যে,—প্রসিদ্ধি আছে, সেই প্রকৃতি প্রলয়কালে ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়াছিল, একেবারে তাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হয় নাই, যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—পৃথিবী জলে লীন হয়, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে ইত্যাদিরূপে পৃথিব্যাদি অক্ষর পর্যন্তের তমেতে লীন হওয়া কথিত হইয়াছে, তমঃশক্তির পরব্রহ্মে ঐক্যই উক্ত হইয়াছে। ঐক্য শব্দের অর্থ—অতি সূক্ষ্মতাহেতু বিভাগের অযোগ্যত্বই, অন্য কিছু নহে। সত্বাদি গুণবিশিষ্ট, তমঃ শব্দবাচ্য, অজানাম্নী এই মূল-প্রকৃতির সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত এই যে,—সৃষ্টিকালে প্রকৃতির সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনগুণের উদ্ভব হয়, নামরূপের বিভাগ হয়, প্রধান, অব্যক্ত, অব্যাকৃত, প্রকৃতি নানা পর্যায় শব্দে শব্দিত হইয়া লোহিতাদি আকারে প্রকৃতি ব্রহ্মজ্যোতিঃ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে)।

এ শক্তির অনন্ত প্রভাব অবস্থিত, তন্মধ্যে দুই প্রকার প্রভাব মানব-কর্তৃক উপলব্ধ হয়। যথা ; বাজসনেয়োপনিষদি, – বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।

বিদ্যার দ্বারা চৈতন্য ও অবিদ্যার দ্বারা জড়ের উৎপত্তি হয়। ঐ জড়ের উৎপত্তিকারী যে অবিদ্যা তাহাকেই মায়া বলা যায়। যদিও মূল-প্রকৃতিকেও মার্কণ্ডেয়পুরাণে ও নারদ পঞ্চরাত্রে এবং অনেকানেক শাস্ত্রে বিষ্ণুমায়া বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে তথাপি মায়া শব্দে অবিদ্যা প্রকৃতিই প্রশস্ত যেহেতু এই মায়া শব্দে যে তত্ব বোধ হয়, জীব তদন্তর্গত নহেন। জীব তদন্তর্গত না হওয়ায় জীবশক্তিকে ঐ মায়া হইতে স্বতন্ত্র দৃষ্টি করিলে ঐ মায়া মূল-প্রকৃতি হইতে পারে না। যেহেতু জীবশক্তি ও এই মায়াশক্তি উভয়েই এক মূল-প্রকৃতির বিভিন্ন প্রভাব মাত্র, যথা সাংখ্য কর্তৃক পুরুষ লক্ষণে উক্ত হইয়াছে,—

মূল-প্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকশ্চ বিকারোন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥
তথাচ ব্রহ্মাণং প্রতি ভগবদ্বাক্যং (ভাগবত ২, ৯, ৩৩)—

ঋতেঽর্থং যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥

(শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন,—আমার চিন্ময়-স্বরূপ ব্যতীত যাহা কিছু প্রতীয়মান হয়, আমার স্বরূপ-শক্তি ব্যতীভ আমার অধিষ্ঠানে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকে আমার মায়া বলিয়া জানিবে। ভগবান্ জ্যোতির্ম্ময় বস্তু। তাঁহার মায়া দ্বিবিধা,—আভাস স্থানীয় জীব-মায়া ও তমঃ স্থানীয়া গুণ-মায়া। উভয়ই ভগবদাশ্রিত হইলেও ভগবদ্বস্তুর প্রতীতিতে জীব ও মায়া-প্রতীতির অভাব এবং জীব ও মায়িক প্রতিতিতেও ভগবৎ প্রতীতি নাই)।

সেই মায়া অচিৎ অর্থাৎ জড়ের মূল, তথাহি শাণ্ডিল্য সূত্রং—তচ্ছক্তির্ম্মায়া জড়সামান্যাৎ।

তথাচ ভগবদ্গীতায়াং—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে॥

(প্রকৃতি আমারই শক্তি। আমার চিদ্বিলাস সম্বন্ধিনী ইচ্ছা হইতে প্রকৃতিকে যে কটাক্ষ করি, তাহাতেই সর্বকার্যে আমার অধ্যক্ষতা জানিবে। সেই কটাক্ষদ্বারা চালিতা হইয়া প্রকৃতিই চরাচয়-জগৎ প্রসব করে, এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়)।

সেই মায়া গুণবতী তথাহি গীতায়াং—

দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

(এই মায়া আমারই শক্তি, অতএব দুর্বল জীবের পক্ষে স্বভাবতঃ দুরত্যয়া অর্থাৎ দুরতিক্রম্যা। যাঁহারা আমার ভগবৎস্বরূপে প্রপত্তি স্বীকার করে, তাঁহারাই এই মায়াসমুদ্র পার হইতে পারেন)।

প্রকৃতি যে কি পদার্থ তাহা কখনই উপলব্ধ হয় না। ইন্দ্রিয়-সকল কেবল প্রকৃতির গুণকেই ব্যাখ্যা করে। এজন্য শাস্ত্রে প্রকৃতিকে অব্যক্ত নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতি সম্বন্ধে মন যাহা স্থির করে, তাহা কেবল গুণ মাত্র। বৈশেষিকেরা পরমাণু পর্য্যন্ত প্রকৃতির অনুসন্ধান করিয়াছেন যথা,—

কণাদসূত্রং চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বিতীয় আহ্নিকে। "সদকারণ বন্নিত্যং তত্র বৈশেষিক সূত্রোপস্কারে—নিরবয়রং দ্রব্যমবধিঃ স এব পরমাণুঃ।

ভৌতিক পদার্থকে অনুকল্প দ্বারা তাহার বৈজ্ঞানিক সত্তা ও সামান্য গুণসকল নির্ণয় করা বিজ্ঞানের কার্য বটে, কিন্তু পরমাণুকে নিত্য, নিরবয়ব ও দ্রব্যের অবধি বলা যুক্তিযুক্ত নহে। পরমাণুকে যদি অণুত্বের অবধি বলিয়া স্বীকার করা যায়, তথাপি ঐ অবধি কেবল উহার অণুত্ব গুণেরই হইল। সাক্ষাৎ প্রকৃতির অবধি প্রাপ্ত হওয়া গেল না, যেহেতু প্রকৃতিতে যেমত একটি অণুত্ব আছে তদ্রূপ উহাতে বৃহত্ত্ব বলিয়া আর একটী গুণ আছে। অণুত্বের অবধি পরমাণু, তদ্রূপ বৃহত্বের অবধি পরম মহান্। অতএব পরমাণু বা পরম মহাম্ ইহাদের মধ্যে কোনটীই প্রকৃতির অবধি বলা যায় না। পরমাণু নামক প্রকৃতির কোন এক্ অণু অবস্থা স্বীকার করা যায় এই মাত্র যথা,—ভাগবতে শ্রীমৈত্রেয়োক্তং—

চরমঃ সদ্বিশেষানামনেকোঽসংযুতঃ সদা। পরমাণুঃ সবিজ্ঞেয়ো নৃণামৈক্যভ্রমো যতঃ॥

স্বতএব পদার্থস্য স্বরূপাবস্থিতস্য যৎ। কৈবল্যং পরমমহান্নবিশেষো নিরন্তরঃ॥

(মৈত্রেয় মুনি কহিলেন, কার্যস্বরূপ পৃথিব্যাদি অংশের চরম সূক্ষ্মাংশ, যাহা কার্যাবস্থা ও সমুদায়াবস্থা অপ্রাপ্য—ইহাকেই পরমাণু বলিয়া জানিবে। এই সকল একত্রীকৃত পরমাণু হইতেই মনুষ্যগণের পরমাণু সমষ্টিরূপ জীবদেহে দেহি-বুদ্ধির উদয় হয়। যাহার চরমাংশ পরমাণু, সেই প্রপঞ্চ-স্বরূপের স্বাভাবিক অবস্থায় যে ঐক্য, তাহার নাম পরমমহৎ, সমগ্র প্রপঞ্চই 'পরম-মহৎ' শব্দবাচ্য)।

এই দুই শ্লোকে স্থাপিত হইতেছে যে, মায়া-প্রকৃতির ক্লেশ-জড়তা ব্যতীত কোনও স্বরূপ নির্ণয় হয় না কিন্তু তাহার সদ্বিশেষের (অর্থাৎ বর্তমান অবস্থার গুণের) চরম ও কৈবল্যকে পরমাণু ও পরম মহান্ কহা যায় মাত্র। কিন্তু ঐ পরমাণুতে যুক্তিবাদীদিগের ঐক্য-ভ্রম অর্থাৎ মূলতত্ত্ব-ভ্রম হইয়া থাকে তাহা নিরর্থক। প্রকৃতি গুণময়ী ; উহার অনেক গুণ আছে তন্মধ্যে বিস্তৃতি—আকৃতি গুণের সূক্ষ্ম ও মূল অবধি পরমাণু ও পরম মহান্‌রূপে কল্পিত হইয়াছে।

বাস্তবিক প্রাকৃত পদার্থের গুণসকলই উপলব্ধ হয়। সম্প্রতি বিজ্ঞান তত্ত্বানুসন্ধানের দ্বারা এই সকল গুণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। নিত্যগুণ যথা,--বিস্তৃতি, আকৃতি, স্থিতিবিরোধ, অনশ্বরত্ব, জড়ত্ব ও আকর্ষণ। নৈমিত্তিক গুণ যথা ;--ঘনত্ব, কাঠিন্য, স্থিতি-স্থাপকতা, ভঙ্গপ্রবণতা, ঘাতসহত্ব, তান্তবতা, ভিদাবরোধকতা, ভাস্বরতাপাদন, সান্তরতা, বিস্তার্যতা, সাঙ্কোচ্যতা, প্রভৃতি। অনুসন্ধানের সমাপ্তি নাই, অতএব ভবিষ্যতে অন্যান্য গুণেরও আবিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা আছে অতএব শ্রীভগবদুক্তি যথা,—'মায়াং মদীয়ামুদ্‌গৃহ্য বদতাং কিন্নু দুর্ঘটং।'

পরাবর শব্দে পর ও অবর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট অথবা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যত কার্য জগতে দৃষ্ট হয়, সমুদায়ই মায়ার পরিণাম। গুণসকলের সম্মিলন ও বিয়োগ এবং অনুলোম ও বিলোম দ্বারা কার্যসকলের বিচিত্রতা দৃষ্ট হয়। জড়পদার্থ বিজ্ঞাপক পণ্ডিতেরা এই গুণসকলের ও তাহাদের পরিণাম সকলের ব্যাখ্যা করেন অতএব এস্থলে তদ্বিষয়ের বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

নন্বু তাদৃশী শক্তি স্বয়মেব স্বতন্ত্রতয়া জগৎ কর্ত্রীভবতু কিং পরাপেক্ষয়েত্যত আহ--

জড়ত্বাৎ কৃতিশূন্যা চেতনপ্রেরিতা ভবতি সজ্জাববৎ ॥ ২২ ॥

অতএব চেতন ভিন্নত্বেন জড়ত্বাৎ কৃতিশূন্যা কিঞ্চিদপি কর্তুমযোগ্যা কিন্তু চেতনেন প্রেরিতা প্রবর্তিতা সতি অগ্নুত্তপ্ত সজ্জাববৎ চেষ্টতে জগৎকর্ত্র্ ভবতীত্যর্থঃ, ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি সূয়তে সচরাচরমিতি শ্রীভগবদ্বচনাৎ।

(পরাবর কার্যরূপা এই গুণমায়া শক্তি কি স্বতন্ত্রভাবে জগৎকর্তৃত্বাদি করিতে পারে না ? তাহার পরাপেক্ষার কি প্রয়োজন ? এ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—জড়তা বা অচৈতন্য-স্বরূপতা নিবন্ধন কোন প্রকার কার্যক্ষমতা-শূন্যা, কিন্তু পরমেশ্বরের বা চেতনের প্রেরণা বলে এই মায়াশক্তি কার্যে প্রবর্তিতা হন ; যেমন অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত লৌহ অগ্নির দাহিকাদিশক্তি-সংযুক্ত হয়। পরমেশ্বরের প্রেরণায় জড়মায়া জগৎকর্তৃত্বক্ষমতা লাভ করে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—আমার চিদ্বিলাস-সম্বন্ধিনী ইচ্ছাদ্বারা প্রকৃতিতে যে কটাক্ষ করি, তদ্দ্বারা চালিতা হইয়া প্রকৃতিই চরাচর জগৎ প্রসব করে এবং এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়)।

ঐ অচিৎ পদার্থ জড়তা বশতঃ স্বয়ং চেষ্টা করিতে পারে না ; কিন্তু চেতনের দ্বারা ক্ষোভিত হইলে কার্য করে।

যদি বলা যায়,—ঋতু-সকলের নিয়মানুসারে সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্পসকল উঠিয়া মেঘরূপে বায়ুর দ্বারা চালিত হয় এবং উত্তাপ উপস্থিত হইলে পুনরায় বৃষ্টি হইয়া পতিত হয়। আর দেখ, গন্ধক-লৌহাদি ধাতুর সংযোগের দ্বারা পর্বত-সকল ভগ্ন হয়, পৃথিবী কম্পিতা হয় এবং বন্দুক হইতে অস্ত্রসকল নির্গত হইয়া বৃহদ্‌বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদন করে। এই সকল কার্যে চেতনপ্রেরণা কোথা ? সমস্ত সঞ্চালনের কারণই অগ্নি অর্থাৎ উত্তাপ এবং উত্তাপকেই সঞ্চালক কহা যাউক, তদতিরিক্ত চেতন-প্রেরণা মানিবার প্রয়োজন কি ?

যদিও উত্তাপকেই সমস্ত সঞ্চালনের কারণ বলিয়া লক্ষ্য হয়, তথাপি চেতন-প্রেরণা ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। উত্তাপ কি পদার্থ ; বিশেষ বিচার করিলে উত্তাপকে গুণ বলা যায়। যখন অন্তঃকরণে কোন বৃত্তির বিশেষ সঞ্চালন হয়, তখনই উত্তাপ দেহে প্রকাশ হয়। প্রেমের আধিক্য জ্বর হইয়া গাত্রাদাহ উপস্থিত হয় ইহা প্রসিদ্ধ। সমস্ত প্রকার প্রাকৃত পদার্থে যে উত্তাপের উপলব্ধি হয়, তাহা কেবল চেতন পদার্থের ক্রিয়ার ফল বলিলেই হইতে পারে। যৎকালে পার্থিব পদার্থসকল সৃষ্টি হয় নাই তখন প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ছিল, কিন্তু চিৎস্বরূপ ঈশ্বর-বীর্য তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভবিতব্য শক্তিরূপা প্রকৃতির গুণ ক্ষোভ হওয়ায় সৃষ্টি হইল. তথাচ শ্রুতৌ ;—

স ঐক্ষত, ম ইমাল্লোঁকানসৃজত। (ঐতরেয় উপনিষৎ)

(সেই পুরুষ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই পরমাত্মা এইরূপ আলোচনা বা ঈক্ষণ করিয়া এই লোকসমূহ মহদাদিক্রমে সৃষ্টি করিয়াছিলেন)।

প্রাণিগণের জড়শরীরেও পরমশ্বরের চিৎসত্তা বর্তমান যথা, গীতাবচনং,—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপান সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥

(শ্রীভগবান্ বলেন,—আমি প্রাণিগণের শরীরে জঠরানলরূপে প্রবেশ করতঃ প্রাণ ও অপানবায়ুর সংযোগে চারি প্রকারের অন্ন পাক করি। অতএব আমিই 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই বাক্যানুসারে সর্বত্র অবস্থিত)।

তথাচ ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে কপিলোনোক্তং (ভাঃ ৩।২৯।১৯)

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্। আধত্তবীর্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরন্ময়ম্॥

(জীবের অদৃষ্টবশতঃ ক্ষোভধর্মপ্রবণ প্রকৃতির অভিব্যক্তিস্থানে পরমপুরুষ শ্রীহরি জীবাখ্য চিদ্রূপ শক্তি আধান করেন, তাহাতে সেই প্রকৃতি প্রকাশ-বহুল মহত্তত্ত্ব প্রসব করিয়া থাকে)।

ভগবানের ঈক্ষণই চেতণ-প্রেরণা যদ্দ্বারা প্রকৃতির গতিশক্তি ও ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। প্রকৃতি শব্দের অর্থ প্রধান—শরীর। ঐ শরীর চেতনবিহীন হইলে শব হয় এবং চেতনের দ্বারা চালিত হইলে কার্য করে। পরমেশ্বরের ঈক্ষণের দ্বারা ঐ প্রকৃতিতে যে ক্রিয়াশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে,

তাহাই উত্তাপরূপে বর্তমান। অতএব উত্তাপকে স্বীকার করিয়া চেতন-প্রেরণা অস্বীকার করা কেবল আত্মবঞ্চনা মাত্র। ঐ ঈক্ষণেব আভাসমাত্র উত্তাপ ও আকর্ষণ, যদ্দ্বারা সৌরজগতের যাবতীয় গতি ও ক্রিয়া নিয়মিত হইয়াছে। তদন্তে বিশেষ ইক্ষণের দ্বারা জীবাত্মার প্রকাশ হইয়াছে অতএব জীবাত্মা স্বাধীনরূপে প্রকৃতিকে চালিত করিতে পারেন।

ঋতুদিগের গমনাগমনের দ্বারা মেঘাদির উৎপত্তি ও বর্ষণ, লৌহ প্রভৃতি ধাতুর জল-সংযোগের দ্বারা পর্বত-বিদারণ ও ভূকম্প এরং তিথিযোগে জল-বৃদ্ধি ও হ্রাস—এ সকলেই ভগবানের ঈক্ষণজনিত নিয়ম বলিতে হইবে। আকর্ষণ বা উত্তাপ কদাচ স্বয়ংসিদ্ধ গুণ হইতে পারে না। চেতন স্বয়ং বিধাতা স্বরূপ এবং আকর্ষণাদি বিধিমাত্র অতএব বিধাতাকে অস্বীকার-পূর্বক বিধি স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে। আকর্ষণ ও উত্তাপ যদিও পরিচালক হইতে সমর্থ, তথাপি তদুভয়ের নিয়ন্তাস্বরূপ চেতন-প্রেরণার নিতান্ত প্রয়োজন যেহেতু তদুভয়ের স্বাধীন চেষ্টা নাই। (সামবেদীয় তলবকারোপনিষদের ১৪ হইতে ২৮ মন্ত্র পর্যন্ত ইহার পোষক প্রমাণ)।

স্বাধীন চেষ্টা ও চালনারূপ ক্রিয়ার অনেক ভেদ আছে, তাহা বিচার করা কর্তব্য। কোন পদার্থ অগ্নিসংযোগ হইলে দগ্ধ ও শিথিল হইবে, কিন্তু সংযুক্ত অগ্নি নিজ-নিয়মিত কার্য ব্যতীত আর কোন স্বাধীন কর্ম করিতে পারিবে না। চেতনের স্বাধীন চেষ্টা কিন্তু সেরূপ নহে। চেতনের অত্যল্প প্রকাশরূপ কীটসকলও কোন কার্য করিতে করিতে অন্য কার্যে মনোযোগ করিতে পারে।

বিশেষ বিচার করিলে জানা যায়, প্রাকৃত পদার্থের স্বরূপই জড়তা। যেমন চিৎ পদার্থের স্বরূপ চিদানন্দ, তদ্রূপ প্রাকৃত-পদার্থের স্বরূপকে ক্লেশরূপ জড়তা কহা যায়। যেমন আনন্দ চৈতন্যের স্বরূপ, তদ্বিপরীত দুঃখই জড়ের স্বরূপ। জড়তাকে আধুনিক দর্শনবেত্তারা প্রকৃতির গুণ বলিয়াছেন কিন্তু বোধ হয় যে প্রাকৃত দর্শনের অধিকতর আলোচনার পর ঐ জড়তাকে প্রকৃতির স্বরূপরূপে ব্যাখ্যা করিবেন। গুণসকল স্বরূপের বৃত্তি মাত্র। আকৃতি, আকর্ষণ, স্থিতি-স্থাপকতা প্রভৃতি গুণসকল শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে, কিন্তু জড়তাই ইহার স্বরূপ এরূপ অনুমিত হয়।

অতএব সূত্রে প্রকৃতির জড়তাপ্রযুক্ত কৃতিশূন্যতা স্বীকার করিয়াছেন। সেই প্রকৃতি চেতন-প্রেরিতা না হইলে কিছুই করিতে পারে না। অতএব 'ভবতি' শব্দ সূত্রে দৃষ্ট হয়। 'সঞ্জাববৎ' এই উদাহরণে নিশ্চয়ভাবে দৃঢ়ীভূত হইল।

সাংখ্যের একটী মত এস্থলে বিচার্য। সাংখ্যেরা বলেন প্রকৃতিই কর্ত্রী, পুরুষ নির্লেপ যথা,— 'প্রকৃতিঃ কর্ত্রী পুরুষস্তু পুষ্করপলাশবন্নির্লেপঃ।

যদিও সামান্য সাংখ্যেরা বাস্তবিক প্রকৃতিতে কর্ত্রী বলেন তথাপি কপিলদেবের মত তাহা নহে, যথা ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে কপিলবাক্যং ঃ—

প্রকৃতের্গুণসাম্যস্য নির্বিশেষস্য মানবি। চেষ্টা যতঃ স-ভগবান্ কাল ইত্যুপলক্ষিতঃ ॥

(হে মনুপুত্রি দেবহূতে, আবার মতান্তরে, যাঁহা হইতে সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ নির্বিশেষ-প্রকৃতির ক্ষোভ-চেষ্টা উদিত হয়, সেই পুরুষাবতারই (স্বীয় অংশে কলন ক্রিয়া হইতে) 'কাল' নামে উপলক্ষিত)।

সাংখ্যেরা যে কেবল স্বকপোল-কল্পিত ব্যাখ্যা করিয়া থাকে—এমতও নহে, অনেক পুরাণ ও তন্ত্রেও প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব ব্যাখ্যা আছে যথা মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডি মাহাত্ম্যে প্রকৃতিং প্রতি ব্রহ্মবাক্য,—

ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎস্বৃজ্যতে জগৎ। ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তেচ সর্ব্বদা॥

এই প্রকার অনেক বাক্য আছে যদ্দ্বারা অদূরদর্শীগণ প্রকৃতিকে কর্ত্রী বলিযা নির্দিষ্ট করেন। প্রকৃতির মহিষাসুর-মর্দন, চণ্ডমুণ্ডবিনাশ ও শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ ইত্যাদি যে কর্ত্তৃত্ব-সূচক বাক্য আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ পণ্ডিতেরা এইরূপ করেন যে,—যে জড়পদার্থ দ্বারা যে কার্য সাধিত হয়, সেই জড়কে স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গে ব্যাখ্যা করত কর্ত্তৃতারোপ করা যায়। গঙ্গাজলকে পবিত্রকারিণী, কলিকাতাকে উল্লাসিনী, কলিকে ধর্ম্মোচ্ছেদক, বিষকে প্রাণঘাতক, বিদ্যাকে অর্থদায়িনী বলাতে যেরূপ তাহাদের কর্ত্তৃত্ব রূপক-বোধক মাত্র হয়, তদ্রূপ প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বও জানিতে হইবে।

যদি কেহ কহেন যে প্রকৃতিকেই আমরা চৈতন্যরূপিনী বলি ; তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, চৈতন্যরূপ ঈশ্বরকে 'প্রকৃতি' নাম প্রদানপূর্ব্বক জড়ত্বকে 'পুরুষ' বলিলে অবশ্যই পূর্ব্বোক্ত সাংখ্য-সিদ্ধান্তদোষ হয় না কিন্তু পুনরায় নাম-নির্ণয়-বিজ্ঞানের সম্বন্ধে দোষ হইতে পারে। এই নাম-সকল অনাদি-সিদ্ধ নহে। এই জগতে মানবগণ নিজ নিজ ভাববাচক নাম বস্তুতে অর্পণ করে। নাম নিরূপণের সময় একটী উপমাবৃত্তির কার্য দৃষ্ট হয়। 'পর্ব্বত-শৃঙ্গ'—নাম যখন পর্ব্বতের উন্নত অগ্রভাগকে দেওয়া যায়, তখন গরুর শৃঙ্গের সহিত কিছু তুলনা হয়। এই প্রকার আদি ব্যবহৃত দ্রব্যের উপমার দ্বারা নূতনাবিষ্কৃত পদার্থের নামকরণ হইয়া থাকে। চেতনাচেতন দুইটী পদার্থের যখন তত্ত্বনির্ণয় হয়, তখন চেতনকে পুরুষ ও অচেতনকে প্রকৃতি বলি। সংসারে যেরূপ সৃষ্টি বিষয়ে স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ চেতনাচেতনের সংযোগ সৃষ্টি ক্রিয়াতে উপলব্ধি হওয়ায় স্বাধীন-কর্তা চৈতন্যকে 'পুরুষ' ও অস্বতন্ত্র কর্ত্রী ভবিতব্য শক্তি 'স্ত্রী' বলিয়া নামকরণ হইয়া থাকে। অতএব সমস্ত পুরাতন গ্রন্থে অর্থাৎ বেদ, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতিতে চৈতন্যকে পুংলিঙ্গের ব্যবহার করা হইয়াছে। কেবল কতকগুলি তার্কিকেরা ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাঘাত করণাভিপ্রায়ে প্রকৃতিকে চৈতন্য-রূপিণী বলিয়া তত্ত্বগ্রন্থের বিবাদ ও গোলযোগ বৃদ্ধি করেন। ফলতঃ তাহারাও জড়পদার্থকে চেতনের অধীন বলিয়া স্বীকার করিবেন যেহেতু জড়তাই ঔদাসীন্য এবং পুষ্কর-পলাশবন্নির্লেপ এবং ক্রিয়াই চিদ্ধর্ম্ম অতএব পুরুষ-প্রকৃতির নাম পরিবর্তনে কিছু লাভ নাই।

মায়াশক্তির সহিত বদ্ধজীবের কি সম্বন্ধ, তাহা নিরূপণার্থে এইরূপ সূত্রিত হইল,—

মায়াশক্তেশ্চেতনানাং বন্ধরূপত্বং দর্শয়তি।

সা পরেঽননুরক্তানাং কারাবদ্দেহাদিবন্ধনরূপা ॥ ২৩ ॥

সা প্রকৃতি, পরে পরমেশ্বরে অননুরক্তানাং অনুরাগশূন্যানাং স্বতন্ত্র স্বভাবাৎ তৎকৃতাজ্ঞা লঙ্ঘন-পরানাং দেহাদি বন্ধনরূপা ভবতি। যে চ মন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেঽনুসংযান্তি যথাকর্ম যথা শ্রুতমিতি শ্রুতেঃ।

(অণুচেতনরূপ জীবসমূহের বন্ধিকারূপে মায়া দর্শিত হয়। নিত্যপ্রভু-পরমেশ্বরে অনুরাগবিহীন জীবগণই মায়াবন্ধনের অন্তর্গত হন। ভগবদ্দত্ত অণুস্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারের দ্বারা বহির্মুখ জীবগণ ভগবানের আদেশ যখন লঙ্ঘন করেন, তখন জড়দেহাদিরূপ বন্ধন দ্বারা এই মায়াশক্তি সেই অপরাধী জীবগণকে বন্দিত করিয়া দণ্ডদান করে। দেহ, গেহ, কলত্রাদিতে অহং-মম বুদ্ধিদ্বারা বহির্মুখ জীবগণ মায়িক বন্ধনে দুঃখপ্রাপ্ত হন। শ্রুতি বলেন—বদ্ধজীবগণ প্রাপঞ্চিক কর্মদোষ এবং অবিদ্যা বা অজ্ঞান-দোষ দ্বারা দেহ ইত্যাদিকে শাশ্বত বুদ্ধি করিয়া বিনষ্ট হয়)।

সেই জড়ই বদ্ধজীবের দেহস্বরূপ। জীব চিদানন্দপদার্থ অতএব তাহার প্রাকৃত দেহের অপক্ষা নাই কিন্তু পরানুরক্তিরূপ স্বধর্ম হইতে চ্যুত হইয়া বহির্মুখ জীবগণ জড়দেহে যন্ত্রিত আছেন। এই দেহই জীবের কারাগার। আত্মা কখনই সংকীর্ণ পদার্থ নহেন কিন্তু জড়দেহের সম্বন্ধে প্রকৃতির স্বভাব যে জড়তা ও দুঃখ তাহা ভোগ করিতেছেন।

তথা কঠোপনিষদি,—পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।

(একাদশদ্বার-যুক্ত নরদেহ অজন্মা জ্ঞান-স্বরূপ আত্মার আবরণরূপ বাসস্থান)।

গীতায়াং—সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ। নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥

(অর্থাৎ সেই জড়োৎপাদিনী প্রকৃতি হইতে সত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণ নিঃসৃত হয়। তটস্থা-প্রকৃতি হইতে যে সকল জীব জড়া প্রকৃতির গর্ভে জাত হয়, সেই অব্যয় চিৎস্বরূপ জীবগণকে দেহিরূপে প্রাপ্ত হইয়া উক্ত তিনটী গুণ বন্ধন করে)।

বদ্ধজীবের যে দেহ ও সত্ত্বা, তাহার কোন অংশ জীব এবং কোন অংশটী জীবের কারাগার ইহা বিবেচনা করা কর্তব্য। দেহাত্মাভিমানরূপ ব্যাধির দ্বারা জীবের অনেক ক্লেশ হয়। কখন কখন কেবল এই ব্যাধিক্রমে পরতত্ত্বকে বিস্মৃত হইয়া বারম্বার বদ্ধ যন্ত্রণা হয়। জন্মবশতঃ ভেদাভেদ ও উচ্চ-নীচতা-জ্ঞান যে সকল ব্যক্তিদের মনে সর্ব্বদা জাগরিত থাকে, তাহাদের পারমার্থিক মঙ্গল অত্যন্ত দুর্ঘট, অতএব গীতায়াংশ্রূয়তে,—

বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবিহস্তিনি। শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

(অপ্রাকৃত গুণ-লব্ধ জ্ঞানিসকল প্রাকৃত-গুণদ্বারা উত্তম, মধ্যম ও অধম-রূপ যে বৈষম্য, তাহা পরিত্যাগ-পূর্বক বিদ্যা-বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডাল—সকলের প্রতি সমদর্শন প্রযুক্ত 'পণ্ডিত'—সংজ্ঞা লাভ করেন)।

পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ বাস্তবিক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মূল তাৎপর্য অবগত হইতে না পারিয়া জ্ঞান ও ভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষেও ঐ সকল শাসন অযুক্তরূপে নিয়োগ করিয়া পারমার্থিক-হানি প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ পণ্ডিতলোকেরা বর্ণাশ্রমের শাসন প্রতিপালন করিয়াও সমদর্শী হইয়া জ্ঞান ও ভক্তির পক্ষে ঐ শাসনের দৃঢ়তার শিথিলতা করেন। অধিকার ও অনধিকার বিচার না করিলে কখনই বিধির মর্ম্মজ্ঞ হওয়া যায় না। মানবদেহ কেবল কারাগার মাত্র, ইহার সহিত আত্মার অনিত্য সম্বন্ধ। অতএব ইহাতে যেকালপর্যন্ত অবস্থিতি করা যায়, ততদিনই মানব তৃণ-অপেক্ষাও আপনাকে নীচ জ্ঞান করিবেন। এই দেহ যখন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় তখন যে পদার্থ অবশেষ থাকে, তাহা—

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ। দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে ॥ এতদ্বৈতৎ ॥
(চতুর্দ্দশ সূত্রের ব্যাখ্যায় ইহার অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

অতএব যাহা দেহের সহিত পতিত হয় তাহাই জড়প্রকৃতি ও তাহাই জীবাত্মার সংশোধনার্থে কারারূপ হইয়াছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটী পদার্থ দেহকে নির্মাণ করে,— এরূপ প্রাচীন বাক্য আছে। পদার্থ-তত্ত্ববিদ্যার দ্বারা এই পাঁচটীকে যদি সংক্ষেপ করতঃ চারিটী করা যায়; তথাপি আত্মা ও জড়দেহ বিশেষরূপে ভিন্ন থাকিবে। এই জড়তত্ত্বকে ভিন্ন করিয়া আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এই জড় শব্দে কোন্ কোন্ পদার্থ বাচ্য হয় এবং জড়ের কি কি গুণ, ইহা উত্তমরূপে অনুসন্ধান না করিয়া কেহ চৈতন্য-পদার্থের স্পষ্টোপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না। এজন্য জড়তত্ত্বগ্রন্থ-সকলকেও আদর করা এবং সেই তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তাদিগকে পুরস্কৃত করা বিধেয়। অতএব ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে কপিলদেবের বাক্য যথা,—

অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বানাং লক্ষণং পৃথক্। যদ্বিদিত্বা বিমুচ্যেত পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ॥

(শ্রীভগবান্ কপিলদেব কহিলেন,—মাতঃ, অতঃপর আমি আপনাকে তত্ত্বসমূহের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বলিব; ইহা বিদিত হইলে জীব প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় গুণ হইতে মুক্তিলাভ করেন)।

জীব জড়দেহে আবদ্ধ হইয়া রোগ, শোক, মোহ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি অনর্থের বশীভূত হইবে। যাহারা ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখকে অধিক জ্ঞান করে, তাহারা অত্যন্ত মূঢ়। তাহাদের বাস্তবিক দুঃখকেই সুখ-ভ্রম হইয়া থাকে। চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মার জড়ে কি সুখ হইতে পারে? জড়দেহের দাস্য করিতে করিতে ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ-স্বরূপ ভগবচ্চরণ হইতে বঞ্চিত হইয়া সামান্য ইন্দ্রিয়ার্থের জন্য জীবসকল পরস্পর বিবাদ করিয়া অধঃস্থ হয়। জগৎকে ভোগের স্থল বলিতে গেলে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত হয় না। অতএব দেহাদিরূপ জগৎ জীবের পক্ষে কেবল কারাগার-স্বরূপ। জীবের আবাসস্থল অন্যত্র অন্বেষণীয়। বদ্ধাবস্থায় আমাদের বিচার দেশকালভাবে আবদ্ধ থাকায় ও প্রাকৃতগুণে জড়ীভূত হওয়ায়, কোন প্রকারে আমাদের স্বধর্ম্মের প্রতিরূপ মনে উদয় হয় না, কেবল আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা তাহার অস্তিত্বের কিঞ্চিন্মাত্র উপলব্ধি হয়। তাহাকে ধাম বা নিত্য অবস্থা কহা যায়। ঐ শুদ্ধ অবস্থা হইতে জীবের পতন হইলে এই জড়জগতে আবদ্ধ থাকিয়া পুনরায়

উন্নত হইবার জন্য সংস্কৃত হইতে থাকে। কোন কোন জ্ঞানী পুরুষ এই ভৌতিক আবরণকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া পঞ্চকোষময় জীবকে ব্যাখ্যা করেন। অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ ও মনোময় কোষ—এই তিনটীকে ভৌতিক আবরণ এবং বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ—এই দুইটীকে সূক্ষ্ম আবরণ বলা হয়। অধিকতর আলোচনার দ্বারা অনুমিত হয় যে, পরমেশ্বরে যাহাদের অনুরাগ খর্ব হয় তাহারাই স্বধাম হইতে চ্যুত হইয়া দেহাদিরূপ কারাগৃহে বদ্ধ হয়। সূত্রে 'আদি'-শব্দ সমস্ত প্রাকৃত আবরণকে বুঝায়।

অনাদিরনন্তা চ পরমেশ্বরশক্তিত্বাৎ ॥ ২৪ ॥

সা প্রকৃতিরনন্তাচ পরমেশ্বরস্য শক্তিবিশেষত্বাৎ। প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপীতি স্মৃতেঃ।

(পরমেশ্বরের শক্তি বলিয়া এই জড়-মায়া শক্তিও আদ্যন্ত রাহিত্য লাভ করিয়াছে। ভগবদ্গীতায়(১৩,২০) শ্রীভগবদুক্তি যথা ;—"ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান দ্বারা কি ফল হইবে, তাহা বলিতেছি। জড়বদ্ধ জীবসত্তায় তিনটী তত্ত্ব লক্ষিত হইবে অর্থাৎ প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমাত্মা। সমস্ত ক্ষেত্রই 'প্রকৃতি' ও জীবই 'পুরুষ' ; পরমাত্মা—আমার তত্ত্বভয়স্থ আবির্ভাব। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে। জড়কালের পূর্ব হইতেই ইহারা অবস্থিত আছেন, জড়ীয় কালের মধ্যে তাহাদের জন্ম হয় নাই। আমারই পরাশক্তি হইতে আমার পরম-অস্তিত্বরূপ চিন্ময়কালে উহাদের উদয় হইয়াছে ; জড়া-প্রকৃতি আমাতে লীন ছিল, কার্যকালে জড়ীয়কালকে আশ্রয় করতঃ প্রকাশিত হইয়াছে। জীব আমার নিত্য শক্তিগত তত্ত্ব, আমার প্রতি বৈমুখ্যবশতঃ জড়া-প্রকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট ; বাস্তবিক জীব শুদ্ধচিত্তত্ত্ব, মদীয় পরাশক্তিক্রমে তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ তটস্থ-ধর্ম্ম নিহিত হওয়ায় তাহা জড়া-প্রকৃতিতেও উপযোগিতা লাভ করিয়াছে। চিদ্বস্তু কিরূপে,জড়ে বদ্ধ হইয়াছে, তাহা তুমি বদ্ধাবস্থার যুক্তি ও জ্ঞানদ্বারা নির্ণয় করিতে পারিবে না, যেহেতু আমার অচিন্ত্যশক্তি তোমার জ্ঞানের অধীন নয়। তোমার এই পর্য্যন্ত জানা আবশ্যক যে, বদ্ধজীবের বিকারসকল ও গুণসকল—জড়া-প্রকৃতি-সম্ভূত, জীবের স্বধর্মগত তত্ত্ব নয়")।

অবিদ্যা পরমেশ্বরের আদ্যাশক্তিসম্ভূতা অতএব কারণগুণে জীবের ন্যায় এই অচিৎ পদার্থকেও অনাদি অনন্ত বলা যায়। কিন্তু পরমেশ্বরের নিত্য-সত্যতার সহিত ইহার সত্যতার তুলনা হইতে পারে না, যেহেতু ইহার সত্যতা পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 'যতো বা ইমানি ভূতানি' প্রভৃতি অনেক শ্রুতিদ্বারা এই বিষয় স্থিরীকৃত হয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে প্রথম শ্লোক ঃ—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট,
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজো বারি মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥

(ভগবন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির অনুপ্রকাশস্থলীয়া তটস্থা জীবশক্তি এবং ছায়াপ্রকাশস্থলীয়া বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। জীবশক্তির অন্বয় বা অনুবৃত্তিক্রমে জৈবজগৎ, মায়াশক্তির অন্বয়ক্রমে জড়জগৎ। জীবের ব্যতিরেক বা ব্যাবৃত্তিবুদ্ধি বা মিথ্যাভিমানরূপ বিবর্তভ্রমে তাহার জগৎ-সম্বন্ধ। সুতরাং অন্বয়-ব্যতিরেক বিচারে যাঁহা হইতে এই চরাচর বিশ্ব সিদ্ধ হয়। পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি তত্ত্বরূপ অর্থসমূহের মধ্যে জ্ঞ-তত্ত্বরূপ জীবের তুলনায় যিনি অভিজ্ঞ অর্থাৎ সেই ভগবান্ সর্বজ্ঞ। তিনি পূর্ণশক্তি-পরিসেবিত স্বীয় স্বরূপ-শক্তি-বলে পূর্ণ ও স্বরাট্ স্বতন্ত্র। যিনি কৃপা করিয়া আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে পণ্ডিতজনেরও দুর্বোধ্য, অতএব মোহজনক বিপুল বেদ বিস্তার করিয়াছিলেন। সর্গ অথবা সৃষ্টি ত্রিবিধ যথা চিৎসর্গ, জীবসর্গ ও জড়সর্গ। চিৎসর্গের কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তের স্থল অগ্নি অর্থাৎ তেজ-পদার্থ। অগ্নি অলক্ষিত থাকে। ঘর্ষণাদি কোন ক্রিয়াদ্বারা প্রাদুর্ভূত হয়। চিদ্ব্যাপার সকলই যথাযথরূপে নিত্য থাকে। ভগবদিচ্ছাক্রমে উদিত হয়। জীবসর্গের কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তস্থল জল, শীতলতাক্রমে প্রস্তরবৎ কঠিন এবং উষ্ণতাক্রমে তরল হয়। ভগবৎ-সূর্যকিরণ স্থলীয় তদংশ-কণস্বরূপ জীব ভগবদ্বহির্মুখতাক্রমে বিবর্তধর্মের আশ্রয়ে মায়াবদ্ধ হয়, ভগবৎসাম্মুখ্যক্রমে তরল হইয়া ভগবৎ প্রেমবিকারে তৎসেবা-সাধনে তৎপর হয়। জড়সর্গের কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তস্থল মৃত্তিকা। ইহার পরিণাম অর্থাৎ বিনিময়ক্রমে ঘট-কুণ্ডলাদি। যাঁহার অচিন্ত্যশক্তিক্রমে পরিণত হইয়া এই ত্রিসর্গ কোন কোন স্থলে বিনশ্বর হইলেও সত্যরূপে উদিত। শক্তির কার্যে অনুগ্রহ করিয়াও যিনি স্বীয় ধাম অর্থাৎ স্বরূপে নিত্য পৃথক্, অপরিণত ও পূর্ণশক্তি ভগবান্ ভক্তজীবের প্রেমাস্পদবিগ্রহ। সেই পরমসত্য স্বরূপ গোলোকব্রজধামপতি শ্রীকৃষ্ণের চিদানন্দময় নাম স্মরণ, কীর্তন, ও রূপ, গুণ, লীলা ধ্যানসাধনাদ্বারা আমরা উপাসনা করি)।

অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা কালকে নিত্যপদার্থে শ্রেণীভুক্ত করেন। অতএব সূত্রিত হইল, তস্যা অনাদ্যনন্তায়া অপি ঔপাধিকিং দেশকালাবস্থাং নিরূপয়তি সূত্রদ্বয়েন,—

কালেনার্থান্তরং বদ্ধানাং প্রকৃতিসম্বন্ধরূপত্বাৎ ॥ ২৫ ॥

কালস্য পৃথক্ পদার্থত্বং কেচিন্মন্যন্তে যথা প্রকৃতেঃ কালরূপত্বে প্রমাণং মার্কণ্ডেয়পুরাণবচনং কলাকাষ্ঠাদি রূপেণ পরিণাম প্রদায়িনি। তন্মতং নিরাকরোতি কালোনাম ন পদার্থ বিশেষঃ, কিন্তু সম্বন্ধমাত্রম্।

(যদিও জড়মায়া অনাদি ও অনন্তা, তথাপি ইহা দেশ ও কালরূপ উপাধিদ্বয় দ্বারা যুক্ত দেখা যায়। তার মধ্যে কাল সম্বন্ধে সূত্রিত হইল যে কাল নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। তাহা কেবল বদ্ধজীবগণের প্রকৃতি সাম্বন্ধিক ভাবমাত্র। প্রকৃতিকে কালরূপিণী বলিয়া কালের স্বতন্ত্রসত্তা স্থাপনার্থ কেহ কেহ চেষ্টা করেন, তাহা এই সূত্রে খণ্ডিত হইল)।

বিজ্ঞানশাস্ত্রের তাৎপর্য এই যে অনেক বিষয়কে কোন সাধারণ লক্ষণ দ্বারা সংক্ষেপ করতঃ কোন এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া তত্ত্বসংখ্যার লাঘব করা যায়। অনর্থক পদার্থের সংখ্যা বৃদ্ধি করা কদাচ যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। অতএব সূত্রকার চেতন ও অচেতন এই দুইটী পদার্থ স্বীকার করিয়া অন্য সমুদায় পদার্থকে ইহাদের অন্তর্ভুক্ত কয়িয়াছেন। শাণ্ডিল্য ঋষিও এই দুই পদার্থ মাত্র স্বীকার করেন,—চেত্যাচিতোর্ন তৃতীয়ম্।

নৈয়ায়িকেরা অনেক নিত্যপদার্থ স্বীকার করেন, তন্মধ্যে কালও তাঁহাদের মতে নিত্য। কিন্তু বিশেষ বিচার করিলে কালকে প্রাকৃত পদার্থ বলা যাইতে পারে যেহেতু ইহা অচেতন। অনেক স্থলে কালকে ভগবানের প্রভাব বলিয়া উক্ত করা হইয়াছে যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে কপিলেনোক্তং:— প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতো ভয়ম্

অহঙ্কার বিমূঢ়স্য কর্তুঃ প্রকৃতিমীয়ুষঃ ॥ (ভাঃ ৩,২৬,১৬)

(কেহ কেহ ঈশ্বরের বিক্রমকেই 'কাল' বলিয়া থাকেন। সেই কাল হইতেই প্রকৃতিপ্রাপ্ত দেহাদিতে 'আমি ও আমার' এইরূপ বুদ্ধিদ্বারা ভ্রান্ত জীবের জীবনান্ত, পদ-বিলোপ, দ্রব্যনাশ ইত্যাদি ভয় জন্মিয়া থাকে)।

প্রকৃতি অবলম্বনপূর্বক যে সকল ব্যক্তিরা দেহাত্মাভিমানাসক্ত হন, তাহাদের কালরূপ ভগবৎ-প্রভাব দ্বারা ভয় হয়। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে কাল প্রকৃতির পৌরুষ-সম্বন্ধবিশেষ। তাহা বদ্ধজীবের প্রকৃতি সম্বন্ধ হইতে প্রকাশ পায়। জীবের অভাবে প্রকৃতি নির্জীব, তাহার কোনরূপ চেষ্টা থাকিত না। আরও যথা, জীব না থাকিলে প্রকৃতির সত্ত্বা উপলব্ধি কে করিত ? প্রকৃতি নিত্য থাকিয়াও অর্থবিহীন থাকিত ; অতএব চৈতন্যের সংযোগে প্রকৃতির সত্বোপলব্ধি ভাব,—তাহাই কাল। বদ্ধজীবদিগের পক্ষে কালের আদি-অন্ত নিরূপিত হয় না যেহেতু তাহাদের বিচার কালের অধীন। জীবের নিত্যমুক্ত অবস্থায় কালের সহিত কিছু সম্বন্ধ থাকে কিনা তাহার বিচার আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ 'সমস্ত সত্বাই কালের অধীন' এরূপ চিন্তা করেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বও কালান্তর্গত এরূপ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু এ বিষয়ে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের সিদ্ধান্ত এই যে, পরমেশ্বর কখনই কালের বশীভূত নহেন কেননা, যে ব্যক্তি সমস্ত নিয়মের কর্তা, তিনি কখনই কোন নিয়মের অধীন হইতে পারেন না। যদি কালকেই তাঁহার বিক্রম কহা যায়, তাহা হইলেও কাল তাহার বশীভূত হয়। কিন্তু অস্তিত্বভাব কখনই কালভাব হইতে স্বতন্ত্ররূপে অনুভূত হয় না। তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যাউক অথবা কালের স্বাধীন কোনপ্রকার অস্তিত্বের স্বীকার করা যাউক। শেষ সিদ্ধান্তই আমাদের স্বীকৃত, যেহেতু যুক্তিও তাহারই পোষকতা করে। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব কালের বশীভূত নহে, ইহা স্বীকার করিতে হইল। সামান্য প্রাকৃত পদার্থে অস্তিত্ব ও কাল পরস্পর সহযোগী। কিন্তু পরমেশ্বর অসাধারণ বস্তু, অতএব তিনি সাধারণ নিয়মের অধীন নহেন। জীবের মুক্ত অবস্থায়ও প্রাকৃত কাল স্বীকার করা যায় না। কেবল মাত্র বদ্ধাবস্থায় সংযোগ, বিয়োগ, অস্তিত্ব ও কর্ম্ম কালের অধীন, এরূপ প্রতীত হয়। অতএব বদ্ধ-জীবের প্রকৃতি-সম্বন্ধকেই 'প্রাকৃত কাল' বলা যায়।

কালের বিচারের সহিত দেশেরও বিচারের প্রয়োজন, অতএব সূত্র,—

সৈবাধিষ্ঠানরূপিণী দেশসংজ্ঞিতা ॥ ২৬ ॥

সৈব প্রকৃতিঃ জীবানাং অধিষ্ঠানভূতা আধাররূপিণী দেশ-সংজ্ঞিতা ভবতি। সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ ইতি শ্রুতেঃ। বৃক্ষোঽত্র প্রকৃতিময় আধারঃ।

(দেশ সম্বন্ধীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া সূত্রকার বলিতেছেন, এই প্রকৃতিই বদ্ধজীবগণের অধিষ্ঠানরূপ আশ্রয় বা আধার স্বরূপা হইয়া দেশ-শব্দে সংজ্ঞিতা হয়। মুণ্ডকোপনিষদের (৩, ১, ২) শ্লোকে,—শরীররূপ একই বৃক্ষে অর্থাৎ হৃদয়রূপ গুহায় পরমাত্মা ও জীবাত্মা অবস্থান করেন কিন্তু যতক্ষণ নিজের পরম সুহৃদ স্বরূপ পরমাত্মার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া এই জীবাত্মা সংসারের ভোগে মত্ত হইয়া থাকে, ততক্ষণ নিজের অসমর্থতা দ্বারা মোহগ্রস্ত হইয়া দুঃখকেই বরণ করে। বৃক্ষ শব্দে প্রাকৃত শরীর অথবা প্রাকৃত জগদ্রূপ আধার)।

এই দেশ সম্বন্ধে ষড়দর্শনবেত্তারা অনেক নামভেদজনিত বিবাদ করেন। কেহ আকাশ, কেহ দিক্, কেহ কেবল শূন্য এই প্রকার নাম লইয়া একই পদার্থকে নানারূপ করিয়া ব্যক্ত করেন। বাস্তবিক সকলেরই সাধারণ সংজ্ঞা দেশ। দেশই আধার। ঐ দেশের একটী মাত্র গুণ আছে অর্থাৎ বিস্তৃতি যদ্দারা পদার্থের ধারণ হয়। অনেকে পৃথিবীকে আধার বলিয়া এই বেদ প্রমাণ দিয়া থাকেন।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥

বেদের বাক্যার্থ লইতে হইলে পৃথিবীই আধার হয়। কিন্তু সারগ্রাহী সাত্বত সম্প্রদায় বেদের মর্মার্থ গ্রহণেই তৎপর হন। তাহাদের বিচার-প্রণালী এই। পূর্বমন্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

দিব্যোহ্যমূর্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ। অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।

সেই পরপদার্থ প্রকৃতি হইতে স্বাধীন তত্ব। কিন্তু বদ্ধজীবের সম্বন্ধে কতকগুলি সূক্ষ্ম পদার্থ অর্থাৎ প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় দৃষ্ট হয়। তাহাও তাঁহা হইতে অর্থাৎ তাঁহার অনাদি ঐশ্বর্যশক্তি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। পুনরায় অবিদ্যারূপা মায়া অর্থাৎ জড়প্রকৃতিও সৃষ্টি হইয়াছে অর্থাৎ জড়রূপা প্রকৃতির অবয়ব খং-বায়ু প্রভৃতি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া স্থূল আধাররূপা পৃথিবীও হইয়াছে। কিন্তু জড়-প্রকৃতির প্রথম প্রকাশই আকাশ অর্থাৎ সমুদায় প্রাকৃত পদার্থের আধার। যুক্তিদ্বারা বিচার করিলে ইহাই প্রতীত হয়। পৃথিবী স্বয়ং কিয়দংশ আকাশকে ব্যাপিয়া অবস্থান করে অতএব আকাশই পৃথিবীর আধার। আকাশ কেবল দেশ মাত্র। দেশকে কেবল দিক্ কহা যায় না, যেহেতু বিচারকের চতুষ্পার্শ্বস্থ আকাশই দিক্ হয় কিন্তু বিচারক স্বয়ং যে স্থলে অবস্থিতি করেন তাহা পরিত্যক্ত হয়। অতএব দেশ শব্দ প্রয়োগ করিলে অন্যান্য শব্দ প্রয়োগের যে দোষ, তাহা হইবে না। প্রকৃতিই যে আধার, তাহার স্মৃতি-প্রমাণ মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেবস্তুতিতে দৃষ্ট হয় যথা,—আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা ইত্যাদি।

তয়া বদ্ধানাং চেতনামপি ভ্রমবাহুল্যং দর্শয়তি।

জড়ে বদ্ধস্যানন্দ ভ্রমো বৈকুণ্ঠভ্রমশ্চাসঙ্গাৎ॥ ২৭॥

বদ্ধজীবানাং জড়পদার্থে দেহাদৌ স্বর্গে চ আনন্দ সুখমিতি বুদ্ধির্ভ্রম এব আসঙ্গাৎ আসক্তির্হেতো ভবতি। জড়ে প্রাকৃত-বস্তুবিষয়ে ভগবল্লোকে ইতি শ্রীভগবানিতি ভ্রমোঽপি আসঙ্গাৎ ভবতি ; তথাহি রজোধিকা কর্ম্মপরা দুঃখে চ সুখমানিন ইতি শ্রীভগবদুক্তিঃ।

(দেশরূপ ইহজগতের আসক্তিদ্বারা বদ্ধজীবগণের ভ্রমোৎপাদন দেখাইতেছেন,—জড়বস্তুসমূহে মায়াবদ্ধ-জীবগণ আসক্ত হইয়া ইহাতে নিত্যবুদ্ধি এবং আনন্দ প্রাপ্তির ভ্রান্তিদ্বারা দিনযাপন করেন। দেহ, গেহ, প্রপঞ্চ, স্বর্গ ইত্যাদি দুঃখপ্রদ পদার্থে সুখের ধারণা কেবল বুদ্ধি-বিভ্রমেরই পরিচায়ক, অত্যধিক আসক্তির ফলে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ৩, ১০, ২৬ শ্লোকে,—মনুষ্যগণে রজোগুণই অধিক, এইজন্য ইহারা কর্মতৎপর এবং দুঃখকর বিষয়কেও সুখকর মনে করিয়া থাকে)।

বদ্ধাবস্থায় জড়পদার্থে জীবের দুই প্রকার ভ্রমের উদয় হয়, অর্থাৎ আনন্দভ্রম ও বৈকুণ্ঠভ্রম। ইন্দ্রিয়সুখকে আনন্দ বলিয়া যে ভ্রম তাহাকেই আনন্দভ্রম কহা যায়। এই আনন্দভ্রমও দ্বিবিধ অর্থাৎ দৃষ্টানন্দভ্রম ও শ্রুতানন্দভ্রম। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সকলের বিষয়ভোগকে দৃষ্টানন্দভ্রম বলা যাইতে পারে এবং ইহজন্মে অনেক সুকর্ম্মকরণ দ্বারা পরলোকে দেবদেহপ্রাপ্তি দ্বারা অপ্সরসাদি ভোগাশাকে শ্রুতানন্দ কহা যায়। যথা কঠোপনিষদি,—

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বাশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥

(নচিকেতা মৃত্যুদেবতার নিকট বলিলেন,—স্বর্গলোক যে বড়ই সুখকর ইহা আমি অবগত আছি। সেখানে কোনপ্রকারের ভয় নাই, কেহই সেখানে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় না, ইহজগতে আপনার (মৃত্যুর) দ্বারা যেমন জীবগণের প্রাণান্ত হয়, সেইরূপ স্বর্গলোকে কাহারও মৃত্যু হয় না, এই লোকে ক্ষুধাপিপাসায় জীবিগণ কাতর হয় কিন্তু স্বর্গে তদ্রূপ নয়, স্বর্গবাসিগণ শোককে অতিক্রম করত আনন্দ উপভোগ করেন)।

এই প্রকার কর্ম্মপরা যে সকল শ্রুতি আছে, তাহারা মনুষ্যকে কর্মফলরূপ স্বর্গভোগাদি আশা দেয় এবং কখন কখন ঐ সকল কর্মদ্বারা ইহজন্মেই ইন্দ্রিয়-সুখ বৃদ্ধি করিবার প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু এ সমুদায়ই প্রলোভন মাত্র। এই সকল সুখে কিছুমাত্র আনন্দ নাই, তবে যে জীবের তাহাতে সুখ বোধ হয় তাহা নিতান্ত ভ্রম। স্ত্রীসম্ভোগ, আহার, গাত্রমার্জন, অনুলেপন, সুগন্ধিসেবন প্রভৃতি যত প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ আছে, তাহা অত্যন্ত অনিত্য। ভোগ হইবা মাত্রই দুঃখের উদয় হয়। মদ্যপাই ও বেশ্যাগামী পুরুষদিগের চরিত্রই ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। স্বর্গের নন্দনকানন, মেনকা-নৃত্য, উর্ব্বশী-ভোগ ও অমৃতপানেই বা কি নিত্য সুখ আছে? সে সমুদায়ই ইন্দ্রিয় সুখের কাল্পনিক উৎকৃষ্টতা মাত্র অতএব কঠোপনিষদে নচিকেতা কহিলেন,—

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥

(হে সকলের অন্তপ্রদানকারী যমরাজ! আপনি যে সমস্ত ভোগ্যবস্তুসমূহের মহিমা গান করিলেন, সে সমস্তই ত ক্ষণভঙ্গুর। এই সকল অনিত্য বস্তুর সঙ্গদ্বারা বদ্ধজীব যে সুখ ভোগ করে, বাস্তবিক সে সুখ কেবল দুঃখ মাত্র। ভোগের এই পদার্থসকল কোন যথার্থ লাভ ত দেয় না, পরন্তু তাহা মানুষের ইন্দ্রিয়বল, ধর্ম্ম ইত্যাদি-সকল হরণ করিয়া লয়। আপনি আমাকে যত দীর্ঘায়ুই প্রদান করুন না কেন, অনন্তকালের তুলনায় তাহা

নগণ্য। ব্রহ্মাদি লোকপালগণের আয়ু পর্যন্ত এক না একদিন সমাপ্ত হয়। অতএব আপনার এই ভোগের দ্রব্যসকল আমি চাই না। আপনার উল্লিখিত রথ, হাতী, ঘোড়া, রমণীগণ এবং তাহাদের নৃত্যগীতাদিসকল আপনার নিকটই থাকুক)।

পুনশ্চ মুণ্ডকোপনিষদি,—
পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান, ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥
ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥

(নিজের কল্যাণকামী পুরুষের কর্তব্য এই যে, সকাম কর্ম্মের ফলস্বরূপ ইহলোকের ও পরলোকের সমস্ত সংসারসুখ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বিবেক দ্বারা সেই সকলের অনিত্যতা এবং দুঃখরূপতা অবগত হইয়া ভোগবাসনা হইতে সর্বতোভাবে বিরক্ত হইয়া কেবল পরমার্থের জন্য যত্ন করিতে হইবে। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ জিজ্ঞাসুপুরুষকে সমিধ্ হস্তে লইয়া ভগবত্তত্ত্বদর্শী ও পরমাত্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর নিকট শ্রদ্ধা এবং বিনয়ভাব দ্বারা তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইবে)।

(বিষয়ভোগে আসক্ত-চিত্ত মূঢ় মানবগণ সুখপ্রাপ্তির আশায় ইষ্টাপূর্তরূপ সকাম কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গলোকাদি প্রাপ্ত হয় এবং পুণ্যভোগের অবসানে অবিলম্বে পুনরায় এই মর্ত্যলোকে কিংবা শূকর-কুকুর-কীট-পতঙ্গাদি নিকৃষ্ট যোনীতে জন্মগ্রহণ করে অথবা রৌরব ইত্যাদি ঘোর-নরক প্রাপ্ত হয়। উৎকৃষ্ট গতিপ্রাপক ভগবদ্ভজন, ধ্যান, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, সাধুসঙ্গ ইত্যাদি কল্যাণকর সাধন সম্বন্ধে সেই মূঢ় মনুষ্যগণ সর্বথা অজ্ঞ হইয়া থাকে)।

জীবের ভক্তিসুখই স্বাভাবিক আনন্দ, তবে প্রকৃতি সঙ্গদ্বারা যে সুখ উপলব্ধ হয়, তাহা অস্বাভাবিক ও ভ্রমজনিত ক্লেশ মাত্র। সঙ্গদোষ হইতে এই অনর্থ উদয় হইয়াছে। জীবাত্মা চিদানন্দ-স্বরূপ অতএব ইহার যে প্রকৃতিসঙ্গ অর্থাৎ জড়সঙ্গ এবং তাহা হইতেই ইহার স্বস্বরূপ বিস্মরণ ও দ্বিতীয় বস্তুরূপ প্রকৃতি হইতে সুখান্বেষণ প্রবৃত্তি উদিত হইয়াছে। এই প্রবৃত্তি দ্বারা জীবের ক্রমশঃ পতন হয়, তথাহি গীতায়াং দ্বিতীয়াধ্যায়ে,—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে। সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য এই শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—'সর্বানর্থস্য মূলমুক্তং বিষয়াভিধ্যানম্।'

প্রাকৃত সঙ্গদোষে প্রাকৃত বিষয়াভিধ্যানের দ্বারা জীবের স্বস্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, পরস্বরূপ ও বৈকুণ্ঠস্বরূপ এ সমুদায় বিস্মরণ হওয়ায় ইন্দ্রিয়সুখ ও স্বর্গসুখকে আনন্দ বলিয়া ভ্রম হইতেছে এবং শ্রীভগবান ও ভগবদ্ধাম সম্বন্ধেও ভ্রম ঘটিয়া থাকে। প্রাকৃত কোন স্থানকে বৈকুণ্ঠ বোধ হয় এবং প্রাকৃত শরীরকে ভগবদ্দেহ বলিয়া ভ্রম হয়। যথা গীতায়াং ভগবদুক্তিঃ,—
জন্ম কর্মচ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥

(অচিন্ত্য চিচ্ছক্তি দ্বারা যে দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম আমি অঙ্গীকার করি, তাহা তত্ত্ববিচার দ্বারা যিনি অবগত হন, তিনি দেহত্যাগপূর্বক পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। হে অর্জুন, আমার অন্তরঙ্গা-শক্তির অনুগ্রহে তাহারা আমার নিত্যসেবা প্রাপ্ত হন। যাহারা তত্ত্বজ্ঞান অভাবে আমার জন্ম, কর্ম ও বিগ্রহকে অনিত্য ও প্রাপঞ্চিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, তাহারা অবিদ্যাবশতঃ সংসার লাভ করে। সাধুকৃপাব্যতীত তাহাদের বিমল ভক্তি উদিত হয় না)।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে প্রভুর বাক্য যথা, —

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর। বিষ্ণু-নিন্দা আর নাহি ইহার উপর ॥

সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের অধমূল ভ্রমক্রমে নিত্যবোধ অর্থাৎ মৃত্তিকা ও জলময় অথবা তত্তদ্ভাবাপন্ন কোন কাল্পনিক ধামকে বৈকুণ্ঠ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বিবেকদ্বারা তাহা তিরোহিত হয়। যথা গীতায়াং ১৫ অধ্যায়ে.—

অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥
ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ
যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥

(জীবের সংসাররূপ দৃঢ়মূল কিন্তু বিনশ্বর অশ্বত্থবৃক্ষকে অসঙ্গ শস্ত্রদ্বারা (অথবা সাধুসঙ্গ দ্বারা) ছেদন করিয়া সত্যবস্তুর অন্বেষণ করা কর্তব্য। সেই সত্যতত্ত্বে অবস্থিত হইলে তাহা হইতে জীব আর নিবৃত্ত হয় না। সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি আমার সেই অব্যয় ধামকে প্রকাশ করিতে পারে না। আমার সেই ধাম লাভ করিলে জীব আর আনন্দ লাভে নিবৃত্ত হয় না)।

এই প্রাকৃত ভ্রম অতিশয় অনিষ্টকর অতএব সূত্রকার এই বিষম রোগের ঔষধি নিরূপণ করিতেছেন।

ইদানিমুক্ত ভ্রমনিবৃত্তিসাধনং দর্শয়তি,—

বিবেকেন ততো বিমুক্তিঃ ॥ ২৮ ॥

ততঃ পূর্ব্বোক্তাদুভয়বিধ ভ্রমাজ্জীবানাং বিমুক্তির্বিবেকাৎ জীবাত্মপরমাত্মনোস্তত্ত্ব বিচারাৎ ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীর-মনুসঞ্জ্বেত ; ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

(উক্ত দুই প্রকারের ভ্রম হইতে উদ্ধারের উপায়রূপে বলিতেছেন,—বিবেকের উদয়ে এই ভ্রম হইতে জীব নিস্তার লাভ করে। বিবেক-বিচার অর্থাৎ আত্ম, অনাত্ম, জীবাত্ম, পরমাত্ম, সাধ্য, সাধন ইত্যাদি তত্ত্বের সম্যক্ বিচার দ্বারা ভ্রমবিমুক্তি ঘটে। এই সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন,—কেহ যদি আত্মতত্ত্বকে অবগত হইয়া ভগবদ্দাসরূপ শুদ্ধ জীবাত্মাই আমি এরূপ অনুভব যখন প্রাপ্ত হন, তবে তিনি কোন্ বস্তুর কামনায় এবং কাহার প্রয়োজনে শরীরের দুঃখে দুঃখী হইবেন ? মুণ্ডকোপনিষদ্ বলেন—সর্বকারণ-স্বরূপ পরাৎপর পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে

তত্ত্বতঃ জানার ফলে জীবের হৃদয়ের অবিদ্যাগ্রন্থি মুক্ত হয়, সমস্ত সংশয় তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয়, সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মসমূহ বিনষ্ট হয় এবং সেই জীব পরমানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়। ভগবানের কৃপারূপ আলোক হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অন্ধকার-বিনাশ, বস্তুতত্ত্বজ্ঞান এবং সেবাপ্রাপ্তি ঘটায়)।

পূর্ব্বোক্ত দুই ভ্রম অর্থাৎ আনন্দভ্রম ও বৈকুণ্ঠভ্রম কেবল বিবেকের দ্বারা তিরোহিত হয়। পূর্ব সূত্রের ভাষ্যে দর্শিত হইয়াছে যে এই দুই ভ্রম দ্রব্যময় যজ্ঞস্বরূপ, যাহা নচিকেতা অগ্রাহ্য করিলেন। এক্ষণে ভগবদ্গীতার বাক্যের দ্বারা বিবেকপ্রণালী কথিত হইতেছে,—

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাদ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ (গীতা ৪, ৩৩)

(যদিও এইসকল কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞদ্বারা ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ, পরে শান্তিলাভ এবং অবশেষে মন্তক্তিলাভরূপ জীবের মঙ্গল উদিত হয়, তথাপি এই যজ্ঞসমুদায় সম্বন্ধে একটি নিগূঢ় বিচার আছে, তাহাই জ্ঞাতব্য। নিষ্ঠাভেদে উক্ত সমুদায় যজ্ঞই কোন সময় কেবল দ্রব্যময় যজ্ঞ হয়। দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানময় যজ্ঞ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। হে পার্থ, সমস্ত কর্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে। যজ্ঞসকল অনুষ্ঠিত হইতে হইতে যখন চিদালোচনা রহিত হয়, তখনই এই ব্যাপার-সমুদায় কেবল দ্রব্যময় হয়। যখন চিদালোচনা ক্রম চলিতে থাকে, তখন বস্তুতঃ দ্রব্যময় হইয়াও চিন্ময় বা জ্ঞানময় হইয়া পড়ে)।

সেই জ্ঞানের অধিকারী নিরূপণ করিতেছেন, (গীতা ৪, ৩৯)

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥

(সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হইয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন। যাহায় নিষ্কাম-কর্মযোগে শ্রদ্ধা হয় নাই, সে ব্যক্তি তাহার অধিকারী নয়। শ্রদ্ধা সহকারে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠানপূর্বক সে সাধক অতি শীঘ্রই পরাশান্তি লাভ করে)।

যে কোন ঘটনায় হউক, যদি কোন ব্যক্তির ভ্রম-নিরসনের স্পৃহা জন্মে, তাহার উপায় অন্বেষণে যে প্রবৃত্তি উৎপত্তি হয়, তাহাকে শ্রদ্ধা বলা যায়। এই শ্রদ্ধাকে বিশ্বাসও বলা যায়। কেহ কেহ স্বাভাবিক গতিক্রমে যখন অনর্থে অরুচিবোধ করেন, তখন তাঁহার এই শ্রদ্ধা হয়; যথা গীতায়াং—

অনেক চিত্ত বিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ। প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ॥ (১৬, ১৬)
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মন। কামক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎত্রয়ংত্যজেৎ॥ (১৬, ২১)
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জুন। আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ (৭, ১৬)

(অনেক বিষয়ে বিভ্রান্তচিত্ত ও মোহজাল দ্বারা আবৃত হইয়া কামভোগে প্রসক্তচিত্ত বিষয়ী পুরুষগণ বৈতরণী আদি অশুচি নরকে পতিত হয়। আত্মবিনাশী নরক-দ্বার তিন প্রকার—অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভ। অতএব উত্তম পুরুষ ঐ তিনটী পরিত্যাগ করিবেন। বৈধ জীবনাবস্থিত সুকৃত-ব্যক্তিদিগেয় মধ্যে চারিপ্রকারের লোকে আমাকে ভজন করিতে যোগ্য। ইঁহারা আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী যথা গজেন্দ্র, পরীক্ষিৎ, ধ্রুব ও চতুঃসন। ইঁহাদের মধ্যে আর্তভক্তরাই বহু সংখ্যক)।

তথাচ ভাগবত প্রথম স্কন্ধে কুন্তীবাক্যং—

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্রতত্র জগৎপতে। ভবতো দর্শনং যৎস্যাদপুনর্ভব দর্শনম্ ॥

(হে জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ, প্রতিপদে আমাদের এমন বিপদ উপস্থিত হউক, যদ্দ্বারা প্রেমপ্রাপক ও মুক্তিদায়ক আপনার মঙ্গলময় দর্শন আমরা পদে পদে লাভ করি)।

কাহারো কাহারো সাধুসঙ্গে অর্থাৎ সাধুর কৃপার দ্বারা এই শ্রদ্ধার উদয় হয়, যথা নারদ পঞ্চরাত্রে দ্বিতীয় রাত্রে দ্বিতীয় অধ্যায়ে,—

শ্রীকৃষ্ণভক্তসঙ্গেন ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী। অনিমিত্তাচ সুখদা হরিদাস্যপ্রদা শুভা ॥

যথা বৃক্ষলতানাঞ্চ নবীনঃ কোমলাঙ্কুরঃ। বর্ধতে মেঘবর্ষেণ শুষ্কঃ সূর্যকিরণেন চ ॥

তথৈব ভক্তালাপেন ভক্তিবৃক্ষনবাঙ্কুরঃ। বর্ধতে শুষ্কতাং যাতি চাভক্তালাপমাত্রতঃ ॥

শ্রদ্ধার উদয় হইলে জ্ঞানোপদেশ এই প্রকার হয় যথা গীতায়াং—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

(শ্রদ্ধালু সাধক আচার্যের নিকট যাইয়া নিজের অধিকার, কর্মজ্ঞানের ভেদ-বিচার ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবেন, তাহার প্রথা এই,—তুমি তত্ত্বদর্শী গুরুকে প্রণিপাতপূর্বক ও অকৃত্রিম সেবা করতঃ সন্তুষ্ট করিয়া এই তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর ; তিনি তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন)।

উপদেশ দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব ও ভগবদ্ধামতত্ত্ব স্পষ্টরূপে প্রতীত হয় অর্থাৎ জড়ে বৈকুণ্ঠ-বুদ্ধি বিগত হয় যথা গীতায়াং—

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

(মানব-চিন্তাদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত লাভ করা যায়, কিন্তু ভগবজ্‌জ্ঞান বিলক্ষণ এবং মানবচিন্তার অতীত। অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কেহ 'মনুষ্য' হয়, সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ কেহ কল্যাণ-সিদ্ধির জন্য যত্ন করেন, সহস্র সহস্র সিদ্ধদিগের মধ্যে কেহ আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎ স্বরূপকে তত্ত্বতঃ অবগত হন, এই ভগবজ্‌জ্ঞান গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে লভ্য হয়,—তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥)।

তত্ত্বানুশীলন পূর্ব্বক নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা অপ্রাকৃত ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধ হইলে প্রপত্তির উদয় হয় তথাহি গীতায়াং—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥

(জীবসকল অনেক জন্ম সাধন করিতে করিতে জ্ঞান লাভ করে অর্থাৎ চৈতন্যনিষ্ঠ হয়। চৈতন্য বস্তুর যে বিশুদ্ধ বিশেষ ধর্ম, তাহা জানিতে পারিলে তাহাতে অনুরক্ত হইয়া পরম-চৈতন্যরূপ আমাতে প্রপত্তি স্বীকার করে এবং তখন অনুভবলাভ করে যে এই সমস্ত জগতে ভগবান্ বাসুদেবের সম্বন্ধ অবস্থিত, অতএব সমস্তই বাসুদেবময়—এইরূপ যাহাদের ভগবৎপ্রপত্তি তাঁহারাই মহাত্মা ও দুর্ল্লভ। এবম্বিধ ভক্ত,—স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি, সর্বত্র করয়ে তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্তি)।

বিবেকের দ্বারা কি স্থির হয়, তাহা বলিতেছেন,—

ন চ প্রাকৃতবদিন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বং বৈকুণ্ঠস্যাধক্ষজত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

নন্থু বৈকুণ্ঠং তদধিষ্ঠানং দ্রষ্টুং তে মুনয়োগতা ইত্যাদৌ অনেক দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতীনাং বৈকুণ্ঠলোক গমনং শ্রীভগবদ্দর্শনং পুনঃ প্রত্যাগমনাদিকং বর্ণিতমস্তি কথমুচ্যতে অজ্ঞান জন্য এষ এব ইত্যাশঙ্কাং নিরাকর্তুমুনত্রিংশৎ সূত্রমারব্ধবান, শ্রীসূত্রকারঃ ন চেতি। ন চ প্রাকৃত ঘট পটাদি বিষয়বৎ ইন্দ্রিয়গোচরত্বং বৈকুণ্ঠস্য ভগবল্লোকস্য ভগবতো বা ভবতি অধোক্ষজত্বাৎ তস্য অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ ইত্যর্থঃ। তত্রহ ইন্দ্রিয়-গোচরত্বেন বর্ণিতাস্তদ্বৎ বৈকুণ্ঠাদয়স্তু মায়াকল্পিত বৈকুণ্ঠঃ, পরাবৈকুণ্ঠ কল্পিতো যেন. লোকলোক নমস্কৃতং ইতি স্মরণাৎ। অন্যথা পুনঃ প্রত্যাগমন ন স্যাৎ স্যাচ্চেৎ যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম, মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ইতি শ্রীমুখোক্তিরপ্যন্যথা স্যাৎ। যতো বাচো নিবর্তন্তে ইতি শ্রুতিশ্চ।

(অতীন্দ্রিয়-স্বরূপ হেতু বৈকুণ্ঠলোক প্রাকৃত জগতের মত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। ভগবদধিষ্ঠানরূপ বৈকুণ্ঠলোক যখন অতীন্দ্রিয় ধাম, কিন্তু পুরাণাদিতে দেখা যায়, অনেক দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ইত্যাদীরা বৈকুণ্ঠগমন ও ভগবদ্দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন, ইহা কি অজ্ঞগণের উক্তি? এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য বর্তমান সূত্রে বলিতেছেন বৈকুণ্ঠধাম প্রাকতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। ঋষিগণের ইন্দ্রিয়গোচররূপে বর্ণিত বৈকুণ্ঠকে মায়িক বৈকুণ্ঠ বা ব্রহ্মাণ্ডের সংশ্লিষ্ট বৈকুণ্ঠ বলা যায়; কিন্তু পরাবৈকুণ্ঠকে জানিতে হইবে লোকলোক নমস্কৃতঃ অথবা সর্বলোক-শ্রেষ্ঠ। এই পরাবৈকুণ্ঠ হইতে ইহজগতে প্রত্যাবর্তন নাই। যদি প্রত্যাগমন হয়, তবে ভগবানের শ্রীমুখবাণী 'যেখানে যাইয়া কেহ প্রতিনিবৃত্ত হয় না, সেই আমার শ্রেষ্ঠ ধাম' এবং 'আমাকে লাভ করিয়া হে কৌন্তেয়, কাহারও পুনর্জন্ম দৃষ্ট হয় না'—ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্য হয় না। তৈত্তিরীয়োপনিষদেও আছে,—যাঁহাকে না পাইয়া প্রাকৃত বাণী এবং মন প্রতিনিবৃত্ত হয় ইত্যাদি)।

বৈকুণ্ঠ শব্দের অর্থ কুণ্ঠতারহিত অর্থাৎ প্রাকৃত গুণরহিত। আকৃতি, বিস্মৃতি প্রভৃতি প্রকৃতির গুণ দৃষ্ট হইয়াছে। ঐ সমস্ত গুণই কুণ্ঠতাযুক্ত। প্রাকৃত পদার্থে স্থিতি-বিরোধ নামক একটী গুণের আবিষ্কার হইয়াছে। ঐ গুণবশতঃ এক পদার্থকে স্থানান্তর না করিলে অন্য পদার্থ তাহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না। কিন্তু বৈকুণ্ঠ-পদার্থে ঐ গুণটী না থাকায় বিস্মৃতিরূপ প্রতিবন্ধকতা নাই। অতএব তাহার নাম বৈকুণ্ঠ। এই ব্রহ্মাণ্ডে যে বৈকুণ্ঠ বলিয়া একটী স্থানের বর্ণনা অনেক শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় যথায় ঋষিগণ সময়ে সময়ে গমন করেন, তাহাকে যথার্থ বৈকুণ্ঠ বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায় না, যেহেতু তাহাতে অনেক প্রাকৃত গুণের উল্লেখ আছে। কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়-গোচর পদার্থ অপেক্ষা ঐ ধামের সূক্ষ্মত্ব বিবেচিত হওয়ায় তাহাকেও সত্ত্বধাম কহা হইয়াছে যথা, তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ং।

এই পূর্ব্বোক্ত সত্ত্বধামকে মায়িকবৈকুণ্ঠ কহা যায়। তদপেক্ষা একটী বিশেষ নির্ম্মল ধামের বার্তা আছে, ইহা অন্যান্য সমস্ত লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তত্র প্রমাণ এই যে,—

বৈকুণ্ঠঃ কল্পিতো যেন লোকলোক নমস্কৃতঃ।

বৈকুণ্ঠ কল্পনাদির অর্থ ঐ মায়িক বৈকুণ্ঠে উত্তম সংলগ্ন হয় না ; কিন্তু পূর্ব্বাবধি তাহাতে বৈকুণ্ঠ নাম আরোপিত হওয়ায় ঐ সত্ত্বগুণের প্রতিভারূপ অবস্থাকে বৈকুণ্ঠনামে আবদ্ধ রাখিয়া স্বতঃসিদ্ধ-বিশ্বাস নিরূপিত নির্গুণ বৈকুণ্ঠ ধামকে নিত্য-বৈকুণ্ঠ বা গোলোকরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে, যথা নারদপঞ্চরাত্রে সদাশিব বাক্যং--

গোলোকো নিত্য বৈকুণ্ঠো যথাকাশো যথা দিশঃ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মণো বৈকুণ্ঠ দর্শনং বর্ণিতং—

তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরং।
ব্যপেত সংক্লেশ বিমোহ সাধ্বসং স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্॥
প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কাল বিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতাঃ॥

(বস্তুসিদ্ধির পরে ভক্ত আর প্রাকৃত জগতে থাকে না, অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন। ভগবান্ শ্রীহরি সম্পূজিত হইয়া ব্রহ্মাকে ঐশ্বর্যধাম স্বলোক দেখাইলেন। যে লোকের শ্রেষ্ঠ আর লোক নাই। সংক্লেশ, বিমোহ ও ভয় সেখানে নাই। সেই স্থানে ভগবান্ আত্মদৃক্-পুরুষগণ কর্তৃক সর্বদা সংস্তুত। সেখানে রজস্তম এবং তদুভয়মিশ্রিত সত্ব নাই, কালের বিক্রম নাই। কাল তথায় ভূত-ভবিষ্যৎ লক্ষণে ছিন্ন হয় না, সর্বদা বর্তমান লক্ষণে লক্ষিত। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ মাত্র তথায় অবস্থিত। জড়মায়া সেখানে যাইতে পারে না, অন্যের কথা কি? শ্রীহরির অনুব্রত সুরাসুরার্চিত ব্যক্তিগণ সেখানে নিত্য অবস্থিত। সে ধামের নাম নিত্য-বৈকুণ্ঠ। মহাপ্রলয়েও সে ধাম বিরাজমান থাকে)।

অন্তরাত্ম-চক্ষুদ্বারা যখন ব্রহ্মা ঐ বৈকুণ্ঠধাম ও ভগবদ্বপু দর্শন করিলেন, তখন,—

তদ্দর্শনাহ্লাদ পরিপ্লুতান্তরো হৃষ্যত্তনুঃ প্রেমভরাশ্রুলোচনঃ।
ননাম পাদাম্বুজমস্য বিশ্বসৃগ্, যৎপারমহংস্যেন পথাধিগম্যতে॥

(সেই ভগবৎস্বরূপ দর্শনমাত্রেই ব্রহ্মার অন্তঃকরণ আনন্দে পরিপ্লুত ও অঙ্গ পুলকিত হইল। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা প্রেমাশ্রুবিগলিত নয়নে ভগবানের চরণে প্রণত হইলেন। পরমহংস ভক্তগণের পথ অবলম্বন করিলেই সেই ভগবানের পাদপদ্ম লাভ হয়)।

তত্রৈব দশম স্কন্ধে ব্রহ্মমোহাপনোদনে ব্রহ্মস্তোত্রে দ্বিতীয় শ্লোক ঃ—

অস্যাপি দেববপুষো মদনুগ্রহস্য স্বেচ্ছাময়স্য নতু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ॥

(শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে করিতে ব্রহ্মা কহিলেন,—আমার প্রতি কৃপাদ্বারা, ভক্তবাৎসল্যহেতু সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় প্রকটিত ভবদীয় এই শুদ্ধসত্বাত্মক সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের মহিমা আমি জানিতে সমর্থ নহি কিংবা অন্যে কেহ সমর্থ নহে ; সুতরাং স্বয়ংরূপ আত্মসুখানুভবস্বরূপ আপনার মহিমা চিত্তবৃত্তি-নিরোধ করিয়াও যে কেহই জানিতে পারিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য)।

পূর্বোক্ত বিবেকের দ্বারা বেদে উক্ত হইয়াছে যথা, (মুণ্ডকোপনিষদি)—

হিরন্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ॥

(নির্ম্মল, নির্বিকার ও অখণ্ড সেই পরমাত্মা প্রকাশময় পরম ধামে নিত্যকাল বিরাজমান আছেন ; তিনি সর্বথা বিশুদ্ধ, সমস্ত জ্যোতির্ময় পদার্থের প্রকাশক। এই পরতত্ত্বকে আত্মতত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মারাই অবগত আছেন)।

অনেক সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি এই সিদ্ধান্ত অস্বীকার হইয়া ইহাকে ব্রহ্মপর কহিয়া থাকেন, ভগবৎপর বলিয়া স্বীকার করেন না। নিগূঢ়তত্ত্বানুসন্ধান করিলে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অমূলক বোধ হইবে। প্রথমতঃ তত্ত্ব এক বই দুই নয়।

যথা চৈতন্যপ্রভু-ধৃত ভাগবতবচনং—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান একতত্ত্ব হইলেও সাধন সম্বন্ধে কিছু ভেদ দেখা যায়। যথা, ভগবানই উপাস্য তত্ত্ব। কিন্তু ব্রহ্ম তাহার জ্যোতিমাত্র এবং পরমাত্মা তাঁহার অংশ।

নারদ পঞ্চরাত্রে,— জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্।

এ স্থলে জ্যোতিই ব্রহ্ম অতএব 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্,' 'ষষ্ঠযোনি মহদ্‌ব্রহ্ম' ইত্যাদি গীতা বচনের পোষক হইল। এক অর্থে ব্রহ্মাই ভগবানের জ্যোতিমাত্র।

তদ্রূপ 'একাংশেন স্থিতো জগৎ' ইত্যাদি গীতা বচনের দ্বারা পরমাত্মরূপে ভগবানই জগতে ব্যাপিত আছেন এরূপ সিদ্ধ হয়, অতএব পরমাত্মা ভগবানের অংশ হইয়া যায়।

বাস্তবিক অংশ ও জ্যোতি শব্দাদির অর্থ স্পষ্টকরণার্থে বাক্য প্রয়োগ মাত্র। মূলতত্ত্ব এই যে ভগবান্ সকল গুণের অতীত অতএব ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ অতি বৃহত্ত্ব ও পরমাত্মত্ব অর্থাৎ অতি সূক্ষ্মত্ব— এই উভয় গুণের দ্বারাই ভগবান ব্যাখ্যাত হন না। এজন্য শ্রীমন্মাহাপ্রভু ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্বাপেক্ষা ভগবত্তত্ত্বকে সাধনা বিষয়ে পূর্ণত্ব-প্রকাশক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ব্রহ্মশব্দে বা পরমাত্মশব্দে বিদ্বেষ প্রকাশ করিবার অনুমতি দেন নাই। নতুবা তিনি এরূপ কিজন্য কহিবেন,—'সেই অদ্বয়তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন'।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান, এই নামত্রয়র মধ্যে যে নামেই হউক্, বৈকুণ্ঠ তত্ত্বের বিশুদ্ধতাই প্রয়োজন অতএব প্রভু চৈতন্যদেব ব্রহ্মসংহিতার নিম্নলিখিত বচনটীই তদ্বিষয়ে মন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহই জীবের আলম্বন। কিন্তু সেই বিগ্রহে কোন প্রাকৃত গুণ আরোপ করিতে গেলে মায়িক মূর্তি হইয়া যায়। অতএব বেদ কহিলেন,—

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ (ঈশাবাস্য ৮)

(পরমভাগবত ভক্তপুরুষ ভক্তিনেত্রদ্বারা সর্বত্রই ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হন। সেই পরমেশ্বরের স্বরূপ বলিতেছেন,—তিনি কর্ম্মফলজনিত প্রাকৃত সূক্ষ্ম অথবা পাঞ্চভৌতিক অস্থি-শিরা-মাংসাদিময় ষড়্‌বিকারযুক্ত স্থূল-দেহ রহিত, ছিদ্ররহিত, দিব্য সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহধারী ; যিনি সর্বদ্রষ্টা, সকলের জ্ঞাতা, সকলের নিয়ন্তা, সর্বাধিপতি। তিনি কর্মের অধীন নহেন, কিন্তু স্বেচ্ছা সহকারে প্রকটিত হন এবং অনন্তকাল ধরিয়া সমস্ত জীবগণের জন্য তাহাদের কর্মানুরূপ সমস্ত পদার্থ যথাযোগ্য সৃষ্টি এবং বিভাগের ব্যবস্থা করেন)।

শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম ইহার প্রমাণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধাহৃদয়ে দেবস্তুতি,—

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীন্মাধ্যন্দিনো জগুঃ। ত্বং হি তৎপরমং ব্রহ্মাতুভ্যং নিত্যং নমোনমঃ॥ দ্বেবিদ্যে বেদিতব্যঞ্চ শব্দব্রহ্মপরঞ্চ যৎ। তৎ ত্বংহি শব্দপরমং ব্রহ্ম তস্মৈ নতা বয়ং॥ একমেবাদ্বিতীয়ং যদ্বৃহদারণ্যকোঽব্রবীৎ। তদেকং ব্রহ্ম ত্বং দেব তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ একো বৈ পুরুষো যো নিত্যং সদসদাত্মকম্। শ্রুতিদ্বয়স্য বিষয়ং ত্বাং নৌমি পুরুষোঽব্যয়ম্॥

সেই বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব বিচার করিতে হইলে প্রাকৃতপদে কি কি বিষয় বুঝা যায়, তাহা নিরূপণ করা কর্তব্য অতএব সূত্র হইল যে,—

অপ্রাকৃতস্য বৈকুণ্ঠস্য পূর্বোক্তমধোক্ষজত্বং স্থিরীকর্তুমিন্দ্রিয়াদীনাং প্রাকৃতত্বং প্রকটয়তি।

ইন্দ্রিয়াণি তদ্বিষয়াস্তজ্জাতভাবাশ্চ মনসাসহ প্রাকৃতাশ্চিদুপাধিত্বাজ্জন্যত্বাচ্চ ॥ ৩০ ॥

ইন্দ্রিয়াণি জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি কর্মেন্দ্রিয়ানি চ তেষাং বিষয়াঃ রূপ রসাদয়ঃ বিষয়পদমুপলক্ষণং কর্মেন্দ্রিয়-বিহিতগত্যাদিক্রিয়াশ্চ তজ্জাত ভাবাঃ বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধজনিতমানসবিকারাশ্চ মনসাসহ সঙ্কল্প বিকল্পাত্মকং মনোঽপি সর্ব্ব এব এতে পদার্থা প্রাকৃতা প্রকৃতি-সম্বন্ধিন এব চিদুপাধিত্বাৎ যতশ্চিৎ-পদার্থোপাধয় এতে জন্যত্বাচ্চ সৃজ্যকার্যবর্গত্বাৎ। এবমেতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বেপ্রাণাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানীতি তন্মনোঽসৃজত ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ।

(বৈকুণ্ঠধামের অতীন্দ্রিয়ত্ব স্থিরকরণার্থ ইন্দ্রিয়াদির প্রাকৃতত্ব প্রকাশ করিতেছেন,—বদ্ধজীবের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়সমূহ, তাহাদের বিষয়রূপ যে প্রাকৃতরূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ, কর্মেন্দ্রিয়সকলের গতি, গ্রহণ, শব্দোচ্চারণ, বিসর্জন ইত্যাদি ক্রিয়াসকল এবং এ সকল ইন্দ্রিয়-জাত মানস বিকার, সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ভাব এবং একাদশ ইন্দ্রিয়রূপ মন—এ সমস্তই কার্যরূপ সৃজ্যপদার্থ বলিয়া চিদ্রূপ-জীবাত্মার উপাধিস্বরূপ কেবল প্রাকৃত পদার্থ)।

সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তাহাদের দ্বারা যত প্রকার ভাবের উদয় হয় এবং সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন এ সমুদায় প্রাকৃত। ইন্দ্রিয়সকল দেহময় অতএব ভৌতিক। ইন্দ্রিয়সংযোগ দ্বারা যে সমুদায় ভাব বা আভাস অন্তঃস্থ হয়, সে সকলও ভৌতিক পদার্থের প্রতিরূপ মাত্র। পূর্ব্বদৃষ্ট অশ্বযান ও নদী-সকল যদিও প্রতিরূপাকারে ইন্দ্রিয়দ্বারা অন্তঃস্থ হয়, তথাপি তাহারা প্রাকৃতই থাকে। ভৌতিক পদার্থের প্রতিরূপ কখনই অভৌতিক হয় না। স্বর্গাদির ভাব মনে যে উদয় হয় সে সকলও প্রাকৃত। মনও প্রাকৃত পদার্থ। অনেক অদূরদর্শী পুরুষ মনকে অপ্রাকৃত বোধ করে, কিন্তু গাঢ় বিচার করিলে মনকে

প্রাকৃতই বোধ হইবে। আত্মা স্বতঃসিদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ, অতএব সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক নহে। মনের ধর্ম্ম এই যে ইন্দ্রিয়-দত্ত ভাব-নিশ্চয়কে ধারণ করতঃ তাহাতে অনুভাবনা, বিভাবনা ও যুক্তিদ্বারা অনেক কল্পিত বিষয়ের উদয় করান। এ সমুদায় কার্যই জীবের বদ্ধাবস্থার কর্ম্ম। মুক্তাবস্থার জ্ঞান সাধ্য নহে, সিদ্ধরূপে অবস্থান করে। যে বৃত্তি জীবের সহিত সর্ব্বাবস্থায় না থাকে, তাহাকে নিত্যবৃত্তি বলা যায় না। সুতরাং মন উপাধিক বৃত্তি মাত্র। উপাধিকত্ব স্বীকার করিলে আত্মবৃত্তি কহা যায় না, অতএব মন কাজে কাজেই প্রাকৃত হইতেছে। কিন্তু মন সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত অনেক প্রাকৃত পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ। অতএব কঠোপনিষদি,—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পবমব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্নপরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ॥

(জীবের ইন্দ্রিয়-সমূহ হইতে শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়-সমূহ বলবান্, বিষয়-সমূহ হইতেও মন বলশালী, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতেও এ সকলের স্বামী জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ। এই জীবাত্মার অপেক্ষা ভগবানের অব্যক্ত অথবা মায়া শ্রেষ্ঠ, মায়া হইতে শ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর ভগবান্, পরম পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই, কারণ তিনি সকলের পরাৎপর পুরুষ এবং সকলের পরমাশ্রয়)।

সম্বন্ধ প্রকরণম্

অথ চিৎপ্রকরণ-নির্ণীতানাং জীবানাং সচ্চিদানন্দপূর্ণ পরমেশ্বর প্রাপ্ত্যুপায় প্রদর্শনায় স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধদ্যোতকং চতুর্থ প্রকরণমারভতে তত্র ভক্তেঃ সিদ্ধান্ত লক্ষণমাহ।

ভক্তিঃ পূর্ণানুরক্তিঃ পরে॥ ৩১॥

পরে পরমেশ্বরে পূর্ণা অব্যবচ্ছিন্না অখণ্ডিতা অনুরক্তিরেব ভক্তিরিতি ভক্তের্লক্ষণং রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতীতি শ্রুতেঃ।

(চিৎপ্রকরণে নির্ণীত জীবগণের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমেশ্বর-প্রাপ্তির উপায় প্রদর্শনার্থ জীবেশ্বরের স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধরূপ ভক্তি সিদ্ধান্ত এই চতুর্থ-প্রকরণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরমেশ্বরের প্রতি পূর্ণানুরাগকেই ভক্তি বলা যায়। তৈত্তিরীয়োপনিষদে—সেই পুরুষোত্তম ভগবানই পূর্ণানন্দময় রসস্বরূপ। অনাদিকাল হইতে ঘোর সংসার-যাতনাগ্রস্ত জীবসমূহ কেবল এই রসময় ভগবান্‌কে পাইলেই আনন্দযুক্ত হয়।

নত্বা প্রভুপদাম্ভোজং প্রেমানন্দপ্রকম্পিতঃ। সঞ্চিনোমি প্রযত্নেন বিন্দূন্ ভক্তিসুধাম্বুধেঃ॥
নিত্যানন্দমহং নৌমি তথা সীতাপতিং প্রভুম্। হরিদাসং বৈষ্ণবাগ্র্যং পণ্ডিতঞ্চ গদাধরম্॥
শ্রীরূপং তদ্ভ্রাতরঞ্চ বন্দে ভক্তান্ মহাজনান্। যেষাং কৃপাজলোৎসিক্তা শ্রীকৃষ্ণ-করুণালতা॥
নরোত্তমাদীন্ বন্দেহং প্রেমভক্তি প্রবর্তকান্। সার্বভৌমং স্বরূপঞ্চ গোবিন্দাদীন্ প্রভোঃ প্রিয়ান্॥

বাল্মীকিঞ্চ বশিষ্ঠঞ্চ নারদং দেবদর্শনম্। ব্যাসং বৈয়াসকিং সূতং ভবং প্রহ্লাদমুদ্ধবম্॥
সনকাদীন্ শৌনকাদীন্, বিষ্ণুরাতং মহোদয়ং। ভীষ্মঞ্চ কপিলং দেবং ধ্রুবং প্রাচীনবর্হিষম্॥
অম্বরীষং মহাত্মানং নবযোগেশ্বরাংস্তথা। সর্ব্বান্, ভাগবতান্ বন্দে প্রাচীনান্, ভক্তিকোবিদান্॥
এতেষাং বিশ্বমান্যানামঙ্ঘ্রিরেণু প্রসাদতঃ। মম মন্দমতেরস্তু ভক্তিব্যাখ্যানদক্ষতা॥

চিৎ ও অচিৎ এই উভয়বিধ পদার্থের পরতত্ত্বস্বরূপ ভগবানে, অখণ্ডিতা অনুরাগকে ভক্তি বলা যায়। রাগ ও জ্ঞানে ভেদ এই যে, শুষ্কোপলব্ধিকে জ্ঞান ও রসযুক্ত উপলব্ধিকে রাগ কহা যায়। জ্ঞান কাঠিন্যসূচক কিন্তু রাগ আর্দ্রতাযুক্ত। জ্ঞানে চিন্তার সমাপ্তি হয় কিন্তু রাগে অনুশীলনের আধিক্য হয়। জ্ঞানের হেতু আছে কিন্তু রাগ অহৈতুকী। জ্ঞানে আত্মতৃপ্তি কিন্তু রাগে আত্মবিস্মৃতি হয়। জ্ঞানে সন্তোষ কিন্তু রাগে ব্যাকুলতা দেখা যায়। জ্ঞান উদাসীন কিন্তু রাগ দাস্যপর। জ্ঞান চৈতন্যের স্বরূপ এবং রাগ আনন্দের স্বরূপ। অতএব চিদানন্দময় জীব জ্ঞান ও রাগবিশিষ্ট অথবা জ্ঞান ও রাগাত্মক। জ্ঞান জীবের স্বরূপ এবং রাগ জীবের বৃত্তি। জীবের সেই অবস্থাকে মুক্ত বলা যায় যখন ঐ রাগরূপা প্রবৃত্তি পূর্ণরূপে পরমেশ্বরে অবস্থিতি করে। প্রাকৃত জগতের সহিত অপ্রাকৃত বস্তুর যদিও তুলনা সম্ভব নহে, তথাপি সকলের বোধগম্য করিবার জন্য একটী তুলনা দেওয়া যাইবেক। প্রাকৃত পদার্থে একটী বিশেষ গুণ আছে তাহার নাম আকর্ষণ। প্রত্যেক পরমাণু অপর পরমাণুকে আকর্ষণ করে ইহা প্রকৃতির নিত্য ধর্ম্ম। যে স্থলে পরমাণুসকল পরস্পর আকর্ষণ করিতে থাকে, তথায় অধিক পরমাণু মিলিত পিণ্ড অল্প পরমাণুযুক্ত পিণ্ডকে আকর্ষণ করে। ইহার উদাহরণ এই যে, কোন দ্রব্য পৃথিবী দ্বারা আকর্ষিত না হইয়া থাকিতে পারে না। অপ্রাকৃত তত্ত্বে চিৎপদার্থসকল পরস্পর আকর্ষণ করে এবং সমুদায় চিৎপদার্থ পূর্ণ-চৈতন্য পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সহজেই আকৃষ্ট হয়। চিৎ পদার্থের আকর্ষণই রাগ। রাগরূপা স্বাভাবিক আকর্ষণ পরস্পর থাকায় যদি কেহ ঈশ্বরে পূর্ণানুরক্তির ব্যাঘাত বিবেচনা করেন, তাঁহাদের প্রতি উত্তর এই যে, যদিও চিৎ-পদার্থ সকল পরস্পর আকর্ষণ করে তথাপি তাহারা সকলেই পূর্ণ-চৈতন্যের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ায় পূর্ণানুরক্তির ব্যাঘাত হয় না। ইহার প্রাকৃত উদাহরণ এই যে যদি কোন ব্যোমযানস্থিত দুইটী পুরুষ পরস্পর বলপূর্বক আকর্ষণ করিতে থাকে এবং ঐ ব্যোমযান বৃহৎপিণ্ড পৃথিবীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ পরস্পরাকর্ষণ কখনই বৃহদাকর্ষণের বেগকে কম করিতে পারে না।

এক্ষণে শাস্ত্র বিচার করা কর্ত্তব্য। তথাহি তলবকারোপনিষদি,—তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বন-মিত্যুপাসিতব্যং স য এতদেবং বেদাভিহৈনং সর্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি।

(সেই আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরই সকলের আত্যন্তিক প্রিয়বস্তু। যদিও তাঁহাকেই সকলে কামনা করে, কিন্তু মায়িক অজ্ঞতাবশে তাঁহাকে না জানিয়া সংসার-সুখের অন্বেষণ করে। এই রহস্যকে জানিয়া সাধকের একান্তভাবে সেই পুরুষোত্তমের আনন্দময় স্বরূপের নিত্য নিরন্তর উপাসনাই কর্তব্য। এইভাবে নির্ম্মল-হৃদয়-সাধক যখন সেই সর্বপ্রিয় আনন্দময় পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়, তখন জগতের সমস্ত প্রাণী সেই ভক্তকে নিজের সুহৃৎ মনে করিয়া তাহার সহিত প্রীতি স্থাপন করে, অর্থাৎ ভগবদনুভূত ভক্ত সকল প্রাণীর প্রীতিপাত্র হন)।

তথাহি নারদ পঞ্চরাত্রে,—

সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্‌। হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

(সমস্ত অন্যাভিলাষিতাকে পরিত্যাগ করিয়া ও ভগবৎপরায়ণ হইয়া আনুকূল্যময় চেষ্টা দ্বারা নির্মল ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত দেহ ও অন্তঃকরণ দ্বারা হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি বলিয়া কথিত হয়)।

তথাহি ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে,—অহৈতুক্যব্যবহিতা যাঃ ভক্তি পুরুষোত্তমে। (৩, ২৯, ১২)

(শ্রীকপিলদেব বলেন,—পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে যে অহৈতুকী অব্যবহিতা ভক্তি উদাহৃত হইল, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। অব্যবহিতা-শব্দে অন্যাভিলাষ ও জ্ঞান-কর্ম-যোগাদি আসিয়া যে ব্যবধান করে, তদ্রহিতা)।

তথাচ তত্রৈব,— দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিক কর্ম্মণাং।
সত্ত্ব এবৈক মনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী॥ (৩, ২৫, ৩২)

(বেদোদিত ক্রিয়া-বিষয়ক সত্ত্বরজস্তমগুণলিঙ্গদ্বারা যে তিনটী দেবতা লক্ষিত হয়, তন্মধ্যে সত্ত্বাধিষ্ঠিত বিষ্ণুর প্রতি জীবের যে স্বাভাবিকী মনোবৃত্তি, তাহাই ভক্তি। ভাগবতী ভক্তি অনিমিত্তা অর্থাৎ ফলানুসন্ধান রহিতা। তাহাই সাযুজ্য মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরুষের জঠরাগ্নি যেমন বিনা যত্নে ভুক্ত দ্রব্যাদি জীর্ণ করে, তদ্রূপ এই শুদ্ধাভক্তি বাসনাময় লিঙ্গ-শরীরকে অতি শীঘ্রই ক্ষয় করিয়া সংসার-মুক্তি প্রদান করে)।

তথাচ ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ শ্রীরূপগোস্বামী বাক্যং—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্‌। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

(কৃষ্ণসেবার অভিলাষ ব্যতীত অন্যাভিলাষিতা-শূন্য, অভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান ও স্মৃত্যুক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, বৈরাগ্য, যোগ, সাংখ্যভ্যাস প্রভৃতি ধর্মদ্বারা অনাবৃত, কৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি)।

তথাচ শাণ্ডিল্য সূত্রং—সা পরানুরক্তিরীশ্বরে॥

এই সমুদায় প্রমাণের দ্বারা সূত্রবাক্য উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিৎপদার্থ ও অচিৎ পদার্থের পরস্বরূপ যে পরতত্ত্ব তাহাতেই যে ভক্তি করা প্রয়োজন তাহা 'যা ভক্তি পুরুষোত্তমে, কৃষ্ণানুশীলনং, সত্ত্বএবৈকবৃত্তি এবং হৃষীকেশব-সেবনং'—এই সকল হইতে স্পষ্ট হইতেছে। পরমেশ্বরে যে অনুরক্তি প্রয়োজন তাহা আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ইত্যাদি বচন হইতে স্পষ্ট হইবে। পরমেশ্বরে ঐ অনুরক্তি যে পূর্ণভাবেই প্রযুজ্য,—তাহা 'অব্যবহিতা,— অহৈতুকী' প্রভৃতি শব্দ হইতে উপলব্ধ হয়। 'সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি' এই বেদবাক্য দ্বারা, ভৌতিক জগতে যে আকর্ষণের অবস্থান, তাহার ন্যায় ভক্তি যে সকল জীবের বৃত্তি তাহা প্রমাণ হইল।

এবং লক্ষিতায়াঃ পরভক্তেঃ সর্ব্বত্রানমুপলব্ধেরধিকারিভেদেন ভক্তিভেদং নিরূপয়তি,—

তস্যাঃ স্বরূপং ফলমুপায়শ্চেতি॥ ৩২॥

জীবানাং মুক্তবদ্ধাবস্থা ভেদাদধিকারভেদেন ভক্তিস্বরূপং দ্বিবিধং ফলভক্তিরুপায়-ভক্তিশ্চেতি তত্র মুক্তজীবেষ্ ফলভূতা ভক্তিঃ সিদ্ধিরূপা প্রেমভক্তির্মুখ্যা বদ্ধজীবেষু উপায়-ভক্তিস্তু ভক্ত্যুপায়ভূত সাধনরূপা কিন্তু আয়ুর্ঘৃতমিত্যাদৌ আয়ুস্কারণে ঘৃতে আয়ুস্তাদাত্ম্যমিব ভক্তিসাধনেষু ভক্তিরিতি ব্যাপদেশো গৌণ এব, যথা-সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ইত্যাদৌ কীর্তনজপনমস্কারাদীনাং ভক্তিসাধনত্ব কথনাৎ ভক্তেঃ পৃথকত্বং প্রতিপাদিতমিতি।

(পরমেশ্বরে পূর্ণানুরক্তিরূপ এই ভক্তি সর্বত্রই দৃষ্ট না হইবার কারণ এই যে জীবের শ্রেষ্ঠ-বৃত্তিরূপ এই ভক্তি অধিকার-ভেদে ভিন্ন হইয়া লক্ষিত হয়। ভক্তিস্বরূপের মুখ্য প্রভেদ সম্বন্ধে বলিতেছেন, ফলভক্তি এবং উপায়-ভক্তিরূপে ইহা দ্বিবিধ। ফলভক্তি বা সিদ্ধরূপা প্রেমভক্তি মুক্তজীবের বৃত্তিরূপে অবস্থান করে ; এবং বদ্ধ-দশায় উপায়ভক্তি অথবা ভক্তিপ্রাপ্তির উপায়ভূত সাধনভক্তিরূপে ইহা দৃষ্ট হয়। কিন্তু 'আয়ুর্বৈঘৃতম্'—এই উক্তি অনুসারে ভক্তিই ভক্তিপ্রাপ্তির সাধন। গীতায় দৃষ্ট হয়, আমার ভক্তিসাধক সাধুগণ সর্বদা আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কীর্তন করেন অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধ ভক্তি আচরণ করেন। এবং আমাতে শরণাপত্তি স্বীকার করিয়া দৃঢতা সহকারে আমার অনুশীলন করেন। ইহার দ্বারা প্রেম-ভক্তির উপায়রূপ সাধন-ভক্তি ব্যাখ্যাত হইল)।

রাগরূপা ভক্তিই জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি। জীব দুই প্রকার অর্থাৎ মুক্ত ও বদ্ধ। অতএব জীবের অবস্থাভেদে ভক্তিও দুই প্রকার। এই দুই প্রকার ভক্তির নাম ফলভক্তি ও উপায়ভক্তি। মুক্ত অবস্থার ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ অতএব তাহার কোন বিশেষণ নাই অতএব ফলরূপ বিশেষণ তাহাতে নিযুক্ত করা অনর্থক এরূপ সন্দেহ হইতে পারে কিন্তু বদ্ধজীবেরা যখন ভক্তিবৃত্তির বিষয় আলোচনা করিবে তখন কোন এক বিশেষণের দ্বারা মুক্ত অবস্থার ভক্তিকে ব্যাখ্যা না করিলে তাহার প্রকৃত বিচার হইতে পারে না। এই জন্যই ভক্তিকে ফলভক্তি কহা গেল, এবং সাধনকে উপায়ভক্তি আখ্যা দেওয়া হইল। গীতাতেও এই প্রকার ভক্তির বিভাগ দেখা যায় যথা, (১৮, ৫২-৮৫)—

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ। ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥
অহংঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্। বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

(বিবিক্তসেবী, লঘুভোজী, সংযত কায়বাঙ্মানস, ধ্যানযোগ-বৈরাগ্যাশ্রিত ; অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ ইত্যাদি হইতে পরিমুক্ত ; নির্মম ও শান্তপুরুষ ব্রহ্মানুভবে সমর্থ হন। জড়োপাধি বিগত হইলে জীব অনাবৃত চৈতন্যরূপে ব্রহ্মতা লাভ করেন। ব্রহ্মস্বরূপ-সম্প্রাপ্ত, প্রসন্নাত্মা, সর্বভূতে সমবুদ্ধি পুরুষ শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া আমাতে পরাভক্তি অর্থাৎ নির্গুণাভক্তি লাভ করেন। এই শুদ্ধাভক্তির প্রভাবে আমার স্বরূপ এবং স্বভাব ভক্তজীবের বোধগম্য হয়। আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া জীব বিশুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম লাভ করে এবং আমার সঙ্গে (ভগবানের সঙ্গে) লীলায় যোগযুক্ত হয়)।

প্রথমে সাধন-ভক্তির দ্বারা পরাভক্তি অর্থাৎ ভাবভক্তি অর্জিত হয়। তদনন্তর ঐ ভাবের সহিত তত্ত্ববিচার থাকিলে অর্থাৎ প্রত্যাহার থাকিলে তদ্দ্বারা ভগবদ্ধাম-প্রবেশ হয় অর্থাৎ প্রেমরূপা বিশুদ্ধভক্তি লাভ হয়।

তথাহি নারদ পঞ্চরাত্রে নৈষ্ঠিকী ভক্তি কথনে সদাশিবেনোক্তং—'অনিমিত্তা চ সুখদা হরিদাস্যপ্রদা শুভা।'

নৈষ্ঠিকী অনিমিত্তা উপায়ভক্তির দ্বারা হরিদাস্যরূপ ফলভক্তির লাভ হয়।

ইদানিং পরভক্তেরনন্যাপেক্ষিতাং দর্শয়তি,—

ফলভক্তে র্নাঙ্গত্বমেকত্বাৎ স্বতসিদ্ধত্বাচ্চ ॥ ৩৩ ॥

ফলভক্তেরন্যাপেক্ষা নাস্তি একত্বাৎ অদ্বিতীয়ত্বাৎ রাগবৃত্তিত্বেন স্বত সিদ্ধত্বাচ্চ ন সাধনাপেক্ষেত্যর্থ নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতেতি ভক্তিসিদ্ধান্তে দর্শনাৎ আনন্দং ব্রহ্মণো রূপমিতি শ্রুতেশ্চ।

(পরাভক্তির অনন্যাপেক্ষা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন, অদ্বিতীয়ত্ব-প্রযুক্ত ফলভক্তির কোন ইতর অঙ্গাদি নাই, তাহা স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব। জীবের পরমেশ্বরে অনুরাগ-বৃত্তি স্বতঃসিদ্ধ ভাব বলিয়া তাহাকে কোন অন্য উপায়দ্বারা সৃষ্টি করা যায় না, কেবল এই স্বতঃসিদ্ধভাবকে হৃদয়ে প্রকট করাইবার চেষ্টাকেই সাধন বলা যায়। তৈত্তিরীয় শ্রুতিও বলেন, এই পরমানুরাগরূপ আনন্দকেই ব্রহ্মবস্তুর রূপ বলিয়া জানিবে। অতএব পরাভক্তি অখণ্ডা ও নিরপেক্ষা)।

স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা ফলভক্তির আভাসমাত্র বদ্ধজীবের পক্ষে প্রতীত হয়। গাঢ় সমাধি-রূপ বিচারযোগে উপলব্ধ হয় যে, মুক্ত অবস্থার ভক্তি অদ্বিতীয় অর্থাৎ তাহার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাই। বিশুদ্ধ রাগমাত্র তাহার স্বরূপ।

তথাহি ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ রূপগোস্বামী বাক্যং—

সম্মতং ভক্তিবিজ্ঞানাং ভক্ত্যঙ্গত্বং ন কর্মণাম,

জ্ঞানবৈরাগ্যযোর্ভক্তিপ্রবেশায়োপযোগিতা। ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ ॥

যদুভে চিত্তকাঠিন্যহেতু প্রায়ঃ সতাং মতে। সুকুমার স্বভাবেয়ং ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতা ॥

(কোনও কোনও ভক্ত্যঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলের কথা শুনা যায় বটে কিন্তু ঐ প্রকার ফলশ্রুতি কেবল বিষয়ি লোকদের চিত্তবৃত্তিকেও ভক্তিমার্গে প্রবেশ করাইবার জন্য বুঝিবে, অন্তর্মুখ ভক্তগণ কিন্তু ঐসব অনায়াস-ভজনেও কর্ম্মজ্ঞানাদি-সাধনে দুর্ল্লভ ভক্তির মহাফলাদি শ্রবণ করতঃ রতিলাভ করেন বলিয়া রতিই মুখ্য ফল। তত্ত্বজ্ঞান ও জড়বৈরাগ্য উদিত হইলে ভক্তিমার্গ প্রবেশের জন্য তাহাদের যৎকিঞ্চিৎ উপযোগিতা স্বীকৃত হয়, ভক্তিতে প্রবেশ হইলে তাহাদের আর আবশ্যকতা নাই, যেহেতু জ্ঞান-বৈরাগ্যর ভাবনা করিলে ভক্তিবিচ্ছেদই হইয়া পড়ে। অতএব জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে। সাধুগণ বলেন যে ভক্তিপ্রবেশের পর জ্ঞান ও বৈরাগ্য থাকিলে চিত্তের কঠিনতা হয় ; নানাবাদ নিরসনার্থ তত্ত্ববিচারই জ্ঞানের স্বরূপ এবং দুঃখসহন-অভ্যাসই বৈরাগ্যের স্বরূপ। এই দুইটির অভ্যাসে ক্রমশঃ চিত্ত কঠিন হইয়া পড়ে। অতএব সুকোমল স্বভাববিশিষ্ট শ্রীগুরুপাদাশ্রয়াদি

বিংশতি অঙ্গবিশিষ্ট ভক্তিই পরবর্তী (চল্লিশ অঙ্গযুক্ত) ভক্তিপ্রবেশের হেতু বা দ্বারস্বরূপ। ভক্তিমার্গে আয়াসসাধ্য সাধনাদি থাকিলেও তাহাতে শ্রীভগবানের রূপগুণাদি ভাবনা থাকায় এই ভক্তি সুকুমার স্বভাবই। ইহাতে বিষয়ৌদাসীন্য জাগৃত থাকিলেও হরিসম্বন্ধি বস্তুবিষয়ে যথেষ্ট আদর বর্তমান থাকায় ইহা রসময়। শুষ্ক বা নীরস নহে। সুতরাং শ্রীভগবদ্বিষয়ে নিজচিত্তকে আর্দ্র (রসায়িত) করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি কর্ম-জ্ঞানাদি-নিরপেক্ষা ভক্তিরই যাজন করিবেন ।

মুক্তজীবের স্বরূপই জ্ঞান এবং প্রবৃত্তিই রাগরূপা ভক্তি ; অতএব জ্ঞান ভক্তির অঙ্গ হইতে পারে না। জ্ঞান আধার কিন্তু ভক্তি আধেয়। আধার আধেয়ের অঙ্গ নহে। বৈরাগ্য শব্দের অর্থ রাগাভাব অতএব অভাবরূপী বৈরাগ্য কখনই রাগরূপা ভক্তির অঙ্গ নহে। জড়ে আসক্তি পরিত্যাগের নাম বৈরাগ্য। পরমেশ্বরে অনুরাগ হইলেই সুতরাং জড় হইতে রাগ তিরোহিত হয়। যেমত প্রদীপ থাকিলেই তাহার পশ্চাৎ ভাগে ছায়া অবশ্য থাকিবে, তদ্রূপ ভক্তি থাকিলেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৈরাগ্য অবশ্য থাকিবে কিন্তু বিরোধিগুণপ্রযুক্ত বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইবে না। যেমত ছায়া প্রদীপের অঙ্গ নহে কিন্তু তাহার সহগামী, তদ্রূপ রাগাভাবরূপ বৈরাগ্য রাগরূপা ভক্তির সহচর মাত্র। সিদ্ধান্ত এই যে, ভক্তির সহিত জ্ঞান-বৈরাগ্য অবশ্য থাকিবে কিন্তু তাহারা অঙ্গ হইবে না। তথাহি ভাগবতে (১, ২. ১২)—

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥

(তত্ত্বজিজ্ঞাসাদি দ্বারা শ্রদ্ধাবান্ মুনিগণ বেদ-পরম্পরাপ্রাপ্ত ও সদ্গুরু-দত্ত জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির কৃপায় পরমাত্মতত্ত্বে আত্মাকে দেখিয়া থাকেন)।

যদি বল, সেবা ভক্তির অঙ্গ হউক, তাহাও হইবে না। রাগরূপা ভক্তি প্রবৃত্তি-স্বরূপা অতএব ক্রিয়ারূপা। কৃষ্ণানুশীলনই একমাত্র ক্রিয়া যাহাকে মুক্তাবস্থায় সেবা কহা যায়। অতএব ভক্তিই স্বয়ং সেবা, এজন্য সেবাকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করিয়া ভক্তির অঙ্গ বলা যায় না। ভক্তি নিরুপাধিক অতএব অঙ্গরূপ কোন উপাধি ভক্তিতে লক্ষিত হয় না।

যদি বল, অনুধ্যান (যাহা বদ্ধাবস্থায় শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণরূপে পরিণত হয়) ভক্তির অঙ্গ হউক, তাহাও নহে। রাগ অনুধ্যানের সিদ্ধ অবস্থা অতএব শুদ্ধভক্তির অঙ্গ বলিয়া অনুধ্যানকে বলা যায় না। যথা ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে সূতেনোক্তং—

যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্মগ্রন্থিনিবন্ধনম্। ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্যাৎ কথারতিম্ ॥

(যাহার অনুধ্যানরূপ অসিদ্বারা পণ্ডিতগণ কর্মগ্রন্থি ছেদন করেন, তাঁহার কথায় রতি কোন্ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি না করেন ?)।

যদি বল সৎসঙ্গ ভক্তির অঙ্গ হউক, তাহাও ঘটে না। বদ্ধাবস্থার সৎসঙ্গ কেবল হরি-বিষয়ে রুচি-উৎপাদক মাত্র, ভক্তির অঙ্গ নহে।

যথা—ভাগবতে তত্রৈব,—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ। স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥

(হরিকথা শুনিতে যে ইচ্ছা, তাহার নাম শুশ্রূষা। ভাগ্যক্রমে এই শুশ্রূষা উদয় হইলে শ্রদ্ধা হয়। সুকৃতি ব্যতীত সে শ্রদ্ধা হয় না। মহদ্ভক্ত সেবাই সুকৃতি। সেই সুকৃতিক্রমে হরিকথায় শ্রদ্ধা হয়। পুণ্যতীর্থ নিষেবণে মহৎসঙ্গ লাভ হয়। সুতরাং পুণ্যতীর্থ-গমনরূপ সুকৃতি হইতে মহৎ-সেবা লাভ হয়। মহৎ-সেবা হইতে হরিকথায় শ্রদ্ধা। প্রাক্তনী বা আধুনিকী হউক, সুকৃতিক্রমে শ্রদ্ধা হয়)।

পুনশ্চ যদি মুক্তাবস্থায় মুক্তজীবদিগের পরস্পর অনুরাগরূপ আকর্ষণকে সাধুসঙ্গ কহা যায়, তাহা হইলেও তাহাকে ভক্তির অঙ্গ কহা যাইবে না। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভক্তি রাগরূপা এবং ঐ রাগ স্বাভাবিকী চিৎপদার্থের পরস্পর আকর্ষণ মাত্র। পরমেশ্বর পূর্ণ-চৈতন্য-স্বরূপ অতএব তিনি সমস্ত জীবকে আকর্ষণ করেন এজন্য কৃষ্ণনামই তাহার মুখ্য নাম। তাঁহার অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে জীব-সমষ্টির সহিত যে রাগ-বিলাস, তাহাই জীবের নিত্য অভিধেয় তত্ত্ব। এই রাসবিলাসে জীব-দিগের পরস্পর আকর্ষণ ও তৎসমষ্টির কৃষ্ণকর্তৃক আকর্ষণই রাগরূপা ভক্তি। এস্থলেও মুক্তজীব-সঙ্গও রাগমাত্র। রাগ রাগের অঙ্গ হইতে পারে না অতএব পূর্ব্বোক্ত সাধুসঙ্গ সাক্ষাৎ ভক্তিরূপ; কিন্তু ভক্তির অঙ্গ নহে। অতএব গোপী-গীতায়াং গোপিকা বচনম্—

সুরতবর্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতম্। ইতররাগবিস্মারণং নৃণাংবিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥

(হে বীর, তোমার সম্ভোগরসবর্ধন, বিরহদুঃখনাশন, নাদিত বেণু কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে চুম্বিত, মনুষ্য মাত্রেরই ইতরাসক্তি বিস্মরণকারী মধুর অধরামৃত আমাদিগকে বিতরণ কর)।

ভাগবতের এই শ্লোকে স্পষ্ট বোধ হয় যে পরানুরাগেই একমাত্র ভক্তি লক্ষিত হয়, ইতরানু-রাগ তাহাতে থাকে না। জীব-সকলকে একত্র করতঃ আকর্ষণ করা ঐ স্বতঃসিদ্ধ-রাগের স্বভাব।

সিদ্ধরূপা পরভক্তিং নিরূপ্য উপায়-ভক্তিং নিরূপয়িতুমারভতে।

উপায়-ভক্তেঃ পরানুশীলনং প্রত্যাহারশ্চাঙ্গম্॥ ৩৪॥

পরানুশীলনং পরস্য ঈশ্বরস্য অনুশীলনং আনুকূল্যেন অনুচিন্তনং প্রত্যাহারঃ ইন্দ্রিয়-জয়াদিরূপং বৈরাগ্যঞ্চ উপায়-ভক্তেঃ অঙ্গং সাধনমিত্যর্থঃ। মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু ইতি ভগবদুপদেশাৎ।

(পরাভক্তির সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়া সূত্রকার বর্তমান সূত্রে উপায়-ভক্তির নিরূপণ করিতেছেন। এই উপায়-ভক্তির দুই অঙ্গের মধ্যে পরমেশ্বরের অনুকূল অনুশীলনই পরানুশীলন এবং ইন্দ্রিয়-দমনাদিরূপ, জড়বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য প্রত্যাহার-নামে অভিহিত হইয়াছে। গীতায় ভগবানের সর্বগুহ্যতম উপদেশ অনুসারে,—হে অর্জুন, আমার অত্যন্তপ্রিয় তোমার প্রতি চরম উপদেশ এই যে, তুমি আমাতেই চিত্ত সমর্পণ কর, আমাতে ভক্তিযোগ অবলম্বন কর, সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহ-স্বরূপ আমারই আরাধনা কর, এবং আমাকেই নমস্কার বিধান কর। আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, তাহা হইলেই তুমি আমার এই চিন্ময়-স্বরূপের নিত্যসেবা লাভ করিবে)।

উপায়ভক্তির দুইটি অঙ্গ স্বীকার করা যায় অর্থাৎ পরানুশীলন ও প্রত্যাহার। বদ্ধ জীবের পক্ষে উপায়-ভক্তিই অবলম্বনীয়। চিদানন্দ জীবের পক্ষে পরানুশীলনই আনন্দরূপা প্রবৃত্তির সংস্কার এবং প্রত্যাহারই চেতনরূপ স্বরূপের পঙ্কোদ্ধার বলিতে হইবে। বৈকুণ্ঠ অবস্থা হইতে প্রাকৃত অবস্থায় জীবের পতনই তাহার বদ্ধতা অতএব ক্রমশঃ পুনরাগমন-চেষ্টার নাম প্রত্যাহার। জীবের স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি, যথা ভাগবতে,—মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥

প্রত্যাহারই মুক্তির সাধক। যদি কেবলমাত্র ভক্তিবৃত্তির আলোচনা করা যায় অর্থাৎ প্রত্যাহারের নিয়মিত সাধনের প্রতি মনোযোগ না করা যায়, তাহা হইলে ইতরানুরাগের প্রাচুর্যে ভক্তির উন্নতির সম্ভাবনা থাকে না। ভক্তির লক্ষণ পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ, বিবর্ণ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি বটে, কিন্তু লক্ষণই যে যথেষ্ট এমত নহে। রাগের লক্ষণ ইতরানুরাগেও দৃষ্ট হয় যেহেতু ইতরানুরাগও একপ্রকার রাগ। পুত্র, কলত্র, বন্ধু, বেশ্যা, উপপতি, পতি, স্বর্ণ, অলঙ্কার, গৃহ, পশু প্রভৃতিতেও কাহার কাহার রাগ এত দৃঢ় হয় যে, ঐ সকল পদার্থের সংযোগ-বিয়োগ-ক্রমে অথবা অপচয় বা উন্নতিতে রাগের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল উদয় হয়। এই রাগ ছায়ামাত্র যথা ভক্তি-রসামৃতসিন্ধৌ—

ক্ষুদ্রকৌতূহলময়ী চঞ্চলা দুঃখহারিণী। রতেশ্ছায়া ভবেৎ কিঞ্চিৎ তৎসাদৃশ্যাবলম্বিনী ॥

অতএব প্রত্যাহারের সহিত রাগের অনুশীলন না করিলে ছায়ামাত্রই থাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরে রাগরূপা ভক্তির উদয় হয় না। অতএব ভাগবতে,—

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যাশ্রুতগৃহীতয়া ॥

যদিও শুদ্ধরাগের কোনও অঙ্গ দেখা যায় না, তথাপি জড়কুণ্ঠিত রাগে প্রত্যাহার অবশ্যই অঙ্গরূপে পরিগণিত হইবে। ঐ জড়কুণ্ঠিত রাগের ঊর্দ্ধগামী চেষ্টাই পরানুশীলন এবং তাহার পক্ষে যে ভয়ঙ্কর বিক্ষেপরূপ প্রতিবন্ধক আছে তন্নিবারণের নাম প্রত্যাহার। বদ্ধাবস্থায় প্রতিবন্ধক নিবারণরূপ কার্যের সাহচর্য না পাইলে রাগের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। যদি কোনও পুরুষে রাগের লক্ষণ দেখা যায় কিন্তু প্রত্যাহার লক্ষিত না হয়, তাহার ঐ রাগ-লক্ষণকে ছায়া অথবা কৃত্রিম রাগ অথবা ইতরানুরাগে পরানুরাগ-ভ্রম বলিতে হইবে। অতএব রূপ-গোস্বামী বাক্য,—

কিন্তু জ্ঞান-বিরক্ত্যাদি সাধ্যং ভক্ত্যৈব সিধ্যতি ॥

রুচিমুদ্বহতস্তত্র জনস্য ভজনে হরেঃ। বিষয়েষু গরিষ্ঠোপি রাগঃ প্রায়ো বিলীয়তে ॥

(কিন্তু জ্ঞানমার্গদ্বারা সাধ্য যে মুক্তি এবং বৈরাগ্যদ্বারা সাধ্য যে জ্ঞান,—এ সমস্ত কেবল ভক্তির সাহায্যেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তি-প্রবিষ্ট জনের পক্ষে বৈরাগ্য চিত্তকাঠিন্যকারক বলিয়া হেয়, পক্ষান্তরে বিষয়ভোগও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, এক্ষণে কি কর্তব্য ? ইহার উত্তর এই যে, শ্রীহরিভজনে যাঁহার রুচিমাত্র জন্মিয়াছে, তাঁহার বিষয়াসক্তি গুরুতর হইলেও ভজন-ফলে ঐ বিষয়াসক্তি প্রায়ই বিলীন হইয়া যায়। ভক্তি-প্রবেশকালে বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আসক্তি থাকিলেও ভক্তির পরিপাকে তাহাও সমস্তই নষ্ট হয়)।

যাঁহাদের ভাবরূপা রাগের উদয় হয়, তাহাদের এই নিম্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়, যথা শ্রীরূপ-গোস্বামী বাক্যং—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা। আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে। ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

(প্রেম-কল্পবৃক্ষের প্রথমাবস্থা ভাবরূপ অঙ্কুর যাঁহাদের উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের নিম্নলিখিত অনুভাব-গুলিও প্রকাশিত হইয়া থাকে,—ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা, বিরক্তি, নিরভিমানতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদারুচি, ভগবদ্‌গুণানুবাদে আসক্তি এবং তদীয় বসতিস্থলে প্রীতি)।

জ্ঞান-বৈরাগ্যরূপ প্রত্যাহার যে ভাব-ভক্তির সহচর তাহা এই বাক্যে উপলব্ধ হয়। প্রত্যাহার শব্দে কেবল ইন্দ্রিয়-জয় বুঝায় এমত নয়, কিন্তু চিৎপদার্থের ইতরানুরাগ হইতে নিবৃত্তিই বুঝায়। ইতরানুরাগ-নিবৃত্তি যে, রাগের উপযোগী তাহাতে আর সন্দেহ কি?

অনেক স্থলে পরানুশীলন ও প্রত্যাহার একই কার্য দ্বারা ঘটিয়া থাকে। হরিকথা শ্রবণের দ্বারা পরানুশীলন ও প্রত্যাহার উভয়ই সম্পাদিত হয়। সামান্য বার্তা ও বৃথা গীতবাদ্যাদিতে কর্ণেন্দ্রিয়ের বিক্ষেপ ঘটিয়া থাকে কিন্তু কর্ণ যদি হরিকথা শ্রবণ করিতে থাকে তাহা হইলে ঐ বিক্ষেপ হইতে প্রত্যাহার সম্পন্ন হয় এবং একই কালে ও একই উদ্যমে ভাগবতানুশীলনও হইল ইহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রকারে যাবতীয় পরানুশীলনের প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে. সমুদায়ই প্রত্যাহার সম্পন্ন করে; তবে কিজন্য প্রত্যাহারকে স্বতন্ত্রাঙ্গরূপে স্থাপনা করা হইল? এরূপ পূর্বপক্ষের উত্তর এই যে, যদিও সমুদায় পরানুশীলনের প্রক্রিয়াতে প্রত্যাহার হইয়া থাকে, তথাপি সমুদায় প্রত্যাহারের উদ্যমে পরানুশীলন নাই। রসনার প্রত্যাহার-সাধনার্থ যদি উত্তম দ্রব্যের আস্বাদন পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে কেবল প্রত্যাহারই উদ্যম হইল তাহাতে পরানুশীলন হয় না। এস্থলে পরানুশীলন ও প্রত্যাহার এই দুইটিই উপায়-ভক্তির অঙ্গ বলিতে হইবে।

এক্ষণে পরানুশীলন কাহাকে বলিব ইহার নির্ণয়করণার্থে সূত্রকার কহিতেছেন,—

পরানুশীলন সাধনাদি গৌণভক্তেঃ প্রত্যাঙ্গানি দর্শয়তি—

শ্রবণ-কীর্তনাদীনি পরানুশীলনোপযোগিত্বাৎ তৎ প্রত্যঙ্গানি॥ ৩৫॥

অতএব উপায়-ভক্ত্যঙ্গস্য পরানুশীলনস্য উপযোগিত্বাৎ সাধনরূপত্বাৎ শ্রবণকীর্তনাদীনি তস্যাঃ পূর্বোক্তায়াঃ উপায়ভক্তেঃ প্রত্যঙ্গানি। সততং কীর্তয়ন্তো মামিত্যত্র কীর্তনাদীনাং উপাসনাঙ্গত্ব শ্রবণাৎ।

(পরানুশীলন-সাধনরূপ উপায়-ভক্তির প্রত্যঙ্গ-সকল দেখাইবার জন্য সূত্রিত হইল যে,—শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদি ভজন-ক্রিয়া-সকল যেহেতু পরানুশীলনের উপযুক্ত, তাহারা এই অনুশীলনের প্রত্যঙ্গরূপে নির্ণীত হইল। শ্রীভগবানের আদেশ দ্বারাও জানা যায় যে, 'সর্বদা আমার গুণগান কীর্তনাদিদ্বারা দৃঢ়ভাবে উপাসনা করিবে)।

ভাবযুক্ত সাধনকে পরানুশীলন কহা যায়। বদ্ধাবস্থায় ভাব সাধনকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। ভাবের বিশুদ্ধ অবস্থাকে প্রেম কহা যায় যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ,—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্যাংশু সাম্যভাক্। রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥
আবির্ভূয় মনোবৃত্তৌ ব্রজন্তী তৎ স্বরূপতাং। স্বয়ং প্রকাশরূপাঽপি ভাসমানা প্রকাশ্যবৎ॥

(পূর্বোক্ত সাধন-ভক্তির স্তর রুচি ভগবৎ প্রাপ্তির অভিলাষ দ্বারা চিত্তের আর্দ্রতা সম্পাদন করিলে ভাব-ভক্তি হয়। উহার স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষাত্মা, 'শুদ্ধসত্ত্ব' বলিতে ভগবানের স্বরূপ-শক্তির স্বপ্রকাশ 'সংবিৎ' নামক বৃত্তিকে বুঝায়, 'শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ'—পদে ঐ স্বরূপ-শক্তির হ্লাদিনী নামক মহাশক্তিই লক্ষ্য এবং ফলতঃ ইহাতে ঐ হ্লাদিনীর সর্বোর্ধ্ব অবস্থা মহাভাবও ধ্বনিত; সুতরাং সমবেত সংবিৎ ও হ্লাদিনী শক্তিদ্বয়ের সার-স্বরূপে ভগবৎ-নিত্য-পরিকরগণের হৃদয়ে তাদাত্ম্যভাবে অবস্থিত ভগবানের আনুকূল্যেচ্ছাময় পরম-প্রবৃত্তিই বাচ্য। এই ভাবভক্তি প্রেমভক্তিরূপ সূর্যের কিরণ-সদৃশ উদয়িষ্যমান প্রেম-সূর্যের প্রথম ছবিরূপ অঙ্কুর। প্রাপঞ্চিক ভক্তগণে ঐ ভাবের বৈশিষ্ট্যও দেখাইতেছেন—শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষরূপে ঐ রতি শ্রীকৃষ্ণাদি সর্ব্ববস্তুর প্রকাশকরূপে স্বপ্রকাশক হইয়াও প্রাপঞ্চিক ভক্তগণের মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত এবং উহাতে তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ মনোবৃত্তি-স্বরূপ লাভ করিয়াব্রহ্মবৎ স্বয়ং প্রকাশরূপা হইলেও চিত্তবৃত্তিদ্বারাই প্রকাশ্যবৎ স্ফুরিত হয়)।

মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত প্রেমকে ভাব কহা যায়। ভাবকেই বদ্ধাবস্থায় রাগের প্রকাশ বলিয়া জানিতে হইবে। কিন্তু ঐ ভাবরূপা প্রেমের অনুশীলন শারীরিক কার্যের দ্বারা করিলে সাধন নাম প্রাপ্ত হয়। ভাবব্যতীত সাধন কেবল পশুশ্রম-মাত্র যেহেতু তদ্দারা পরানুশীলন হয় না।

শাণ্ডিল্য সূত্রভাষ্যে ধৃত বচনং যথা, গঙ্গাজলে কিং ন বসন্তি মৎস্যাঃ দেবালয়ে পক্ষিগণা বসন্তি। ভাবোজ্‌ঝিতাস্তে ন ফলং লভন্তে তীর্থাচ্চ দেবায়তনাচ্চ মুখ্যাৎ।

যৎকালে সাধকের সাধন-কার্য হইতে থাকে, তখন মনে ভাব ও আত্মায় প্রেম এই উভয়ই প্রদীপ্ত হয়। অতএব সাধন-কার্যে ভাব ও প্রেমরূপা রাগের ক্রিয়াদ্বারা পরানুশীলন হয়। সাধনই পরানুশীলন। সাধনকালে জীবের দেহ, মন ও আত্মা এ তিনই স্বীয় স্বীয় কার্যে যথাবিধি নিযুক্ত থাকেন। যদি এই প্রকার সুপ্রণালীতে কার্য না হয় তবে সাধন সুন্দররূপে হইল এরূপ বলা যায় না। অতএব সাধন শব্দের উল্লেখেই ভাব ও প্রেম উভয়ই উল্লিখিত হয় এরূপ প্রসিদ্ধ।

সাধনই পরানুশীলন। এই সাধন দ্বিবিধ অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ-সাধনকে রাগানুগাও বলা যায়। বিশুদ্ধ-রাগের ক্রিয়াকে রাগাত্মিকা বলে। রাগাত্মিকা ক্রিয়া জীবের মুক্ত অবস্থা ব্যতীত হয় না অতএব ব্রজবাসীদিগের পক্ষেই তাহা ঘটনীয়। বদ্ধজীবের পক্ষে রাগানুগা-সাধনই প্রাপ্য। প্রেমরূপী রাগ স্বাধীন ভাবে যখন সাধনাকে চালনা করে, তখন রাগানুগা-সাধন হয়। অন্তরঙ্গ-সাধনের প্রত্যঙ্গ নির্ণয় করা কঠিন, যেহেতু রাগ যখন স্বাধীনরূপে প্রত্যঙ্গের ব্যবস্থা করিতে থাকে, তখন সে কোন বিধির বশীভূত হয় না; অতএব শাস্ত্রে তাহার প্রত্যঙ্গ নির্ণীত হইবার সম্ভাবনা নাই। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি সাধনের রস ঐ অন্তরঙ্গ-সাধনের অন্তর্ভূত।

বহিরঙ্গ-সাধন বৈধী। শাস্ত্রে যে সকল সাধনের নির্ণয় করিয়া বিধি স্থির করিয়াছেন, সেই সকলই বৈধী সাধন। বস্তুতঃ স্বাধীন-বিচারজ্ঞ পুরুষদিগের পক্ষে শাস্ত্রবিধি প্রয়োজন নাই অর্থাৎ রাগানুগা হইয়া কর্ম করিলেই হয়, কিন্তু যাহারা বিবেকহীন এবং স্বাভাবিক রাগকে চিনিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে বৈধী সাধনও শ্রেয়ঃ।

যথা রূপগোস্বামী বাক্যং—যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।

শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে॥

(সাধনাদি বিষয়ের সাধারণ প্রবৃত্তিতে কোথাও লোভ, কোথাও বা শাস্ত্র-শাসনই প্রবর্তক হয়। যে ভক্তিতে লোভ প্রবর্তক না হইয়া শাস্ত্র-শাসনই প্রয়োজক হয়, তাহাকে বৈধী বলে)।

এই বৈধী-সাধন ততদিনই কর্তব্য, যতদিন ভাবের আবির্ভাব না হয়।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ,—বৈধভক্ত্যধিকারিত্বে ভাবাবির্ভাবনাবধি।

অত্র শাস্ত্রা তথা তর্ক-মনুকূল সপেক্ষতে॥

(এই সাধন-প্রকরণে বৈধ-ভক্তির অধিকারী জন রতির আবির্ভাবকাল পর্যন্ত শাস্ত্র ও অনুকূল তর্কের অপেক্ষা করে, রতির আবির্ভাবে কিন্তু উহাদের অপেক্ষা থাকে না)।

ঋষিগণ আপনাপন শাস্ত্রে ভগবদনুশীলনের যতপ্রকার উপায় লিখিয়া গিয়াছেন, সে সমুদায়ই বৈধ। কিন্তু তাহার মধ্য হইতে হরিভক্তি বিলাসে অনেকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে এবং রূপগোস্বামী ঐ সকলের মধ্য হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চৌষট্টিটী উপায় উদ্ধার করতঃ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তত্র প্রমাণ তস্য বাক্যং—

হরিভক্তিবিলাসেস্যা ভক্তেরঙ্গানি লক্ষশঃ। কিন্তু তানি প্রসিদ্ধানি নির্দিশ্যন্তে যথামতি॥

এই বাক্য হইতে বোধ হয় যে বৈধ অঙ্গ শাস্ত্রে লক্ষ লক্ষ আছে, যাহা অবলম্বন করিলে মূঢ়-লোকেরও ভাব উদয় হয়। কেবল মাত্র চতুঃষষ্টি অঙ্গই যে নির্ধারিত হইয়াছ এমত নহে। এই সমস্ত বৈধী-সাধন যে সকলই করিতে হইবে, এমতও নহে। ইহার মধ্যে যে কোন মুখ্য অঙ্গ আশ্রয় করা যায় তাহাতেই লাভ হয়।

শ্রীরূপগোস্বামী বাক্যং,—সা ভক্তিরেক মুখ্যাঙ্গাশ্রিতা বা বহুলাঙ্গিকা।

স্ববাসনানুসারেণ নিষ্ঠাতঃ সিদ্ধিকৃদ্ভবেৎ॥

(শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে মুখ্যভাবে একটি অঙ্গ সাধিত হইলেও অন্যান্য অঙ্গ গৌণভাবে তাহাতে মিশ্রিত থাকে। এইরূপ ভক্তিকে 'একমুখ্যাঙ্গা' বলে এবং যাহাতে অনেকাঙ্গের মিশ্রণ হয়, তাহাকে 'অনেকাঙ্গা' ভক্তি বলে। স্বস্ববাসনানুসারে একাঙ্গা বা অনেকাঙ্গা ভক্তিতে নিষ্ঠালাভ করিতে পারিলেই সেই ভক্তি সিদ্ধি-দায়িনী হয়।)

এই সকল অঙ্গ-সাধনার ফল রতি যথা রসামৃত সিন্ধৌ,—

কেষাঞ্চিৎ কচিদাঙ্গানাং যৎ ক্ষুদ্রং শ্রূয়তে ফলং বহির্মুখ-প্রবৃত্ত্যৈতৎ কিন্তু মুখ্যং ফলং রতিঃ।

রতি উদয় হইলেই বৈধী সাধনের ফল হইল জানিতে হইবে, নতুবা সাধন মাত্রই ফল হয়।

এই চতুঃষষ্টি অঙ্গের মধ্যে শ্রীরূপগোস্বামী পাঁচটি অঙ্গ প্রধান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীমূর্তি-দর্শনে প্রীতি, ভাগবত-শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, ভক্ত-সহবাস, নামশ্রবণ-কীর্তন এবং মথুরা-মণ্ডলে বাস।

তথাচ গীতায়াং ভগবদ্বাক্যং —

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ভজন্ত্যনন্য মনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপসেতে॥

পুনশ্চ তত্রৈব শ্রীমুখবাক্যং—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাব সমন্বিতা॥

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণাঃ বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

তেষাং সততযুক্তানং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজাং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥

(যাঁহারা বিদ্বৎ প্রতীতি লাভ করেন, তাঁহারা মহাত্মা। তাঁহারা দৈবীপ্রকৃতি আশ্রয় করতঃ অনন্যমনা হইয়া সকল ভূতের আদি ও অব্যয় যে আমার এই কৃষ্ণস্বরূপ, তাহাকেই চরম তত্ত্ব জানিয়া ভজনা করেন। তাঁহারা সর্বদা আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কীর্তন করেন। আমার নিত্যদাস্য-লাভের জন্য অখিল চেষ্টা দ্বারা দৃঢ়ব্রত হইয়া আমার অনুশীলন করেন। সংসারে নির্লিপ্ত থাকিয়া ভক্তিযোগদ্বারা আমার শরণাপত্তি গ্রহণ করেন। শ্রীভগবান্ আরও বলেন,—অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত সমস্ত বস্তুর উৎপত্তিস্থান বলিয়া আমাকে জান। যাঁহারা এইরূপ অবগত হইয়া ভাব অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি সহকারে আমাকে ভজন করেন, তাঁহারাই 'পণ্ডিত', অপর সকলেই অবুঝ। এতাদৃশ অনন্য ভক্তসকল আমাতে চিত্ত ও প্রাণ সম্যক্ সমর্পণ করতঃ পরস্পর ভাব বিনিময় ও হরিকথার কথোপকথন করিয়া থাকেন। সেইরূপ শ্রবণ কীর্তন দ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তিসুখ ও সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ প্রেমপ্রাপ্ত অবস্থায় আমার সহিত রাগমার্গে ব্রজরসান্তর্গত মধুর-রসপর্যন্ত সম্ভোগপূর্বক রমণ সুখ লাভ করিয়া থাকেন। নিত্যকাল ভক্তিযোগদ্বারা যাঁহারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁহাদের শুদ্ধজ্ঞানজনিত বিমলপ্রেম-যোগ দান করি। তাহারা তাহাদ্বারা আমার পরমানন্দ ধামপ্রাপ্ত হন। আমার প্রতি নির্ম্মল ভক্তি আচরণকারীদের অনুগ্রহ করিবার জন্য আমি তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল অলৌকিক জ্ঞানদ্বারা আলোক প্রদান করি, যাহা দ্বারা মোহরূপ অন্ধকার-সকল বিনষ্ট করি। কেবল আমাতে ভক্তিযোগদ্বারাই ইহা সম্ভব হয়, জ্ঞান বা তর্কমার্গে চিদালোক পাওয়া যায় না।)

গোস্বামী-বাক্য এবং ভগবদ্বাক্য উত্তমরূপে আলোচনা করিলে প্রতীত হয় যে, পরমেশ্বরকে তত্ত্ববিচারের দ্বারা জানিয়া তচ্চিত্ত তদ্গতপ্রাণ হইয়া তাঁহার অপার মহিমা পরস্পর কীর্তন ও শ্রবণ করিতে করিতে ভগবৎ প্রসাদ লাভ হয়।

পরানুশীলনরূপ সাধনের আর এক প্রণালী শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানদ্বার এবং ইহাদেরই দ্বারা মন বিষয়ে সংযুক্ত হইয়া পরানুশীলনে অক্ষম হইয়া পড়ে। রাগের ক্রিয়াকে অনুশীলন বলা যায়। বিষয়ানুশীলন দ্বারা রাগ ইতর পদার্থে নিযুক্ত হইলে আর পরানুশীলন কিরূপে হইবে? অতএব ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ-সকলেতে পরানুভব মিশ্রিত করিলেই

কেবল অনুক্ষণ পরানুশীলনেব সম্ভব। অতএব মনের দ্বারা ভগবদনুস্মরণ, চক্ষুর দ্বারা ভগবদ্-ভাবোদ্ভাবনক্ষম শ্রীমূর্ত্যাদি দর্শন, কর্ণ দ্বারা ভগবন্মহিমা শ্রবণ. রসনার দ্বারা ভগবদ্বিষয়িনী কথার অনুবর্ণন ও শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ ভক্ষণ. নাসিকার দ্বারা ভগবদর্পিত তুলসী-চন্দনাদির আঘ্রাণ গ্রহণ এবং ত্বকের দ্বারা শ্রীমূর্তি স্পর্শ ও সাধুদিগের সহিত আলিঙ্গনই উৎকৃষ্ট সাধন বলিতে হইবে।

শ্রীমূর্তিদর্শনের শাস্ত্র-প্রমাণ প্রসিদ্ধ, অতএব যুক্তি প্রমাণকেই দেওয়া যাইবে। ঈশ্বরের প্রাকৃত মূর্তি নাই সত্য, কিন্তু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ অবশ্যই স্বীকৃত। ঐ সচ্চিদানন্দের পূর্ণাবির্ভাব বদ্ধজীবে সম্ভব নাই অতএব মনুষ্য পরমেশ্বরের যে কোন ভাব ধ্যান করে, তাহাই অসম্পূর্ণ পৌত্তলিক ভাব হইবে। বাক্যের দ্বারা পৌত্তলিকতা সহজেই পরিত্যাগ হয় কিন্তু উপাসনা কাণ্ডে তাহা সম্ভব হয় না। আত্মাতে প্রেমদ্বারা পরমাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ কিয়দংশ প্রতীত হন, কিন্তু মনে ধ্যানযোগে কিঞ্চিৎ প্রাকৃত ভাবাপন্ন শ্রীমূর্তির ভাবপ্রকাশ হয় এবং দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা ঐ মূর্তি অধিকতর গাঢ় প্রাকৃতত্ব গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ সাধকগণ ঐ ত্রিবিধ শ্রীমূর্তিতেই সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত ভাবকে অর্জন করিবেন,—ইহাই বিধি। দেহ, মন ও আত্মা ঐ ত্রিবিধ অধিকরণে ভগবানের আবির্ভাবকে শ্রীমূর্তি কহা যায় অতএব শ্রীমূর্তি অবহেলনকারী পুরুষদিগকে ভক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না, কেবল শুষ্কজ্ঞানী বলা যায়। আত্মাতে যখন সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের উদয় হয়, তখন ভক্ত্যধিকারী ব্যক্তিদের ঐ সম্পুর্ণ-ভাব উচ্ছলিত হইয়া মনপর্যন্ত, তদন্তে দেহপর্যন্ত ব্যাপিত হয়। এইরূপ হইলে দর্শনেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারী শ্রীমূর্তির প্রকাশ স্বভাবতই হইয়া থাকে। ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব-প্রযুক্ত কুণ্ঠিত বা অকুণ্ঠিত সমুদয় ভাবই নির্দোষ। ফলকথা এই যে. যদি শ্রীমূর্তির দ্বারা ভগবদ্বিষয়িনী রতির উদয় হয়, তবে কেবল নির্বিশেষ চিন্তার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? নির্বিশেষ ব্রহ্মচিন্তার ফলই বা কি? কেবল আত্মপ্রসাদ মাত্র। সেই আত্ম-প্রসাদ যদি অধিকরূপে শ্রীমূর্তি-সেবকের প্রাপ্ত হয়, তবে শ্রীমূর্তির ও শ্রীমূর্তিসেবকের নিন্দা কেবল আসুরিক-যুদ্ধ মাত্র। ম্লেচ্ছদিগের,—প্রেম, ভাব ও সাধন ও তত্তৎ অধিকরণরূপ আত্মা, মন ও শরীর এই সকলের তত্ত্ব-বিচার এ পর্যন্ত না হওয়ায় এই শ্রীমূর্তি সম্বন্ধে তাহাদের গাঢ ভ্রম আছে।

হরিস্মরণাত্মক শ্রবণ-কীর্তন বিষয়ে কোন পক্ষেরই বিবাদ নাই।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মে,—

সর্ব্বাশ্রমাভিগমনং সর্ব্বতীর্থাবগাহনম্। ন তথা ফলদং সৌ তে নারায়ণ কথা যথা॥

তথাচ বিষ্ণুপুরাণে,—

তস্মাদহর্নিশং বিষ্ণুং সংস্মরন্ পুরুষো মুনে। ন যাতি নরকং শুদ্ধং সংক্ষীণাখিল কল্মশঃ॥

শ্রবণ-কীর্তনরূপ হরিস্মরণই সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপ ইহা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। অন্য কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয় অংশে,—

কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে। প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈকং হরিস্মরণং পরম্॥

এই হরিস্মরণের সংখ্যা রাখার নাম জপ, অতএব জপকে পৃথক্ প্রত্যঙ্গ কহা যায় না। মালা-জপদ্বারা পুনঃ পুনঃ সংস্মরণই হইয়া থাকে ; অতএব 'যেন তেন প্রকারেন কর্তব্যং স্মরণং হরেঃ' —এই শাস্ত্রবাক্যই জপের মূল। ধ্যান ও ধারণাও সংস্মরণ মাত্র, তাহাদের স্বতন্ত্র প্রত্যঙ্গতা স্বীকার করা যায় না।

অতএব ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে,—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

এই নয় প্রকার ভক্তি লক্ষণে কিছু কিছু ভেদ আছে, কিন্তু সকলগুলিই স্মরণাত্মক। শ্রবণ-কীর্তনের মাহাত্ম্যের প্রমাণস্বরূপ ঐ বচনটী উদ্ধৃত হইল।

শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ সেবনের প্রতি অনেক তর্কবাদীর সংশয় হইয়া থাকে। শাস্ত্রে অনেকানেক স্থানে ভগবৎ প্রসাদের মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে, অতএব কেবল যুক্তিই এ স্থলে প্রয়োজন। নির্বিশেষ-বাদীগণ ভগবান্‌কে অমূর্ত ও পূর্ণস্বরূপ মনে করিয়া তাঁহাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতি অর্পণ করা অযুক্ত হয় এরূপ সিদ্ধান্ত করেন। অদূরদর্শিতা প্রযুক্ত তাহারা বুঝিতে পারেন না যে, আত্মপ্রসাদই উপাসনার একমাত্র লক্ষ্য। বাক্যের দ্বারা স্তব বন্দনাদি এবং ভগবানের মহিমা বর্ণন করারই বা প্রয়োজন কি ? ভগবান পূর্ণস্বরূপ অতএব তিনি কোনপ্রকার উপাসনা, স্তব, পূজা, বন্দনা বা কীর্তন বাঞ্ছা করেন না; তবে যে ভক্তগণ অহরহঃ তাঁহার যশকীর্তন করতঃ আর্দ্র হইয়া ভ্রমণ করেন, সে কেবল তাঁহাদের রাগোত্তেজিত কার্য বই আর কিছুই নহে। আত্মপ্রসন্নতাই তাহার মুখ্য ফল। তদ্রূপ পূজা ও ভোগাদির জন্য যে দ্রব্য-সংগ্রহ, তাহাও প্রেমোত্তেজিত বলিতে হইবে। যাঁহারা এই অপূর্ব প্রকরণের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহারা ভক্তিহীন ও দুর্ভাগা। ভক্তের সমুদায় জীবনই ঈশ্বর-প্রীত্যর্থ নিযুক্ত হয়, এ কারণ আহার-বিষয়েতেও ভক্তদিগের ঈশ্বর-ভাবের সহিত সংশ্রব আছে। অনিবেদিত দ্রব্য আহার করিলে স্বার্থসাধন-রূপ প্রলোভন বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ভক্তি-পূর্বক ভগবদর্পিত নিষ্পাপদ্রব্য ভোজন করিবার সময় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রেমের কার্য হইয়া থাকে। প্রেমের অনুশীলন অত্যন্ত দুর্লভ অতএব যে কার্যের দ্বারা তাহা হয়, তাহারই মাহাত্ম্য আছে। ইহাকে অত্যন্ত পবিত্র কহা যায় যেহেতু জড়ানন্দরূপ ভ্রম-পাপকে ইহার দূরীভূত করিবার সামর্থ্য আছে। ক্ষেত্র-মাহাত্মে দৃষ্ট হয়, 'ভোগোপি সাধয়তি যোগফলং হি যত্র।' কর্ম্মশাস্ত্রের শাসনরূপ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই সর্বদা ভক্তির নিকট তুচ্ছ, অতএব বর্ণের উচ্চতা-নীচতা-রূপ যে অজ্ঞানবিধি তাহাও এই পবিত্র ভগবৎ-প্রসাদের দ্বারা সংস্কৃত হয়। অতএব শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদকে অদ্ভুত বীর্য সম্পন্ন কহা যায়।

তুলস্যাদি আঘ্রাণের দ্বারা অপর লাম্পট্যবৃত্তির উত্তেজকরূপ তীব্রগন্ধাদি পরিত্যক্ত হয়। গন্ধ দ্রব্যর লাম্পট্যে জগতে অনেক বিপদ ঘটে। কর্মসাধনরূপ দেহকে গন্ধ দ্রব্যের দ্বারা প্রলেপন করতঃ মূঢ়গণ স্ত্রীলাম্পট্য এবং আলস্য প্রভৃতি অনেক অনর্থের উদয় করে। ঐ বৃত্তিকে দমন করণার্থ সরল-গন্ধ যুক্ত তুলসী চন্দনকে ভগবন্নিবেদিত করিয়া ধারণ করিলে প্রত্যাহার ও পরানুশীলন উভয়ই

হইতে পারে। বৈষ্ণবচিহ্নসকল ধারণ করিবার জন্য শাস্ত্রে বিধি আছে। কিন্তু অশ্বত্থ-পূজা প্রভৃতি সামান্য বিধির মধ্যে তাহা পরিগণিত। যদি বাস্তবিক ভক্তিক্রমে চক্রতিলকাদি ধৃত হয়, তাহা হইলে বৈধভক্তির উপকার করে; কিন্তু কেবলমাত্র ঐ সকল বাহ্যলিঙ্গ ধারণ করার নাম ধর্মধ্বজিত্ব। ধর্ম্মধ্বজীরা ভাগবতশাস্ত্রের অধিকারী নহে, অতএব তাহাদিগকে বৈষ্ণব সাধুদিগের সহিত সমান মান্য করা উচিত নহে। কেবল বাহ্য-চিহ্ন যাহারা ধারণ করে, তাহারা দাম্ভিক অতএব তাহাদের সহিত সদ্ধর্মালাপকরণ বা তাহাদিগকে ভগবদ্ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার প্রতি ভাগবতে একাদশে শ্রীভগবদ্বাক্যং—

নৈতৎ ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ। অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্বিনীতায় দীয়তাং॥

(শ্রীভগবান কহিলেন,—হে উদ্ধব! তোমাকে আমি সকল তত্ত্ব উপদেশ করিলাম। ইহা তুমি দাম্ভিক, নাস্তিক, শঠ, অশ্রদ্দধান, অভক্ত ও দুর্বিনীত ব্যক্তিগণকে কখনই বলিবে না। তাহাদের সহিত সঙ্গ করা কর্তব্য নয়। দাম্ভিক ব্যক্তিরা অভিমানী; সর্বেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব যাহারা বিশ্বাস করেন না, তাহারা নাস্তিক; ভক্তের নিকট ভক্তবেশ ধারণ করিয়া অন্য কার্য উদ্ধার যিনি করেন, তিনি শঠ; যে ভক্তিবিষয়ক কথা শুনিতে শ্রদ্ধা না করে, সে অশুশ্রূষু; বহির্মুখ কর্মী, জ্ঞানী, যোগী ও বিষয়ী—ইঁহারা অভক্ত; দৈন্যজনিত বিনয় যাহার নাই, সেই দুর্বিনীত)।

সরলতার সহিত সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবচিহ্ন ধৃত ব্যক্তিদিগকে বিশেষ আদর করা আবশ্যক। সিদ্ধান্ত এই যে, যদি বৈষ্ণব-চিহ্নাদি ধারণ করিলে ভক্তির উন্নতি হয়, তবে সেই সকল চিহ্ন ধারণ করার আপত্তি কি আছে! বাহ্য চিহ্ন-সকলের প্রতি অধিক শ্রদ্ধা করিলে আন্তরিক বৃত্তির প্রতি স্বাভাবিক অমনোযোগ হইয়া উঠে। এ বিষয়ে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণের সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। অন্তর্বৃত্তিকে বাহ্যচিহ্নের অধীন করা কদাচ বিধির মর্ম্ম নহে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে ভক্তি যদি অনুরাগই হয়, তবে অন্য জীবের প্রতি ভ্রাতৃভাবকে পরানুশীলনের প্রত্যঙ্গ বলিয়া স্বীকার না করার কারণ কি; যেহেতু সর্ব্বজীবে দয়া না করিলে ভক্তির উদারতা হয় না। উত্তর এই যে, যেমত মুক্তাবস্থায় রাগের একাঙ্গত্ব প্রযুক্ত ভ্রাতৃপ্রেমকে অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা যায় নাই, ভ্রাতৃপ্রেম ঐ রাগের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্থির করা হইয়াছে তদ্রূপ বদ্ধাবস্থায়ও ভ্রাতৃপ্রেমকে পরানুশীলনের অঙ্গ বলা যায় না, অর্থাৎ পরানুশীলনের স্বরূপ বলা যায়। শ্রবণ-কীর্তন প্রভৃতি অঙ্গের দ্বারা যেমত পরভক্তি হয়, তদ্রূপ সাধুসঙ্গরূপ অঙ্গের দ্বারা পরভক্তির অংশভূত ভ্রাতৃপ্রেম পরিপক্ক হয়। অন্য জীবের প্রতি দয়াই যে ভক্তির অংশ, ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে কর্দমের প্রতি ভগবদ্বাক্যে প্রতীত আছে যথা,—

কৃত্বা দয়াঞ্চ জীবেষু দত্ত্বাচাভয়মাত্মবান্। ময্যাত্মনং সহজগৎ দ্রক্ষ্যস্যাত্মনি চাপি মাং॥

(হে বৎস, তুমি গৃহস্থাশ্রম প্রবেশ করিয়া প্রথমে জীবে দয়া এবং পরে সন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া প্রাণি-মাত্রকেই অভয় প্রদান কর; এইরূপ করিলে সহস্রশীর্ষরূপী কারণার্ণবশায়ী পুরুষ আমাতে আত্মসহিত অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং তোমার আত্মায় অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আমাকে দেখিতে পাইবে)।

অতএব পরোপকার পরানুশীলনের অঙ্গ নহে কিন্তু তৎস্বরূপ জানিতে হইবে। যথা গীতায়াং পরমেশ্বর বাক্যং—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ। সর্ব্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥

(সেই ব্রহ্মসংস্পর্শ-সুখ কিরূপ, তাহা সংক্ষেপতঃ বলি ;—সমাধিপ্রাপ্ত যোগীর দুইটী ব্যবহার আছে অর্থাৎ ভাব ও ক্রিয়া। তাঁহার ভাব-ব্যবহার এইরূপ হয়—তিনি সর্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মায় সর্বভূতকে দর্শন করেন ; ক্রিয়া-ব্যবহারেও তিনি সর্বত্র সমদর্শী। সমস্ত জীবগণের হৃদয়ে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত আমাকে অভিন্নরূপে আশ্রয়পূর্ব্বক সেই যোগী যখন আমার সচ্চিদানন্দস্বরূপের শ্রবণ-কীর্তনাদি দ্বারা ভজন করেন, তিনি যেকোন অবস্থায় অবস্থান করিয়াও আমাতে বর্তমান থাকেন।)

পুনশ্চ তত্রৈব.—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়িতে তেষু চাপ্যহম্॥

(আমি সর্ব্বভূতের প্রতি মমতা আচরণ করি ; আমার কেহ দ্বেষ্য নাই, কেহ প্রিয় নাই,—ইহাই আমার সাধারণ বিধি। কিন্তু আমার বিশেষ বিধি এই যে, যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে আসক্ত এবং আমি তাঁহাতে আসক্ত থাকি।)

পুনশ্চ তত্রৈব চরম সিদ্ধান্তে,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া॥

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎপরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

(হে অর্জুন, সর্ব্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে আমিই অবস্থিত ; পরমাত্মাই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যে যে কর্ম করেন, ঈশ্বর তদনুরূপ ফলই দান করেন। যন্ত্রারূঢ বস্তু যেমত ভ্রামিত হয়, জীবসকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব-ধর্ম হইতে জগতে ভ্রামিত হন। পূর্বকর্ম্মানুসারে তোমার প্রবৃত্তি ঈশ্বর-প্রেরণা দ্বারা সহজে কার্য করিতে থাকিবে। হে ভারত, তুমি সর্বভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও ; তাঁহার প্রসাদে পরা-শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে)।

ভগবদ্ভক্তি ও সর্বজীবে দয়া এই দুইকে যিনি স্বতন্ত্র বৃত্তি করিয়া জানেন এবং তদনুযায়ী সাধন করেন, তাঁহার পরানুশীলন হয় না কিন্তু পরানুশীলনের আভাস মাত্র হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে কপিলদেব বাক্যং,—

অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা। তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাবিড়ম্বনম্।

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্। হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ। ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥

অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে। নৈব তুষ্যেঽর্চিতোঽর্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥

অর্চাদাবর্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মকৃৎ। যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্। তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥

অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্। অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥

(হে মাতঃ, আমি অন্তর্যামিরূপে নিখিল জীবের অন্তরে অবস্থিত। সর্বজীবসমূহে আমার অধিষ্ঠানজন্য প্রাণিসকলকে যে বৈষ্ণববুদ্ধিতে সম্মান করে না, সে বস্তুতঃ আমারই অবমাননা করিয়া থাকে। এই প্রকারের ব্যক্তির অর্চাপূজা কেবল বিড়ম্বন মাত্র। সর্বভূতে বর্তমান পরমাত্ম-স্বরূপ আমাকে উপেক্ষা করিয়া মূঢ়তাবশতঃ যে কেবল প্রাকৃতবুদ্ধিতে অর্চামূর্তির পূজা করে, সে ব্যক্তি কেবল ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া থাকে। পর-শরীরে অবস্থিত পরমাত্মারূপ আমাকে বিদ্বেষ করত যে ব্যক্তি স্ব-পর ভেদবুদ্ধি পোষণ করে, এরূপ অভিমানী, প্রাণিগণের প্রতি শত্রুতাচরণে কৃতসঙ্কল্প ব্যক্তির চিত্ত কখনও শান্তিপ্রাপ্ত হয় না। হে নির্মলচিত্তা মাতঃ, প্রাণি-নিন্দক ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট বহুবিধ দ্রব্যদ্বারা আমার অর্চা-বিগ্রহের পূজাদি করিলেও আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হই না। যতদিন পর্যন্ত স্বীয় হৃদয়ে, সর্বভূতে অবস্থিত আমার ভগবৎ স্বরূপের উপলব্ধি না হয়, অর্থাৎ উত্তমাধিকার লাভ না হয়, তাবৎকাল শ্রীঅর্চাতে আমার পূজা বিধান করিবে। যে পুরুষ নিজের ও অন্যের মধ্যে অণুমাত্রও ভিন্ন দর্শন করে, সেই ভেদদর্শী-মূঢ়ের মৃত্যু-স্বরূপ আমি তাহাকে উৎকট ভয় প্রদান করিয়া থাকি। অতএব আমাকে সর্বভূতে অবস্থিত ও সর্বান্তর্যামী জানিয়া আমার পরমাত্ম স্বরূপের পূজা করিবে, ও সকলকেই দান, মান প্রভৃতি দ্বারা যথাযোগ্য সম্মান করিবে)।

অতএব দয়া, মৈত্রী, ক্ষমা, দান ও মান প্রভৃতি যতপ্রকার পরোপকার লক্ষণ আছে, সে সকলি ভক্ত্যন্তর্ভূত। ইহার মধ্যে উচ্চ, সম ও অধম পাত্রভেদে মান, মৈত্রী ও দয়া ইহারা অনুরাগের স্বরূপাংশ অতএব ভক্তির অংশ। দান (ঔষধ, বস্ত্র, আহার, জল প্রভৃতি দান), আশ্রয় (বিপদকালে সহায়তা), শিক্ষা (অর্থকরী ও পরমার্থপ্রদায়িনী বিদ্যাদান) এই প্রকার ক্রিয়াসকল পরানুশীলনের প্রত্যঙ্গ। সূত্রকার সূত্রে শ্রবণ-কীর্তনাদীনি শব্দের দ্বারা এই সমস্ত উদ্দেশ করিয়াছেন।

পরানুশীলনের প্রত্যঙ্গের সম্পূর্ণ সংখ্যা দেওয়া যায় না যেহেতু তাহাও অনেক। কেবলমাত্র প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রত্যঙ্গ-সকলের উল্লেখ করা গেল। সংক্ষেপতঃ শ্রবণ, কীর্তন, অনুস্মরণ ও পরোপকার ইহারাই প্রধান প্রত্যঙ্গ। এই পরানুশীলনরূপা ভক্তি কীদৃশী তাহা শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে দ্বিতীয় অঙ্কে কথিত হইয়াছে,—

অন্তঃ প্রসাদয়তি শোধয়তীন্দ্রিয়াণি মোক্ষঞ্চ তুচ্ছয়তি কিং পুনরর্থকামৌ।
সদ্যঃ কৃতার্থয়তি সন্নিহিতৈক জীবানানন্দসিন্ধুবিবরেষু নিমজ্জয়ন্তী॥

(ইনিই সে ভক্তিদেবী। কারণ ইঁহার নিকটবর্তী হইলেই মানবগণের অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও ইন্দ্রিয়গণ বিশুদ্ধ হয় এবং তাহারা সদ্যই কৃতার্থ হইয়া থাকে। তখন অর্থ ও কামের কথা দূরে থাকুক, মোক্ষও তুচ্ছবোধ হয়। জীবগণ আনন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়)।

এক্ষনে সূত্রকার প্রত্যাহার বর্ণন করিতেছেন,—

ইদানিং পূর্ব্বোক্তোপায় ভক্ত্যঙ্গভূতস্য প্রত্যাহারস্য স্বরূপং লক্ষয়তি—

দেহরথং মনঃ সারথি মিন্দ্রিয় হয় মাস্তিক্যজ্ঞানেন যুক্তবৈরাগ্যেন চ
বিষয়মার্গাচ্চৈনৈনিবর্তয়েদেষ এব প্রত্যাহারঃ ॥ ৩৬ ॥

অত্র দেহ এব রথং চেতনপ্রেরিতত্বাৎ মনঃ সারথিরূপং ইন্দ্রিয়নিয়ন্ত্রিতত্বাৎ ইন্দ্রিয়ানি হয়া শরীর-রথচালকত্বাৎ ইহরথী জীব ইত্যাদি সূত্রকারস্যাভিপ্রেত অবগন্তব্যং আত্মানং রথিনং বিদ্ধি ইত্যাদি শ্রুতয়ঃ প্রমাণং। আস্তিক্য জ্ঞান যুক্তবৈরাগ্যোভয়বিধ সাধনেন পূর্বোক্ত রথাদীনামসদ্বিষয় মার্গাৎ ক্রমে প্রত্যানয়নং প্রত্যাহার লক্ষণং, শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃত গৃহীতয়া ইতি গীতায়াং।

(এখন সূত্রকার পূর্বোক্ত উপায়-ভক্তির অঙ্গরূপ প্রত্যাহারের স্বরূপ দেখাইতেছেন,—মানবশরীর হচ্ছে রথ, মনই সারথি, ইন্দ্রিয়বর্গ ঘোড়া, এইরূপ রথকে আস্তিক্যজ্ঞান ও যুক্তবৈরাগ্যদ্বারা বিষয়মার্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করার নামই প্রত্যাহার। পাঞ্চভৌতিক দেহই এই রথ, চেতন-প্রেরণা দ্বারা চিদাভাসপ্রাপ্ত মনই সারথি যে ইন্দ্রিয়রূপ হয়-সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে, রথকে চালাইবার ক্ষমতা-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহই হয়-বর্গ। জীবাত্মাই রথী অথবা রথের স্বামী এইরূপে অভিপ্রায়। কঠোপনিষদের প্রমাণ অনুসারে দেখা যায়,—এই আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে। এই রথকে অনিত্য বিষয়রূপ পথ হইতে আস্তিক্য জ্ঞান ও যুক্তবৈরাগ্য এই দ্বিবিধ সাধনা দ্বারা ক্রমে ক্রমে প্রত্যানয়ন করিয়া ভগবদ্ধামের দিকে চালিত করিতে হইবে। গীতায় শ্রীভগবানের উপদেশ অনুসারে,—ধারণা দ্বারা মনকে আত্মাতে সম্যক্ নিশ্চল করিয়া ধীরে ধীরে অভ্যাসক্রমে বহির্বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া সমাধিতে অবস্থান করিবে, অন্য কিছু চিন্তা করিবে না)।

পূর্ব সূত্রের ভাষ্যে পরানুশীলনের প্রত্যঙ্গ-সকলে যে প্রত্যাহার দর্শিত হইয়াছে, তাহা প্রদীপের ছায়ার ন্যায় রাগের অনুগামী ; এজন্য তাহাদিগকে এক্ষনে স্বাধীন প্রত্যাহারের মধ্যে গণনা করা যাইবে না।

চিদানন্দ জীব বিষয়-মৃগয়ায় প্রবেশপূর্বক কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন। জীবের স্বধামে প্রত্যাবর্তনের নাম প্রত্যাহার, অতএব দেহকে রথের, মনকে সারথির, ইন্দ্রিয়-সকলকে অশ্বের সহিত তুলনা করত একটা রূপক ব্যাখ্যা হইয়াছে। এই রূপকের শ্রুতি-প্রমাণ কঠোপনিষদি.—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥
বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

(সংসারের অতীত বৈষ্ণবপদ অর্থাৎ ভগবদ্ধাম লাভ করিতে হইলে যে উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, রথরূপণদ্বারা তাহা প্রকাশ করিতেছেন যথা,—জীবাত্মা শরীরাধিষ্ঠিত রথী, শরীর রথ, তাহার চালক বুদ্ধিরূপ-সারথি, মন হচ্ছে ইন্দ্রিয়-নিয়ন্ত্রক প্রগ্রহ বা লাগাম রূপ রজ্জু। এই শরীরকে বুদ্ধির সাহায্যে জীবাত্মার প্রেরণায় বিষ্ণুপাসনায় নিয়োজিত রাখা কর্তব্য। বিবেকিগণ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গকে অশ্ব কল্পনা করেন, শব্দাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়গুলিকে সেই ইন্দ্রিয়াশ্বের সঞ্চরণ-ক্ষেত্র বলিয়া থাকেন এবং শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি-যুক্ত জীবাত্মাকে সুখ-দুঃখদির ভোক্তৃরূপে নির্দেশ করেন। যিনি বিবেকযুক্ত বুদ্ধিরূপ সারথি-সম্পন্ন হন এবং নিগৃহীতমনা হন, তাঁহার ইন্দ্রিয় সারথির আজ্ঞাধীন অশ্বগণের ন্যায় বশীভূত হয় অর্থাৎ ইচ্ছামত সৎপথে পরিচালনের যোগ্য হয়। যে ব্যক্তি বিবেকযুক্ত বুদ্ধিকে সারথি করিয়া ও মনোরূপ প্রগ্রহকে বশে ধারণ করিয়া থাকেন, সেই সমাহিতমনা শুচি পুরুষ সংসারের পরপারে যাইয়া অধিগন্তব্য শ্রীবাসুদেবের সেই পরমপদ প্রাপ্ত হন)।

যাবতীয় শাস্ত্র জীবের উপকারের জন্য রচিত হইয়াছে অর্থাৎ শাস্ত্রে যত প্রকার প্রক্রিয়া নির্ণীত হইয়াছে সে সমুদায়ই প্রত্যাহারের উপযোগী। তপস্যা, যজ্ঞ, বৈরাগ্য, সন্যাস, ত্যাগ, শম, দম, তিতিক্ষা, আর্জব, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, অক্রোধ, সত্য, ধী, বিদ্যা এবং সাংখ্য এই প্রকার অনেক শব্দ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যে কতকগুলি দেহের, কতকগুলি মনের ও কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের উপকার করে। বৈরাগ্য, সন্যাস, ত্যাগ, শম, দম, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ এই প্রকার যত প্রক্রিয়া কথিত আছে, সে সমুদায়ই ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহারের উপযোগী। তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ, ও অনেক প্রকার যোগসাধন শরীরের প্রত্যাহার সম্পন্ন করে। তিতিক্ষা, আর্জব, অস্তেয়, অক্রোধ, সত্য, ধী, বিদ্যা, সাংখ্য এই প্রকার অনেক প্রক্রিয়ার দ্বারা মনের নিগ্রহ সাধিত হয়। এই সমুদায় প্রক্রিয়ার ফল যে এক অর্থাৎ 'প্রত্যাহার সাধন' তাহা সমুদায় গীতাবাক্যে প্রমাণিত হয়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোক-গুলি উদ্ধৃত হইল,—

যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে। একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্ন কর্মকৃৎ ॥
সন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ। তয়োস্তু কর্ম্মসন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥
সন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ। যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥

(সাংখ্যযোগ বা সন্যাস দ্বারা যে স্থান লাভ হয়, নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারাও সেই স্থানেই গতি হয়। উভয় পদ্ধতি একই, কেবল নাম দুইটিই ভিন্ন ; যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক বলিয়া জানেন, তিনিই তাহাদের তত্ত্ব জানেন। যিনি কর্মে অকর্ম্ম এবং অকর্মে কর্ম্ম দর্শন করেন, তিনিই মনুষ্যদিগের মধ্যে বুদ্ধিমান্, মুক্ত এবং সম্পূর্ণ কর্মানুষ্ঠাতা। অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর সমস্ত কর্মই কর্মসন্ন্যাসরূপ 'অকর্ম্ম' এবং কর্মত্যাগই তাহার নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান; অর্থাৎ সমস্ত কর্ম করিয়াও তিনি কর্মী নন, অকর্ম ও কর্ম্ম তাঁহার নিকট একই আকার ধারণ করে। সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ, উভয়ই মঙ্গলজনক ; তন্মধ্যে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মে আসক্তি ত্যাগকেই 'সন্ন্যাস' বলা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে কর্মত্যাগ উপদিষ্ট হয় নাই। হে মহাবাহো, কর্ম্মযোগ ব্যতীত কেবল কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস—দুঃখজনক ; যোগযুক্ত মুনি অক্লেশেই ব্রহ্ম লাভ করেন)।

এই সমুদায় সাধনের প্রক্রিয়া এস্থলে বর্ণন করার প্রয়োজন নাই যেহেতু অন্যান্য শাস্ত্রে ঐ সকল প্রক্রিয়া বিস্তৃতরূপে কথিত হইয়াছে। এস্থলে ইহাই কথিতব্য যে, ঐ সমুদায় উপায় দ্বারা দেহ, মন, ও ইন্দ্রিয়-সকল বশীভূত হইলে আত্মার স্বরূপোপলব্ধি সম্পন্ন হয়। প্রাকৃত বিষয়সকল হইতে অতন্নিরাকরণ দ্বারা আত্মতত্ত্ব পরিষ্কৃত হইলে আত্মার স্ববৃত্তিরূপ ভক্তির প্রকাশ হয়। তথাহি গীতায়াং—

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া। যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্। বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥

(এইরূপ যোগাভ্যাস দ্বারা বিষয়োপরতিক্রমে চিত্ত সমস্ত জড়-বিষয় হইতে নিরুদ্ধ হয় ; তখন সমাধি-অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই অবস্থায় চিন্ময় অন্তঃকরণ দ্বারা পরমাত্মাকে দর্শন করতঃ তজ্জনিত সুখলাভ

করেন। এইরূপ ভক্তিসমাধি লাভ হইলে এই যোগী আত্মাকার বুদ্ধিদ্বারা গ্রহণীয়, বিষয়েন্দ্রিয় সম্পর্করহিত নিত্য যে সুখ তাহা অনুভব করেন এবং সে সমাধিতে অবস্থিত হইয়া আত্মস্বরূপ হইতে আর বিচলিত হন না)।

পুনশ্চ তত্রৈব,—যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগত কল্মষঃ। সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥

(এই প্রকার আত্মসংযমী যোগী বিগত-কল্মষ হইয়া ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ ভোগ করেন, অর্থাৎ চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মতত্ত্বানুশীলনরূপ আনন্দলাভ করেন,—ইহাই ভক্তিসুখ)।

এই সমুদায় যোগসাধনের ফল যে ভক্তি তাহা ভগবান গীতায় কহিয়াছেন,
যথা,—যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

(যত প্রকার যোগী আছে, সর্বাপেক্ষা ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা যোগীই শ্রেষ্ঠ, যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া অন্তরাত্মারূপ আমার (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের) ভজনা করেন।)

এই সকল দৈহিক, ঐন্দ্রিয় ও মানসিক সাধনের দ্বারা দৈহিক, ঐন্দ্রিয় ও মানসিক পাপসকল নষ্ট হয়। ঐ সমস্ত পাপ জীবের আত্মতত্ত্ব বিনির্ণয়ের পক্ষে সর্বদা ব্যাঘাত জন্মায়। সমূহ পরানুশীলন উপায়-ভক্তির একটী অঙ্গ, তদ্রূপ ভক্তি-সাধনরূপ প্রত্যাহারও তাহার দ্বিতীয় অঙ্গ জানিতে হইবে। এই পাপসকল পরিত্যাগের দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয় ও ভক্তি স্বীয় বৃত্তির প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়, যথা গীতায়াং—

যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্য কর্মণাং। তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥

(যাঁহারা ধর্ম্মসম্মত জীবন স্বীকারকরতঃ প্রভৃত পুণ্য কর্ম দ্বারা জীবন হইতে পাপকে একেবারে অন্ত করিয়াছেন, তাঁহাদেরই আদৌ কর্মযোগ স্বীকার, পরে জ্ঞান ও অবশেষে ধ্যানযোগ দ্বারা সমাধিক্রমে আমার চিত্তত্ত্ব উপলব্ধি হয়; তাঁহারা ক্রমশঃ দ্বৈত ও অদ্বৈত রূপ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইয়া দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে ভজনা করেন এবং ক্রমে আমার নিত্য স্বরূপের দর্শন লাভ করেন)।

অনেকের মনে একটী দৃঢ় ভ্রম আছে যে সাংখ্য, যোগ, কর্ম্ম ও তপস্যা প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন ফল আছে। তাঁহারা মনোযোগপূর্বক গীতার অষ্টমাধ্যায়ের শেষ সিদ্ধান্ত-শ্লোক শ্রবণ করুন।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎপুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদংবিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥

ভক্তিযোগ অবলম্বন করিলে তুমি কোন ফলেই বঞ্চিত হইবে না; বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, দান ইত্যাদি যতপ্রকার 'জ্ঞান' ও 'কর্ম' আছে, সে সমুদায়ের যে ফল, তুমি তাহা ভক্তিযোপ দ্বারা লাভ করিয়া সর্বোৎকৃষ্ট পরমধাম প্রাপ্ত হও)।

অদ্বৈতসাধনও প্রত্যাহারের একটী প্রত্যঙ্গ। ইহার দ্বারা চিত্তের সম্যক্ প্রত্যাহার সাধিত হইতে পারে; যথা ভাগবতে দ্বাদশে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেবস্য চরমোপদেশম্—

অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্। এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে॥
দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ। ন দ্রক্ষ্যসি শরীরঞ্চ বিশ্বঞ্চ পৃথগাত্মনঃ॥

('আমিই ব্রহ্মাখ্য পরমধাম এবং পরমপদ ব্রহ্মই আমি'—এইরূপ বিচার পূর্বক নিরুপাধিক ব্রহ্মবস্তুতে চিত্ত সমর্পণ করিলে তুমি বিষাক্ত মুখ দ্বারা স্বপদে দংশনরত তক্ষককে, নিজদেহকে এবং এই বিশ্বকে আত্মবস্তু হইতে পৃথগ্‌রূপে দর্শন করিবে না)।

এই প্রকার অদ্বৈত চিন্তার ফল গীতায় ভগবদ্‌কর্তৃক কথিত হইয়াছে যথা,—

ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্‌॥

(জড়োপাধি বিগত হইলে জীব অনাবৃত চৈতন্য-স্বরূপে ব্রহ্মতা লাভ করেন। এবম্ভূত ব্রহ্মস্বরূপ-সম্প্রাপ্ত, প্রসন্নাত্মা, সর্বভূতে সমবুদ্ধি পুরুষ শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া আমাতে পরাভক্তি অর্থাৎ নির্গুণা ভক্তি লাভ করেন)।

অহংকাররূপ বিষয় বন্ধন হইতে আত্মাকে ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মের অস্তিত্বে স্থাপনা করিলে আর চিত্ত-বিক্ষেপের সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু অভ্যাস সম্পূর্ণ হইলে পরাভক্তিরূপ নিরুপাধি দ্বৈতসিদ্ধি হয়।

প্রত্যাহারের অঙ্গও অনেক। ঋষিগণ বহুবিধ উপায়ের দ্বারা প্রত্যাহার সাধন করিবার বিধান করিয়াছেন। ঐ সমুদায় অঙ্গই যে সাধন করা কর্তব্য এরূপ নহে। যেরূপ পরানুশীলনের পক্ষে এক বা অধিক অঙ্গ বিধি হইয়াছে তদ্রূপ প্রত্যাহারের পক্ষেও জানিতে হইবে। অতএব অর্জুনের প্রতি শ্রীভগবদুপদেশ এই,—

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব। মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ। সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥

(যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মদর্পিত কর্ম আচরণ কর ; তাহা করিলে ক্রমশঃ অভ্যাস ও অবশেষে মদীয় সবিশেষতত্ত্বে চিত্তস্থৈর্যরূপ সিদ্ধিলাভ করিবে। যদি মদর্পিত কর্মাচরণেও অশক্ত হও, তবে আত্মবান হইয়া কর্মের ফল ত্যাগ কর)।

সিদ্ধান্ত এই যে, যে কোন পূর্ব্ববিহিত বা ভাবী নিশ্চিতব্য উপায়ের দ্বারা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার সম্যগ্‌রূপে সম্পন্ন হয় তাহাই প্রত্যাহারের প্রত্যঙ্গ অতএব তত্তৎ প্রত্যঙ্গের নিশ্চিত সংখ্যা দেওয়া যায় না।

প্রত্যাহার উপায়-ভক্তির অঙ্গবিশেষ হইলেও অবিবেকী লোকের পক্ষে তাহা বিপদ-জনক হয়। অনেকেই তপস্যা, কর্ম, অদ্বৈতজ্ঞান, যোগ, ঋত, ব্রত প্রভৃতি প্রত্যাহারের প্রত্যঙ্গকে মুখ্যফল বলিয়া স্বীয় স্বীয় উন্নতির দ্বাররুদ্ধ করেন ; ইহা অত্যন্ত শোচনীয় যেহেতু পরিশ্রম করিয়া যদি মুখ্য ফল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে দুর্ভাগ্যের এক শেষ হইল বলিতে হইবে। শ্রীক্ষেত্রের যাত্রীগণ যদি কটকস্থ কোন পান্থ-নিবাসকে ক্ষেত্রবোধ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, তাঁহাদিগের অপেক্ষা আর দুর্ভাগা কে আছে? অতএব সাধকগণ সাবধানতাপূর্ব্বক উপায়-ভক্তির প্রত্যঙ্গ-সকলকে কেবল উপায়রূপে জ্ঞান করিবেন, কখনই ফল বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না।

উপায়ভেদে সাম্প্রদায়িক-ভেদ হইয়া থাকে অতএব যে কাল পর্যন্ত সকলেরই উপায়কে 'উপায়' ও ফলকে 'ফল' বলিয়া নিশ্চয় থাকে, সেকাল পর্যন্ত পরস্পরের উপায়ের ভিন্নতা প্রযুক্ত সাম্প্রদায়িক বিবাদ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ বিবাদ অপ্রয়োজন।

অতএব দ্রষ্টব্য এই যে, আস্তিক্য-জ্ঞান ও যুক্ত-বৈরাগ্যের সহিত প্রত্যাহারকে সুসম্পন্ন করিতে হইবে।

নন্নু জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি শ্রুতিসিদ্ধান্ত ডিণ্ডিমস্য জাগরূকতয়া জ্ঞানে আস্তিক্য পদং কিমর্থমুপন্যস্ত ইত্যপেক্ষায়ামাহ শ্রীসূত্রকারঃ।

জ্ঞানান্মুক্তিঃ জ্ঞানাদ্বন্ধশ্চ ॥ ৩৭ ॥

তত্র জ্ঞানাদাস্তিক্য জ্ঞানাদীশ্বরতত্ত্বজ্ঞানাদিত্যর্থঃ মুক্তিঃ বন্ধনমুক্তিঃ, জ্ঞানাৎ বিষয়-জ্ঞানাৎ শুষ্কজ্ঞানাচ্চ বন্ধঃ সংসার বন্ধনং ভবতীত্যর্থঃ ; সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ইতি জ্ঞানস্য বন্ধকত্বং শ্রীভগবতোক্তং।

(জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয় এই সিদ্ধান্ত-ঘোষ দ্বারা জাগ্রত হইয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, জ্ঞানদ্বারাই যখন মুক্তিলাভ হয়, তখন জ্ঞানের সহিত আস্তিক্য পদ কিজন্য ব্যবহৃত হইয়াছে? ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন,—জ্ঞানদ্বারা মুক্তি যেমন হয়, জ্ঞানদ্বারা বন্ধনও হয়। জ্ঞান যদি আস্তিক্যযুক্ত হয়, ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রতিপাদক হয়, তবেই তাহা জীবের মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি-সম্পাদক হয় ; নচেৎ বিষয়-জ্ঞান, শুষ্ক-জ্ঞান ইত্যাদিরূপ জ্ঞানসকল কেবল সংসারবন্ধন বর্ধন করে। ইহার প্রমাণ, গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি—প্রকৃতির ত্রিগুণের মধ্যে সত্বগুণ অপেক্ষাকৃত নির্মল, প্রকাশকারী ও পাপশূন্য হইলেও ইহাই চৈতন্যস্বরূপ জীবকে জ্ঞানসঙ্গ ও সুখের সঙ্গদ্বারা বদ্ধ করে)।

নিরুপাধি দ্বৈত জ্ঞানদ্বারা জীবের স্বাভাবিক অবস্থা অর্থাৎ মুক্তি সিদ্ধ হয়। কিন্তু জ্ঞান যখন বিষয়-জ্ঞান অর্থাৎ নাস্তিক সিদ্ধান্তে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহা দ্বারা জীবের দৃঢ় বন্ধন হয়--ইহা সর্বশাস্ত্র সিদ্ধান্ত। 'বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী' গ্রন্থে নাস্তিকের সিদ্ধান্ত এই যে, "অহো কুত্র কর্ম, কেন দৃষ্টং, কদা, কেন বা উপার্জিতম্! জন্মান্তর-কৃতমিতি চেৎ তদেব নাস্তি, প্রমাণাভাবাৎ সুখদুঃখাদিকং পুনঃ প্রবাহধর্ম্মতয়া, শরীরিণামনিয়তং। বস্তুতো জগদেতদসদিতি সর্বমিদং ভ্রম এব।" এই প্রকার সিদ্ধান্তের দ্বারা জীবের বন্ধন হয়। ইহাকে কেবল বিষয়-জ্ঞান বলা যায়। সাধারণ পশুদিগেরও এই সিদ্ধান্ত যেহেতু তাহারা পূর্ব ও পর এই দুই অবস্থার আলোচনা করে না, এবং তাহাদের কর্মফলের উপলব্ধি নাই, কেবলমাত্র প্রবাহরূপ স্বভাবকে স্বীকার করে অতএব তাহারা কেবল ইন্দ্রিয়সেবায় দিনপাত করতঃ মরণান্তে নিকৃষ্ট অবস্থাকে প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে জীবের সত্তা অস্বীকার করত যাহারা একমাত্র ব্রহ্মে পর্যবসান হয়, তাহারা শুষ্ক জ্ঞানী। তাহারা চিদানন্দময় জীবকে এরূপ জ্ঞানজালে আবদ্ধ করে যে কদাচ তাহাদের আর মুক্তি হয় না। সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের সংস্পর্শানন্দ অনন্তকাল পর্যন্ত সেবন করিয়া যে সকল পুরুষেরা নিরুপাধি হয়, তাহারাই কেবল যথার্থ মুক্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

নির্বাণভুক্ পুরুষদিগকে মুক্ত বলা যায় না. যেহেতু তাহারা সত্ত্বগুণের বিকাশরূপ নির্বাণ প্রাপ্ত হওয়ায় নির্গুণ সুখাস্বাদন করিতে পারে না। তথাহি চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে রামানন্দরায় বাক্যং—

নির্বাণনিম্বফলমেব রসানভিজ্ঞা শ্চূষন্তু নামরসতত্ত্ববিদো বয়ন্তু।

শ্যামামৃতং মদনমন্থর গোপরামানেত্রাঞ্জলীচুলুকিতাবসিতং পিবামঃ॥

(অরসিক জ্ঞানিগণ নির্বাণ-রূপ নিম্বফল চুষিতে থাকুন। শ্রীনামতত্ত্বরসবিদ্ আমরা কিন্তু,—মদনাবেশে মন্থরগতিবিশিষ্ট গোপরামাগণ নয়ন-কটাক্ষে যে শ্যামরস পান করিয়াছেন, তাহারই অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ পান করিব)।

তত্রৈব পুনশ্চ কে মুক্তাঃ ইতি চৈতন্যদেবস্য প্রশ্নে শ্রীরামানন্দ সারগ্রাহিণা প্রদত্তং—

প্রত্যাসত্তির্হরিচরণয়োঃ সানুরাগেন রাগে প্রীতিঃপ্রেমাতিশয়িনী হরের্ভক্তিযোগেন যোগে।

আস্থা তস্য প্রণয়রভসস্যোপদেহে ন দেহে যেষাং তে হি প্রকৃতিসরসা হন্ত মুক্তা ন মুক্তাঃ॥

(পুনরায় সেই প্রসঙ্গেই, শ্রীচৈতন্যদেবের, 'মুক্ত কাহারা ?' এই প্রশ্নের উত্তররূপে সারগ্রাহী শ্রীরামানন্দ রায়ের উত্তর যথা,—শ্রীহরির চরণদ্বয়ে অনুরাগের সহিত যাহাদের নৈকট্য, জড়বিষয়রাগে নহে ; নিরতিশয় প্রেম-সহকারে হরিভক্তিযোগে যাহাদের প্রীতি, অষ্টাঙ্গযোগে নহে ; প্রণয়হর্ষমূর্তি ভগবানের উপদেহে (অঙ্গরাগে) যাঁহাদের আস্থা, জড়দেহে নহে ; তাহারাই সরস-প্রকৃতিযুক্ত প্রকৃত মুক্ত ; অন্য মুক্ত ব্যক্তিরা প্রকৃত মুক্ত নহেন)।

অতএব ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিংশতি, একবিংশতি ও দ্বাবিংশতি শ্লোকোক্ত ত্রিবিধ জ্ঞানকে অতিক্রম করতঃ ঐ অধ্যায়ের চতুঃষষ্ঠি শ্লোক হইতে ব্যাখ্যাত যে নির্গুণ জ্ঞান, তাহা অবলম্বন করিলে রামানন্দরায়োক্ত মুক্তির আবির্ভাব হয় যথা ;—

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। ইষ্টোঽসি মে দৃঢমিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

(এক্ষণে তোমাকে সর্বগুহ্যতম ভগবজ্জ্ঞান উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। গীতাশাস্ত্রে যত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তার মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব তোমার হিতের জন্য আমি বলিতেছি। আমার ভক্ত হইয়া তুমি আমাকেই চিত্ত অর্পণ কর ; সমস্ত কর্ম্মেই আমার এই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের যজন কর। আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, ইহা দ্বারা তুমি আমার এই সচ্চিদানন্দরূপের নিত্য সেবকত্ব লাভ করিবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়াই এই নির্গুণ ভক্তির উপদেশ করিতেছি। সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক ধর্মের নিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাগতিই গ্রহণ কর, এবং আমার প্রীত্যর্থই অখিল চেষ্টা কর। তাহা হইলে সমস্ত প্রকারের পাপ হইতে তোমাকে উদ্ধার করিব)।

এই প্রকার আস্তিক্য জ্ঞানের ব্যাখ্যা করিয়া যুক্ত-বৈরাগ্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন যথা,—যুক্ত বৈরাগ্যমিতি যুক্ত পদোপদানে প্রায়ঃ সূচয়তি।

বৈরাগ্যান্মুক্তিঃ বৈরাগ্যাৎবন্ধশ্চ ॥ ৩৮ ॥

যুক্ত-বৈরাগ্যমিতি যুক্ত পদোপদানেন সূত্রকারস্যায়মভিপ্রায়ঃ বৈরাগ্যং দ্বিবিধং যুক্তবৈরাগ্যং ফল্গু বৈরাগ্যঞ্চেতি তত্র যুক্ত বৈরাগ্যং নাম ফলানাসঙ্গেন ঈশ্বরার্পণেনচ সদাচারানুসারেন যথাবিধি

শৌচ চরিত্রানুষ্ঠানং তস্মাৎ জীবানাং সংসারবন্ধবিমুক্তিঃ অনাশ্রিত্য কর্মফলং কার্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সন্যাসি চ যোগিচেত্যাদীনি বহুনি গীতাবাক্যানি দ্রষ্টব্যানি। ফল্গু বৈরাগ্যং তু নীরসং চিত্তকাঠিন্য হেতুভূতং গর্বাতিশয় সম্পাদকং তুচ্ছং মর্কট বৈরাগ্যমিতি ব্যপদিশতি অতএব সংসার দুঃখপ্রদং। ন ত্যাগেন একে অমৃতত্বমানশু ইত্যাদি শ্রুতেঃ স কৃত্বা রাজসং ত্যাগঃ নৈব ত্যাগফলং লভেৎ, মিথ্যাচার স উচ্যতে ইত্যাদি গীতা বচনং।

(বৈরাগ্য পদের সহিত যুক্ত শব্দের যোগদ্বারা সহজে জানা যায় যে বৈরাগ্য, যুক্ত বা উপযুক্ত এক প্রকার, আর অনুপযুক্ত বা ফল্গু অন্য প্রকার। ফলাকাঙ্ক্ষারহিত সৎকর্ম এবং সদাচার পালন করিয়া ঈশ্বরার্পিত চিত্তশুদ্ধিদ্বারা যথাবিধি শৌচাচার, সচ্চরিত্রানুষ্ঠান দ্বারা জীবগণের সংসারবন্ধ হইতে বিমুক্তি প্রাপ্ত হয়; শ্রীভগবানের উপদেশে যথা,—নিরগ্নি অর্থা- অগ্নিহোত্রাদি কর্মত্যাগ করিলেই যে সন্নাসী, এরূপ মনে করিবে না এবং অর্ধনিমীলিত নেত্র হইয়া দৈহিক চেষ্টা শূন্য হইলেই যে অষ্টাঙ্গ যোগী হয়, তাহাও নয়। কিন্তু কর্মফল ত্যাগপূর্বক যিনি কর্তব্যকর্ম্মসকল করেন, তাহাকেই 'সন্যাসী' এবং 'যোগী' এই উভয় নাম প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই প্রকারের বহু গীতাবাক্য দৃষ্ট হয়। ফল্গু বৈরাগ্য অত্যন্ত নীরস, চিত্তকাঠিন্যের কারণ, অতিশয় গর্ব উৎপাদন করে এবং তুচ্ছ; ইহা 'মর্কটবৈরাগ্য' আখ্যাদ্বারা সাধুজনকর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া কেবল সংসার দুঃখকেই প্রদান করে। শ্রুতির উক্তি অনুসারেও,—কেবল ত্যাগদ্বারাই কেহই পরমপদ লাভ করে না। গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—নিত্যকর্মের সন্যাস সম্ভব নয়; ভ্রমক্রমে যাঁহারা নিত্যকর্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের ত্যাগই তামসত্যাগ। যিনি নিত্যকর্মকে ক্লেশকর জানিয়া ভয়ের সহিত ত্যাগ করেন, তাঁহার ত্যাগই রাজস ত্যাগ; তিনি ইহা দ্বারা ত্যাগের ফল প্রাপ্ত হন না। গীতা তৃতীয়ে,—যাহার চিত্ত শোধিত হয় নাই, তাহার কর্মেন্দ্রিয় সংযম করিলে কি হইবে? সেই ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয় সমুদয় সংযম করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ার্থের আলোচনা করিতে থাকিবে। অতএব সেই মূঢ়কে 'মিথ্যাচারী' বলা যায়)।

বৈরাগ্য গ্রহণ করিবামাত্র জীবের সংসার মুক্তি হয় এইরূপ একটি বদ্ধমূল বিশ্বাস হইতে অবৈষ্ণব সম্মান ও সহবাসরূপ একটি বৃহদনর্থ উৎপত্তি হইয়াছে। বৈরাগ্য দুই প্রকার অর্থাৎ যুক্ত ও ফল্গু। কেবল মাত্র বৈরাগ্য কিছু ধারণ করত ভ্রমণ করিবার দ্বারা এক প্রকার ফল্গু বৈরাগ্য আচরিত হয়। ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে প্রকৃত সাধুদিগের অপমান ও সরলচিত্ত ব্যক্তিদিগের তদনুকরণ দ্বারা অধঃপতন হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মহাপ্রভু বাক্যং—

মর্কট বৈরাগী সব বৈরাগ্য করিয়া। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥

সমুদায় ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণবচিহ্নসকল ধারণ করিয়া যাঁহারা সংসার হইতে দূরীভূত হন, তাহাদের বৈরাগ্যও ফল্গু। তথাহি ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ শ্রীরূপ গোস্বামী বাক্যং—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

(মুমুক্ষুজন-কৃত প্রাকৃত বুদ্ধিতে হরিসম্বন্ধি মহাপ্রসাদাদি বস্তুর যে পরিত্যাগ, তাহাকে ফল্গু বৈরাগ্য কহে; ইহা ভক্তিমার্গে অনুপযোগী। প্রসাদাদি প্রার্থনা না করা এক প্রকার বৈরাগ্য, এবং প্রাপ্ত প্রসাদের উপেক্ষা অপরাধরূপে পরিগণিত)।

তথাচ গীতায়াং—

নিয়তস্য তু সন্যাসঃ কর্ম্মণোনোপপদ্যতে। মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ॥

দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ। স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥

তথাচ ভাগবতে একাদশে, দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবদ্বাক্যম্।

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা॥

(শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব! সৎসঙ্গ সর্ববিষয়ের আসক্তি-বিনাশক বলিয়া উহা আমাকে যেরূপ বশীভূত করে; যোগ, সাংখ্য, অহিংসাদি সাধারণ ধর্মানুষ্ঠান, স্বাধ্যায়, তপঃ, সন্যাস, যাগাদি ইষ্টকর্ম, কূপখননাদি পূর্তকর্ম, দক্ষিণা, ব্রত, দেবপূজা, সরহস্য মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম অথবা যম—এ সকল তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না)।

অতএব অভক্তিপর বৈরাগ্য নিতান্ত অকর্ম্মণ্য কিন্তু যুক্ত বৈরাগ্যই প্রত্যাহার-সাধক জানিতে হইবে। সমস্ত কর্তব্যকর্ম্ম নিষ্কামরূপে সাধন করার নাম যুক্ত বৈরাগ্য। তথাহি গীতায়াং।

কার্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুনঃ। সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥

নহি দেহভৃতাং শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ। যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥

পুনশ্চ তত্রৈব বিধীয়তে।

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ। কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্ত সর্বপরিগ্রহঃ। শরীরং কেবলং কর্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥

(হে অর্জুন, যিনি কর্ত্তব্যবোধে নিত্য কর্ম অনুষ্ঠান করেন এবং সেই কর্মের আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ করেন, তাঁহার ত্যাগই সাত্ত্বিক। দেহধারী জীবের সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ সম্ভব নয়। অতএব যিনি সমস্ত কর্মফল ত্যাগী, তিনিই বাস্তবিক ত্যাগী। পুনশ্চ,—যোগ ও ক্ষেম লাভের আশয়-শূন্য ও নিজানন্দে পরিতৃপ্ত হইয়া যিনি কর্মফলাসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত কর্মে অভিপ্রবৃত্ত হন, তিনি সমস্ত কর্ম করিয়াও কিছুই করেন না অর্থাৎ সেই সমস্ত কর্মফলে আবদ্ধ হন না! তিনি স্বীয় শরীর ও চিত্তকে বুদ্ধির অধীন রাখিয়া, ফলাশা ও সমস্ত পরিগ্রহ অর্থাৎ সংগ্রহ-চেষ্টাতিশয্য ত্যাগ করতঃ কেবলমাত্র শরীর যাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য কর্ম করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার কর্ম-জনিত পাপ বা পুণ্য কিছুই হয় না)।

অতএব দেহযাত্রা সম্যক্ নির্বাহের যে সকল প্রয়োজনীয় কর্ম, তাহা বৈরাগ্যেরই অঙ্গ যেহেতু তাহারা প্রত্যাহারের সাধক, কদাপি বাধক হয় না।

অতএব গীতায়াং

যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু। যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে। নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥

(নিয়মিত আহার-বিহারকারী, কর্মসমূহে নিয়ত চেষ্টাবিশিষ্ট, পরিমিত নিদ্রা ও জাগরণকারী ব্যক্তির যোগ দুঃখহরণকারী হয়। যখন সাধকের চিত্তবৃত্তি জড়াবিষ্টতা পরিত্যাগ করে এবং অপ্রাকৃত বিশেষসমূহে অর্থাৎ আত্মতত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত হয়, তখন সেই পুরুষ সমস্ত জড়কামশূন্য হইয়া যোগযুক্ত হইয়া পড়ে)।

অপিচ তত্ব জিজ্ঞাসাই অখিল কর্মের উদ্দেশ্য। বিষয়াসক্তির দ্বারা এই তত্ব-জিজ্ঞাসার বিশেষ ব্যাঘাৎ ঘটে এজন্য বৈরাগ্যকে শ্রেয় বলা হইয়াছে। তত্ব-জিজ্ঞাসারূপ পরানুশীলনের বৈরাগ্যরূপ প্রত্যাহারই একমাত্র সহচর। দেহধারী পুরুষদিগের পক্ষে বৈরাগ্য ব্যতীত পরানুশীলন নিতান্ত অসম্ভব। কিন্তু গাঢ় বিবেচনা করিলে শরীর থাকা সত্বে কর্ম্মের অভাব হইতে পারে না। যদিও অভ্যাসের দ্বারা অনেক কর্ম্মের সংক্ষেপ করা যায় সত্য, কিন্তু ঐ অভ্যাসে যে কাল বিগত হয় তাহা স্বল্প নহে অতএব কর্ম্ম সংক্ষেপের জন্য অভ্যাসের দ্বারা কালাতিপাত না করিয়া কেবল শারীরিক কর্ম নির্বাহপূর্বক তত্ব জিজ্ঞাসায় জীবন ব্যয় করা কর্তব্য ; এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সারগ্রাহী চূড়ামণি সূত কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে যথা,--

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেন কথাসু যঃ। নোৎপাদয়েদ্ যদিরতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥
ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোর্থায়োপ কল্পতে। নার্থস্য ধর্মৈকান্তস্য কামোলাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয় প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা। জীবস্য তত্বজিজ্ঞাসা নার্থোযশ্চেহ কর্মভিঃ॥

(শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদিকে বলিলেন,—উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত বর্ণাশ্রম ধর্ম যখন পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ উৎপন্ন না করিতে পারে, তখন কেবল পরিশ্রম মাত্রই তাহার ফল হয়। ত্রিবর্গজনিত লৌকিক ধর্ম্ম (পুণ্যকর্ম্ম) অর্থ ও কামকে উৎপন্ন করিয়া নিরস্ত হয়। আপবর্গ্যধর্ম ত্রিবর্গ দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। আপবর্গ্য ধর্ম্মের অর্থ গৃহীত হইয়া কামলাভের জন্যই হয় না। ধর্মে যে অর্থ হয় তাহাতে কাম লাভ হয় বটে, কিন্তু কামেই ধর্ম্মের একান্ত পর্যবসান নয়। কাম যে ইন্দ্রিয় প্রীতিরূপ ত্রৈবর্গিক ধর্মের ফল, তাহা অপবর্গ ধর্মে নাই। আপবর্গ্য-ধর্মে অর্থ কামকে দেয় বটে কিন্তু সে কাম কেবল জীবনযাত্রার উপযোগী মাত্র। কামভোগ চরম নয়। ইন্দ্রিয়প্রীতির অনুসন্ধান এই ধর্মে নাই। নিষ্পাপভাবে সহজে জীবন নির্বাহিত হইয়া জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য যে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, তাহা সম্পাদিত হওয়াই আপবর্গ্য ধর্মের তাৎপর্য। কর্মকাণ্ড যাহাকে অর্থ বলে, তাহা এই ধর্মের অর্থ নয়)।

আহার, নিদ্রা, বিহার, শয়ন, ভ্রমণ প্রভৃতি যতপ্রকার শারীরিক অভাব আছে, ঐ সকলকে ন্যায্য উপায়ের দ্বারা বিশেষরূপে নিয়মিত করিলে পরানুশীলনের বিশেষ সাবকাশ হয়। এই নিয়মকেই যুক্ত-বৈরাগ্য কহা যায় অতএব ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে শ্রীরূপগোস্বামী কহিয়াছেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্য মুচ্যতে॥

(অনাসক্ত হইয়া ভক্তির অনুকূলে যথোপযুক্ত বিষয়ভোগ করতঃ কৃষ্ণসম্বন্ধি মহাপ্রসাদ-মাল্যচন্দনাদি বস্তুতে যে আগ্রহ হয়, তাহাকেই যুক্তবৈরাগ্য বলে, ইহাই ভক্তি প্রবেশযোগ্য অথবা ভক্তির সহচর, উপযুক্ত বৈরাগ্য)।

এ প্রকার বিবেচনা করিলে একপত্নীব্রত, অনালস্য, যুক্তাহার, যুক্ত নিদ্রাবান্, যুক্তগন্ধসেবী, যুক্তবাক্, সৎকথাশ্রবণশীল, যুক্তাশ্রমী এবং পরানুরাগব্যাকুল গৃহস্থপুরুষেরাই যথার্থ বৈরাগী ও মুক্ত। তদতিরিক্ত কোন শ্রেণীর যুক্তবৈরাগ্য দৃষ্ট হয় না। এই প্রকার যুক্ত বৈরাগ্যের দ্বারাই প্রত্যাহার সুসম্পন্ন হয়। এ স্থলে আশঙ্কা এই যে, যদি প্রত্যাহার অসম্পন্ন হয়, অর্থাৎ প্রত্যাহারের যত্ন না

করিয়া যদি কেহ কেহ কেবল পরানুশীলনই করে, তাহার কি ফল হইবে ইহার সমাধানার্থ পরবর্তী সূত্র হইল।

নন্বেবমুক্তস্থ ক্রমস্য ভঙ্গে বৈপরীত্যেচ অনিষ্টমেবস্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্য সূত্রয়তি,—

প্রত্যাহারাসম্পত্তেঃ পরভক্ত্যসিদ্ধাবপি নাধঃপতনম্॥ ৩৯॥

পূর্ব্বোক্ত প্রত্যাহারো যদ্যসম্পন্নঃ স্যাৎ তদা পরাভক্তির্সিদ্ধতি তথাপি নাধঃপতনং ভক্তানাং ভক্তেশ্চ কর্ম্মাপূর্তো কর্ম্মজড়ানামিব অধঃপতনং জন্মনা অবস্থায়া বা ন্যূনত্বং ন স্যাৎ। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতীতি গীতা বচনাৎ।

(পরানুশীলন প্রত্যাহারযুক্ত হইলেই ভক্তিপথে সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু এই সাধনে যদি কাহারও ক্রমভঙ্গ হয়, তাহারা কি বায়ুচালিত ছিন্নমেঘের ন্যায় অনিষ্টপ্রাপ্ত হয় না? এই আশঙ্কার সমাধানার্থ বলিতেছেন;—সাধনপথে যদি সাধকের প্রত্যাহার সিদ্ধি না হইয়া থাকে, তবে তদ্রূপ পরানুশীলন দ্বারা পরাভক্তি সিদ্ধ না হইলেও সাধক অধঃপতনগ্রস্ত হয় না, ইহাই দৃষ্ট হয়। প্রত্যাহার সম্পন্নতা বিহীন সাধকভক্তগণ যদিও বিষয়বন্ধনের প্রতিনিবৃত্তির অভাবে প্রায় কর্মসঙ্গি হইয়া পড়েন, তবুও তাহারা পরানুশীলনের প্রভাবে একই স্তরে অবস্থান করিয়া অধঃপতন হইতে রক্ষা পাইবেন। গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি অনুসারে,—হে পার্থ, শুভানুষ্ঠানকারী অর্থাৎ আমাতে ভক্তি যাজনকারী কেহই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। তাঁহাদের কখনই ইহলোক সুখ ও পরলোক প্রাপ্তির সম্ভাবনা বিনষ্ট হয় না। পরবর্তী জন্মে তাঁহারা আমার ভজনের সুযোগ লাভ করেন)।

মনুষ্যের পাপ অনেকবিধ, তন্মধ্যে অনৃত, চৌর্য, জীবহিংসা, মাদক সেবন, লাম্পট্য, আলস্য, অর্থলোভ, পরনিন্দা, মহদতিক্রম, বৃথা কালক্ষেপণ, বঞ্চনা, পিতামাতা প্রভৃতির প্রতি কর্তব্যের ত্রুটি, রাজবিদ্রোহ, নৃত্যগীতছলে অসৎ সঙ্গ, অজ্ঞান ও অহংকার ইহারা প্রধান শ্রেণীভুক্ত। এই সমুদায় ও অনেকানেক অন্য পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়াই প্রত্যাহার। যদিও পাপ প্রবৃত্তি জীবের পক্ষে স্বাভাবিক নহে, তথাপি বহুকাল অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হওয়ায় উহারা স্বভাব-প্রায় হইয়া উঠে এবং স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ বা বৃত্তির ন্যায় কার্য করিতে থাকে। পুরাতন চৌরদিগের চৌর্য বৃত্তিই তাহাদের কার্যের উত্তেজক। লাম্পট্য বৃত্তির দ্বারা উত্তেজিত হইয়া একপত্নী ব্রতত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক অনেক পশুসদৃশ ব্যক্তিরা বেশ্যা ও পরস্ত্রী গমন করে। মাংসভোজন করিতে করিতে রাক্ষস-স্বভাব দৃঢ়ীভূত হইলে জীবহত্যা স্বাভাবিক বৃত্তি হয় অর্থাৎ জীবের প্রতি স্বতঃসিদ্ধ দয়া লুক্কায়িত হয়। বদ্ধজীব সকল এই প্রকার নানাবিধ অস্বাভাবিক বৃত্তির কিঙ্কর হইয়া সংসারে নিতান্ত আসক্ত থাকে। প্রত্যাহারের তাৎপর্য এই যে, ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা ঐ সকল অস্বাভাবিক বৃত্তিকে দমন করিলে স্বতঃসিদ্ধ বৃত্তির গৌরব হইয়া উঠে। মনুষ্য জীবন অতিশয় স্বল্প অতএব সমুদায় অস্বাভাবিক বৃত্তিকে এক জীবনের মধ্যে পরিত্যাগ করা সুসাধ্য নহে। অতএব প্রত্যাহার-সাধক পুরুষের কর্তব্য এই যে, প্রথমে আপনাকে পরীক্ষা করত কতপ্রকার পাপবৃত্তি প্রবল আছে তাহার নির্ণয় করেন। ঐ বৃত্তি-সকলের মধ্যে যে প্রধান বৃত্তি, তাহার দমন করিবার যত্ন করিলে দুই তিন বৎসরের মধ্যে তাহা দমন হইতে পারে। একটী বৃত্তি দমন হইলে অন্য আর একটী বৃত্তির প্রতি মনোযোগ করা কর্তব্য।

অতএব গীতায় কথিত আছে,—

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌বুদ্ধ্যা ধৃতি গৃহীতয়া। আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চল মস্থিরম্। ততস্ততো নিয়মৈ্যতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥

এই সকল পাপের একটী সংখ্যা করিয়া রাখা সকলের উচিত। যদিও অনেকে সমুদায় পাপ-প্রবৃত্তির বশীভূত নহেন, তথাপি সমুদায় পাপের বিশেষ সংখ্যা থাকিলে উপরতির সাধনের উপকার হয়।

যে পাপ দমন হইয়া গেল, তাহাকে সংখ্যাপত্র হইতে বহির্ভূত করিয়া অবশিষ্ট পাপের নিরোধের জন্য যত্ন পাইতে হইবে। এক ব্যক্তির পরমায়ুর মধ্যে অবশ্য দশটী পাপ দমন হওয়ার সম্ভাবনা। ইহাও বিশেষ যত্ন করিলেই হইতে পারে, নতুবা সংশোধনের সম্ভাবনা নাই। অনেকেই ইহার বিশেষ যত্ন না করায় পাপকে পাপ বোধ করিয়াও ছাড়িতে পারেন না। কিন্তু যৎকালে এই প্রকার পাপের বশ ও দমন হইতে থাকে, তৎকালে পরানুশীলনও কিছু কিছু প্রয়োজন। নতুবা তাহা শুষ্কবৈরাগ্য হইবে ইহাতে সন্দেহ কি? যাঁহারা এই প্রকার প্রত্যাহারের যত্ন করেন, তাঁহাদের প্রত্যাহার যদিও সম্পূর্ণ না হইতে হইতে মৃত্যু হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। যেহেতু মৃত্যুই শেষ অবস্থা নহে, মৃত্যুর পরে যে অবস্থান্তর আছে ইহা স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসমূলক। ঐ ভাবী অবস্থায় পূর্ব অভ্যাস-ক্রমে ফল হইবে এবং তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে পাপ হইতে উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা আছে। তথা গীতায়াং—

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ। জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥

অনেকেই বিশেষ যত্নপূর্ব্বক পরানুশীলনের কোন কোন প্রত্যঙ্গ সাধন করেন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত-প্রত্যাহারের যত্ন করেন না; তজ্জন্যই তাঁহাদের সাধনভক্তির ভাব ও প্রেম-রূপ উন্নত অবস্থা হয় না; কেবলমাত্র পরানুশীলনবৃত্তি জাগ্রত থাকে। অনেককে লাম্পট্যপ্রিয় দেখা যায়, কিন্তু তাঁহারা ভগবদ্ভজনোল্লেখে পুলকাশ্রু প্রভৃতি প্রকাশ করেন, ইহাতে অনেকেই এরূপ সন্দেহ করেন যে প্রত্যাহার সম্পন্ন না হওইাও তাঁহাদের ভাব বা প্রেমের উদয় হইয়াছে। এটি বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে যেহেতু যাহার ভাব বা প্রেম উদয় হইবে, তাহার আর প্রাকৃত বিষয় লাম্পট্য সম্ভব হয় না। অতএব যাহাদের প্রত্যাহার সম্পন্ন হয় নাই, তাহাদের পুলকাশ্রু ঔপাধিক মাত্র জানিতে হইবে। অতএব রূপগোস্বামী বলেন যে,—

কৃষ্ণোন্মুখং স্বয়ং যান্তি যমাঃ শৌচাদয়স্তথা।

পুনশ্চ কহিলেন যে,—

সা ভুক্তিমুক্তিকামত্বাচ্ছুদ্ধাং ভক্তিমকুর্ব্বতাং। হৃদয়ে সম্ভবত্যেষাং কথং ভাগবতীঃ রতিঃ ॥

তাহাকে প্রবিবিম্ব কহিলেন,—

আশ্রমাভীষ্টনির্ব্বাহী রতিলক্ষণলক্ষিতঃ। ভোগাপবর্গসৌখ্যাংশব্যঞ্জকঃ প্রতিবিম্বকঃ ॥

এ প্রকার প্রতিবিম্বও ভাল, কিন্তু যথার্থ সাধুদিগের প্রতি অপরাধ হইলে তাহাও ক্ষয় হয় এবং যথার্থভাবও ক্ষয় হয় যথা,—

ভাবোঽপ্যভাবমায়াতি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠাপরাধতঃ। আভাসতাঞ্চ শনকৈন্যূর্নজাতীয়তামপি॥

(কৃষ্ণভজনে উন্মুখ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যম, নিয়ম, অহিংসা প্রভৃতি ও শৌচাদি স্বয়ংই উপস্থিত হয়—ভক্তদের যম-নিয়মাদি স্বতঃসিদ্ধই। হরিসেবাকরণে সর্ব্বতোভাবে অভীপ্সু জনেই ঐ সমস্ত গুণাবলী স্বয়ংই উপস্থিত হয়। ভুক্তি-মুক্তির কামনাপ্রযুক্ত জ্ঞানকর্ম্মাদির অমিশ্র বিশুদ্ধ ভক্তিতে অনধিকারী কর্মী ও জ্ঞানীদের হৃদয়ে কি প্রকারে সেই ভাগবতী রতির উদয়ের সম্ভাবনা হয় ? এই প্রকারের ব্যক্তির কোন রতি লক্ষণ যদি উদয় হয়, তাহাকে প্রতিবিম্ব রত্যাভাস বলিয়া জানিতে হইবে। অশ্রুপুলকাদি দুই একটি চিহ্নের বিদ্যমানে রতি বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হইয়া যে রত্যাভ্যাস—ভোগ ও মোক্ষাদির সৌখ্যাংশব্যঞ্জক হয়, তাহাকে 'প্রতিবিম্ব' বলে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রিয় পার্ষদাদির নিকট অপরাধ ঘটিলে ভাবও একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। মধ্যম অপরাধে ঐ ভাব আভাসত্ব প্রাপ্ত হয় এবং অল্পাপরাধে ন্যূনজাতীয়তা প্রাপ্তি করে অর্থাৎ উজ্জ্বল রতিমান্ সাধক দাস্যরতি এবং দাস্যবান্ জন শান্তাদি রতিপ্রাপ্তি করে)।

অতএব ক্রমশঃ প্রত্যাহারের যত্ন করা সকলেরই কর্তব্য, সম্পূর্ণ প্রত্যাহার সম্পন্ন হইবার আয়ু নাই বলিয়া আশঙ্কা করিতে হইবে না যেহেতু প্রত্যাহারকে সহচর না করিলে প্রেমের প্রাদুর্ভাব হইতে পারিবে না।

অতএব সূত্র হইল যে,—

প্রত্যাহারসমৃদ্ধ্যা সাধনং ভাবস্তয়ৈবভাবাৎ প্রেম ॥ ৪০ ॥

ননু ভক্তেঃ কীদৃশ উত্তরোত্তরং শ্রেষ্ঠ ক্রম ইত্যপেক্ষায়ামাহ প্রত্যাহারেতি। প্রত্যাহারস্য সমৃদ্ধ্যা অভ্যাসবশেন উত্তরোত্তরাধিক্যেন ভক্তেরুত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা ভবতি প্রথমতঃ সাধনং ভাবঃ সাধনাত্মিকা ভক্তির্ভাবরূপা ভবতি তয়ৈব ভাবাৎ প্রেম তয়ৈব প্রত্যাহার সমৃদ্ধ্যা সহিতা সতি ভাবভক্তি প্রেমরূপা ভবতীত্যর্থঃ। অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ইতি গীতাবচনং প্রমাণম্।

(প্রত্যাহারযুক্ত ভক্তিসাধন ক্রমে ভাবভক্তিরূপে পরিণত হয়, এবং প্রত্যাহার-সম্পন্ন ভাবভক্তি ক্রমে প্রেমভক্তিরূপে পরিণত হয়। প্রত্যাহার অভ্যস্ত না হহলে ভক্তির উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভগবানের শ্রীমুখোক্তি অনুসারে, গীতা দ্বাদশ অধ্যায়ে,—হে ধনঞ্জয়, আমাতে যদি চিত্তকে স্থিরভাবে স্থাপন করিতে না পারিলে অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর)।

প্রত্যাহারের যতই সমৃদ্ধি হয় সাধকের আত্মা ক্রমশঃ ততই নির্ম্মল হইতে থাকে। আত্মা যতই নির্ম্মল হয়, ভগবানের স্বরূপ ততই নির্ম্মলরূপে সাধকের নিকট প্রতীত হয়। অতএব ভগবান্ ও জীবের সম্বন্ধ-সূত্ররূপ ভক্তিও ক্রমশঃ নির্ম্মলত্ব লাভ করে। সাধনের জড়ত্ব ভাবে নাই এবং ভাবের প্রাকৃতত্ব প্রেমে থাকিতে পারে না। যদিও সাধনেই ভাব ও প্রেম মন ও আত্মা এই দ্বিবিধ অধিকরণ-ভেদে পূর্ব্বেই অর্থাৎ ৩৫ সূত্রের ভাষ্যে দর্শিত হইয়াছে, তথাপি সাধনের জড়ত্ব পরিত্যাগ অবস্থা ও ভাবের অপ্রাকৃতত্ব প্রাপ্তিরূপ নির্মল প্রেমাবস্থা স্বীকার করিতে হইবে। সাধন অবশ্যই

সর্ব্বকাল ভাব ও প্রেমের অধীন থাকিবে। ভাব কোন সময়ে সাধন হইতে স্বাধীন হইয়া কেবল প্রেমের অধীনতা স্বীকার করিতে থাকিবে। কিন্তু প্রেম যখন মুক্ত আত্মায় অবস্থিতি করে, তখন ইহার সাধন বা ভাবের সহিত কিছুমাত্র সম্বন্ধ থাকে না, যেহেতু তৎকালে ইহাকে নিরুপাধিক রাগ বলা যায়। ভক্তি শব্দে এই সমুদায় অবস্থাকে বুঝায়। অতএব শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে দ্বিতীয় লহরীতে কহিলেন,

সা ভক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেমাচেতি ত্রিধোদিতা।
কৃতি সাধ্যা ভবেৎ সাধ্য ভাবা সা সাধনাভিধা॥
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥

(পূর্ব্বোক্ত এই ভক্তি,—সাধন, ভাব ও প্রেম নামে ত্রিবিধ আখ্যায় অভিহিত হয়। সাধন ও সাধ্যরূপা ভেদে ভক্তি দ্বিবিধা হইলেও এস্থলে আপাততঃ প্রতিতীর জন্য ভেদত্রয় বিবেচিত হইতেছে। ইন্দ্রিয়-ব্যাপার দ্বারা এই উত্তমা ভক্তি অনুষ্ঠিতা হইলে তাহাকে সাধনভক্তি বলে। নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণে শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষরূপে (কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তিরূপে) নিত্য বর্তমান ভাবের ঐ হৃদয়ে স্বয়ং স্ফুরণ হয় বলিয়া কৃত্রিমতা-শঙ্কা হইতে পারে না। সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ইহারা সকলে পর্যন্ত অকৃত্রিম। সুতরাং এই স্থলে সাধ্যতা-অর্থে নিত্যসিদ্ধ ভক্ত-হৃদয়ে ভাবের প্রাদুর্ভাব মাত্রই বুঝিতে হইবে। 'নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তি সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদ্যে শুদ্ধচিত্তে করায়ে উদয়')।

এই বিশুদ্ধ প্রেম দুই প্রকার অর্থাৎ ভাবোত্থ এবং প্রসাদোত্থ। ভাবোত্থ প্রেম দুই ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ বৈধ ভাবোত্থ ও রাগানুগা ভাবোত্থ। ভাবও তদ্রূপ দুই প্রকার অর্থাৎ সাধনোত্থ ও প্রসাদোত্থ। সাধনোত্থ ভাবও দুই প্রকার অর্থা বৈধী সাধনোত্থ ও রাগানুগ সাধনোত্থ। এই সকল বিভাগের মূল উত্তমরূপে বিচার করিলে প্রতীত হইবে যে, উন্নতি দুই প্রকার অর্থাৎ বৈধ ও স্বাধীন। ভগবৎ প্রসাদ ব্যতীত স্বাধীন উন্নতির কোন হেতু দেখা যায় না। বিধি অনুসারে যে উন্নতি, তাহাই সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্য। কদাচ কোন ব্যক্তিতে প্রসোদোত্থ স্বাধীন উন্নতি লক্ষিত হয়। বৈধ উন্নতিই প্রত্যাহারের উপর নির্ভর করে অতএব সাধনের সহিত উপযুক্ত প্রত্যাহার সম্পন্ন হইলে ভাবের উদয় অবশ্যই হইবে এবং ভাবের সহিত উপযুক্ত প্রত্যাহার যুক্ত হইলে প্রেমের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

এই উন্নতি বিচারেই উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধানুযায়ী ভক্তির ভেদ বিচার করা কর্তব্য। ভক্তির দুই প্রকার বর্ণ আছে অর্থাৎ ঐশ্বর্য-জ্ঞানযুক্ত ও কেবলা। পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞতা, ভয়, সম্মান ইত্যাদি বৃত্তি দ্বারা উপাসনা করিতে হইলে ঐশ্বর্য-জ্ঞানযুক্ত ভক্তি হয়। পরব্যোমনাথ, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম প্রভৃতি বৃহদ্ভাবে ভজনকে নিযুক্ত করিলে অবশ্যই ঐশ্বর্য-জ্ঞানযুক্ত ভক্তিই হইবে। কিন্তু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ কৃষ্ণজ্ঞানে কেবল নিরুপাধি কেবলা প্রেমই দেখা যায়। কোন এক বৃহদ্ গুণকে লক্ষ্য করিয়া ভক্ত-সকল ভগবানের নামকরণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, নারায়ণ প্রভৃতি সকল নামই বৃহদ্ গুণ বাচক। ঐ সমুদায় গুণে জীব ও ঈশ্বরের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ নিরূপণ হয় না। ভক্তি রাগরূপা এবং জীবেশ্বর এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সম্বন্ধরূপা অপ্রাকৃত রজ্জুবিশেষ। ইহার দ্বারাই ঈশ্বর কর্তৃক জীব

অনন্তভাবে আকর্ষিত হইতেছেন অতএব সম্বন্ধ-সূত্রে আকর্ষণই ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট প্রকাশ। কৃষ্ণ আকর্ষণ শব্দবাচক অতএব উপাসনা-তত্ত্বে জীবের কৃষ্ণের সহিত কেবল নিত্যসম্বন্ধ। এই কৃষ্ণ ঐশ্বর্যজ্ঞানযুক্ত ভক্তিদ্বারা ততদূর প্রাপ্য নহেন, যেরূপ নিরুপাধি কেবল প্রেমের বশীভূত। অতএব সাধন-ভক্তির উন্নতি হইতে হইতে উপযুক্ত কালে জীবের কেবল সাধনরূপ মধুরসাধন অবলম্বন করা উচিত। মধুর রস ব্যতীত কেবল প্রেমের আর স্থল নাই, ইহাই জ্ঞাতব্য। জীবের প্রাকৃত সম্বন্ধ অপগত হইলে নিরুপাধিভাবে কৃষ্ণসঙ্গানন্দই রতিভাব হইয়া মহাভাব পর্যন্ত অসীমরূপে ব্যাপ্ত হইতে থাকে। ইহাই বাস্তবিক মধুর প্রেম। অতএব শ্রীরূপগোস্বামী লিখিয়াছেন,—

কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি। প্রৌঢানন্দ চমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাং ॥

(আনন্দ স্বরূপা রতিই নিরপেক্ষভাবে অনুভববেদ্য শ্রীকৃষ্ণাদি বিভাবাদির সাহচর্যে আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হইরা পরম প্রৌঢানন্দের চরমসীমা প্রেমকে লাভ করে)।

রূপগোস্বামী পুনশ্চ কহিয়াছেন,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ ॥

অথাসক্তিস্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

(প্রেমোদয়ের প্রাথমিকক্রম এই যে,—প্রথমে সাধুসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারা শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস, তৎপরে ভজনরীতি শিক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ, তৎপরে ভজন-ক্রিয়া, তারপর অনর্থ নিবৃত্তি অর্থাৎ অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ পাপের নাশ, তারপর নিষ্ঠা অর্থাৎ ভজনে বিক্ষেপরহিত সংযোগ, তারপর রুচি অর্থাৎ ভজনে বুদ্ধিপূর্বক অভিলাষ, তৎপরে আসক্তি অর্থাৎ স্বারসিক আকর্ষণ, তদনন্তর ভাব ও তৎপরে প্রেম উদিত হয়। ইহাই প্রেম প্রাদুর্ভাবের সাধারণ ক্রম বলিয়া জানিতে হইবে)।

সিদ্ধান্ত প্রকরণম্

জ্ঞানসূর্যস্য হি রশ্ময়ঃ শাস্ত্রাণি ॥ ৪১ ॥

ননু নানা শাস্ত্রেষু নানামতবাদিনাং নানাবিধ সিদ্ধান্ত সমূহে কমপ্যেকং সিদ্ধান্তমাশ্রিত্য তচ্ছাস্ত্রাধীনতয়া যততাং জীবানাং অবশ্যং শ্রেয়ঃ স্যাৎ কিমনেন তত্ত্বসূত্র পরামর্শ পরিশ্রমেণ ইতি চেৎ ন, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানাবলম্বনমৃতে জীবানামৈকান্তিক শ্রেয়সিদ্ধিরিতি প্রতিপাদায়িতুং পঞ্চমং প্রকরণমারভতে শ্রীসূত্রকারঃ জ্ঞানসূর্যস্যহীতি। হি পদং নিশ্চয়বাচকং হেতুবাচকং বা। জীবানাং স্বতঃ-সিদ্ধজ্ঞানমেব সূর্যঃ ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ স্বপ্রকাশত্বাৎ অজ্ঞানধ্বান্তধ্বংসকত্বাৎ সর্ব্বার্থপ্রকাশকত্বাচ্চ। তস্য রশ্ময়স্তদংশভূতানি তৎসম্ভূতানি সর্বাণি শাস্ত্রানীত্যর্থঃ। ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়তঃ ইতি শ্রুতেঃ শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ইতি ব্রহ্মসূত্রকারেন ব্যাসেনাপ্যেতদেব নির্ণীতং।

(নানাবিধ ধর্ম্মমতবাদীরা তাহাদের রচিত শাস্ত্রসমূহে বহুবিধ সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করিয়াছেন, তারমধ্যে যে কোন এক সিদ্ধান্ত আশ্রয় করিলেই জীবগণের শ্রেয় সম্পাদন হইতে পারে, এই তত্ত্বসূত্র নামক গ্রন্থের পরামর্শের আবার প্রয়োজন কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, যে কোন একটাকে অবলম্বন করিলেই যে শ্রেয়ঃ সাধন

হয়, তাহা নয়। একমাত্র স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানকে অবলম্বন করিলেই জীবগণের ঐকান্তিক শ্রেয় লাভ হয়; এই বিষয় প্রতিপাদনের জন্য এই পঞ্চম পরিচ্ছেদরূপ সিদ্ধান্ত-প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন। সনাতন শাস্ত্র-সমূহ সকলই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানরূপ চিন্ময় সূর্যের কিরণ-স্বরূপ। জীবাত্মার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে সূর্যের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, যেহেতু তাহা সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, অজ্ঞানরূপতিমির বিনাশী এবং সর্ব্ববিধ পরমার্থ প্রকাশক। তাঁহা হইতেই উৎপত্তি প্রাপ্ত এবং তাঁহারই অংশরূপ এই শাস্ত্রসমূহ সকলই সেই জ্ঞানসূর্যের কিরণ-সমূহ। শ্রুতি-প্রমাণও একথার অনুমোদন করে ; যথা ব্রহ্মসূত্রে,—সনাতন শাস্ত্রদ্বারাই পরধর্ম্ম প্রসিদ্ধ হয়)।

নারায়ণং নমস্কৃত্য ব্রহ্মাণঞ্চ স্বয়ম্ভুবম্। নারদং তত্ত্বসারজ্ঞং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং মুনিম্।
মধ্বাচার্যং ততো বন্দে তচ্ছিষ্যান্ সম্প্রদায়িনঃ। কলৌ যস্মিন্ সম্প্রদায়ে সাক্ষাচ্চৈতন্যবিগ্রহঃ॥
আবিরাসীন্নবদ্বীপে সর্ব্বসিদ্ধান্তসাগরঃ। সারগ্রাহিগণা যস্য সৈন্যভূতাক্ষিতৌমতাঃ॥
ন বাহ্যং লক্ষণং তেষাং বিনা কৃষ্ণানুশীলনম্। সম্প্রদায় স্বপক্ষত্বে সারত্যাগো ভবেদ্ধ্রুবম্॥
সারগ্রাহিজনাস্তস্মাৎ সম্প্রদায়রতা ন হি। যৎসম্প্রদায়ে যৎসত্যং তৎসারমিতি তন্মতম্॥
তত্র তেষাং প্রমোদোহি তদ্ধর্মিশু চ মিত্রতা। বহু সজ্জন সাহায্যে দুঃসাধ্যমপি সিদ্ধ্যতি॥
মিথঃ সাররসালাপো মিথ আনন্দকারণম্। সর্ব্বেষাং সম্প্রদায়ানামেতদ্বৈ ফলমদ্ভুতম্॥
তস্মাচ্ছ্রীগৌরদাসানাং মাধ্বীয় জনসংগ্রহঃ। তত্রাপি বহবঃ সন্তি বাহ্য চিহ্নাবলম্বিনঃ॥
সম্প্রদায়ানুরোধাত্বা তত্ত্বাজ্ঞানতোপি বা। কেচিত্তচ্চিহ্ন শূন্যাশ্চ সারগ্রাহিতয়া মতা॥
লাভপূর্ণা দোষমুক্তাঃ সঞ্চরন্ত্যবধূতবৎ। তেষাং বিশুদ্ধবুদ্ধীনাং কৃষ্ণতত্ত্ববিবেকিনাম্।
নমামি চরণাম্ভোজং যুক্তবৈরাগ্য ধারিণাম্।

জ্ঞান সূর্যস্বরূপ এবং অখিল শাস্ত্র তাহার কিরণমাত্র এই বাক্যের দ্বারা প্রতীত হয় যে, কোন শাস্ত্রেই সমস্ত জ্ঞান থাকিতে পারে না। জীবের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানই সর্ব্বশাস্ত্রের মূল, এবং ঐ জ্ঞানই ঈশ্বর দত্ত বলিয়া জানিতে হইবে। সহৃদয় ঋষিগণ পরব্রহ্মের নিকট হইতে ঐ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান লাভ করিয়া অন্যান্য জীবের উপকারার্থে তাহা লিপিবদ্ধ করিলে ঐ মূল জ্ঞান কিয়দংশে বেদরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রযুক্ত লিপিবদ্ধ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ-সকলকে বেদ বলা যায়। কখনও কখনও জ্ঞান বলিয়া তাহাদের আখ্যা হয়। জীবের চিদানন্দত্ব প্রযুক্ত যেমত তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে উক্ত আছে, তদ্রূপ বেদসকলের জ্ঞানাকারতা প্রযুক্ত তাহাদিগকে ব্রহ্ম কহা যায়। ঐ বেদবিদ্যা দুই প্রকার যথা মুণ্ডকোপনিষদি,—

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ॥
তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং
নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

(শৌনকের নিকট মহর্ষি অঙ্গিরা কহিলেন,—ব্রহ্মবেত্তা মুনিগণ বলেন যে মানবের জানার যোগ্য দুই প্রকারের বিদ্যা আছে ; এক 'পরা' এবং আর এক 'অপরা'। তারমধ্যে, যে বিদ্যার দ্বারা ইহলোক এবং পরলোক বিষয়ক ভোগ, তাহার প্রাপ্তি সাধনের জ্ঞান পাওয়া যায়, এসব ভোগের অবস্থিতি; তাহার উপভোগের বিধান,

ভোগসামগ্রির রচনা এবং তাহা উপলব্ধি করার নানা সাধন ইত্যাদির বর্ণনা—এই সমস্ত অপরা বিদ্যা। যেমন ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ এই চারি বেদের মধ্যে কর্ম্মকাণ্ডের কথা সমস্ত বর্তমান। আরও,—বেদের যথার্থ উচ্চারণাদি বিধির উপদেশ 'শিক্ষা', যাগ-যজ্ঞাদির বিধান হচ্ছে 'কল্প', শব্দার্থবোধের নিয়ম ও শব্দপ্রয়োগাদির নিয়মরূপ 'ব্যকরণ', বৈদিক শব্দার্থ কোষরূপ 'নিরুক্ত', বৈদিক ছন্দাদির সম্বন্ধে বিবরণ 'ছন্দ', গ্রহ-নক্ষত্রের স্থিতি, কালাকাল বিচার ইত্যাদির নাম 'জ্যোতিষ'—এই প্রকার চতুর্ব্বেদ ও যড়ঙ্গ মোট দশ প্রকার বিদ্যার নাম অপরা বিদ্যা। যে বিদ্যার দ্বারা অবিনাশী পরব্রহ্ম পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তাহা পরাবিদ্যা। এই পরাবিদ্যাও বেদশাস্ত্র হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে)।

এই অনাদি জ্ঞান হইতে প্রথমে প্রণব তদন্তে গায়ত্রী, তদন্তে একমাত্র বেদ এবং শেষে চারিটী বেদ প্রকাশ হইয়াছে। ঐ বেদসকলে প্রবাহক্রমে লেখকদিগের ভিন্ন ভিন্ন গুণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মত সংযুক্ত হইয়াছে। তথাহি একাদশ স্কন্ধে ভাগবতে ভগবদ্বাক্যম্—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণী যং বেদ সংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥
তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা। ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্ণন্ সপ্তব্রহ্মমহর্ষয়ঃ॥
তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎ পুত্রা দেব দানব গুহ্যকাঃ। মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ স বিদ্যাধর চারণা॥
কিং দেবা কিন্নরা নাগা রক্ষঃ কিংপুরুষাদয়ঃ। বহ্বস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃ সত্ব তমো ভুবঃ॥
যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা। যথা প্রকৃতি সর্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি॥
এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়োর্নৃণাং। পারম্পর্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে॥

অতএব ক্রমশঃ অনেক পাষণ্ডমত-সকলও শাস্ত্র বলিয়া চলিতেছে। এজন্য সর্ব্বজীবের সম্পত্তি-স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানই শাস্ত্র-বিচারকালে একমাত্র কেতু-স্বরূপ হওয়া উচিত। এ প্রযুক্ত একাদশে কথিত হইয়াছে।

অণুভ্যশ্চ বৃহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ। সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥
(ভ্রমর যেরূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাপুষ্প হইতেই মধু সংগ্রহ করে, বুদ্ধিমান্ পুরুষও তদ্রূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সর্ব্বশাস্ত্র হইতেই সারভাগ গ্রহণ করিবেন)।

বেদবাক্য-সকলের যথার্থ অর্থ নির্ণয়করণার্থে যাজ্ঞবল্ক্য, শাতাতপ, বশিষ্ট, বামদেব প্রভৃতি ঋষিগণ অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র নামধেয় গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। বেদব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণও অনেক পুরাণ শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমহাদেব অনেকগুলি তন্ত্রব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ সমুদায় ব্যাখ্যার সহিত বেদের বিচার করাই সংসারী লোকের কর্তব্য। কিন্তু এ সমুদায় সম্পন্ন হইলেও নিজের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের আলোচনাও আবশ্যক যেহেতু ব্যাখ্যাকর্তা ও তাহাদের টীকা কর্তারা সর্ব্বত্র স্বচ্ছ নহেন। কোন কোন স্থলে টীকাকর্তাদিগেরও সন্দেহ দেখা যায় এইজন্য বেদের শাসন এই যে, কঠোপনিষদি,—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ।
দংদ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢা অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

(যখন এক অন্ধ ব্যক্তি, পথপ্রদর্শকরূপে আর একজন অন্ধকেই প্রাপ্ত হয়, তখন সে তাহার অভিলষিত স্থানে গমন করিতে না পারিয়া কন্টকপ্রস্তরাদির আঘাত, কূপে পতন ইত্যাদি দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়, তদ্রূপ যে মূঢ় ও তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি মহাজনগণের বাক্য অনুসরণ না করিয়া নিজেকে বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত মনে করিয়া আপাত-রমণীয় ঐহিক ভোগসুখে মত্ত হইয়া নরজীবন বিনষ্ট করে, সে অন্তে পশু, পক্ষি, কীটাদি নিকৃষ্ট যোনীতে এবং নরকাদিতে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মজন্মান্তরে যন্ত্রণা ভোগ করে)।

অতএব স্বতঃসিদ্ধ স্বাধীন জ্ঞানের আলোচনা সর্বত্র প্রয়োজন ইহাই শাস্ত্রবিচার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত। জ্ঞানই শাস্ত্রের মূল অতএব মূলকে অবহেলা করত যে সকল পুরুষেরা শাখার উপর নির্ভর করে, তাহাদের মঙ্গল কি প্রকারে হইবে ? যদি বল স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা সমুদায় সিদ্ধান্ত হইল, তবে শাস্ত্রে আদর করিবার প্রয়োজন কি ? উত্তর এই যে, বদ্ধাবস্থায় জীবের জ্ঞান অজ্ঞান-তিমিরের দ্বারা আচ্ছন্ন আছে ; ক্রমশঃ প্রত্যাহারযুক্ত পরানুশীলনের দ্বারা সমাধির আবির্ভাবে লুক্কায়িত সত্য-সমূহ ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হয়। সৃষ্টিকাল হইতে এ পর্যন্ত যে কতই সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু ঋষিগণ সময়ে সময়ে সমাধিযোগে অনেক নূতন বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঐ সকল আবিষ্কৃত তত্ত্বকে শাস্ত্র কহা যায়। একতত্ত্ব অন্য তত্ত্বের প্রকাশক হয়, এজন্য আবিষ্কৃত তত্ত্বসকলকে যত্নপূর্বক লিপিবদ্ধ করা নিতান্ত আবশ্যক। এ প্রকার না করিলে কোন তত্ত্বেরই চরমফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সামান্য উদাহরণ এই যে,—ইষ্টক গঠন, চূর্ণ প্রস্তুতকরণ ও যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্ম যদি কোন এক ব্যক্তিকে আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত, তাহা হইলে তাহা কর্ত্তৃক কদাচ গৃহনির্ম্মাণ ব্যাপার সম্পাদিত হইত না।

মূল শাস্ত্রকর্তা ব্রহ্মা স্বীয়াবিষ্কৃত তত্ত্বকে অন্যান্য নানা তত্ত্বাবিষ্করণ দ্বারা বিবৃদ্ধিকরণার্থ নারদকে উপদেশ করেন। যথা ভাগবতে—'সংগ্রহোঽয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতৎ বিপুলীকুরু।' আবিষ্কৃত সত্যসকল ক্রমে ক্রমে শাস্ত্ররূপে পরিণত হইয়া কোন ভাবী কার্যের উপকার হয় ; অতএব যাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বিচার-কুশল হইলে কখনই শাস্ত্র নিন্দা করিতে পারিবেন না। কিন্তু শাস্ত্রের তাৎপর্যরূপ এই ভক্তিতত্ত্ব যাহাদের বিচার নাই, তাহাদের শাস্ত্র বহন করা কেবল পরিশ্রম মাত্র, অতএব যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে তৃতীয় সর্গে ভরদ্বাজং প্রতি বাল্মীকি বাক্যং—

দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন মনসো দৃশ্যমার্জনম্। সম্পন্নং চেত্তদুৎপন্না পরানির্ব্বাণ নির্বৃতিঃ॥

(এই জড়জগতের দৃশ্যসকল বাস্তব সত্য নয়। এখানে যাহা যেমন প্রতীত হয়, তাহা বাস্তবিক তেমন নহে। অতএব দৃশ্যময় জড়জগৎকে অতিক্রম করিয়া বাস্তব বস্তুর সন্ধান লাভ করিতে হইবে। জাগতিক দৃশ্যকে হৃদয়ে স্থান প্রদান করিলে তাহা জীবকে মায়িক বন্ধনে আবদ্ধ করে। অতএব দৃশ্যরূপ মায়িক বন্ধন হইতে নিবারণই মুক্তি প্রদান করে)।

শ্রীমদানন্দ বোধেন্দ্র সরস্বতী কৃত অস্য শ্লোকস্য টীকা,—নতাবদন্যঃ চিদ্ব্যতিরিক্তস্য জড়তয়াচ অনুভবত্বাযোগাৎ। আত্মৈব চেৎ স পূর্ব্বমেবাসীদিতি কিং শাস্ত্রেণ ইত্যাশঙ্ক্যাহহ দৃশ্যমিতি। সত্য

মাত্মৈবানুভবঃ তথাপ্যসৌ দৃশ্যসহকৃতোনতদনুভবঃ কিন্তু মনসো বৃত্তিরূপেনাত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার বোধনবিদ্যা নাশাত্তদুপানক দৃশ্যমার্জনং দৃশ্যাং কালত্রয়োজ্ঞা নাস্তীত্যেব রূপং সম্পন্নং চেন্নিত্য সিদ্ধান্তরূপাপি পরানির্ব্বাণ নির্বৃতিস্তস্মাত্তত্ত্বজ্ঞানাদুৎপন্নেব ভবতীতি কেবলস্তদ্দ্বারা স্বরূপভূতোপ্যনুভবঃ শাস্ত্রফলমিত্যর্থঃ ॥

পুনশ্চ তত্রৈব,—অন্যথা শাস্ত্রগর্ত্তেষু লুঠতাং ভবতামিহ।
ভবত্যকৃত্রিমাজ্ঞানং কল্পৈরপি ন নির্বৃতিঃ ॥

অতএব সারগ্রাহী সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞানের দ্বারা সকল বিষয় নির্ণীত হইবে কিন্তু অখিল শাস্ত্রকে ঐ বিশুদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে বরণ করা কর্তব্য। কিন্তু যাহাদের স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান অপরিষ্কৃত, তাহাদের পক্ষে ঐ বিধি নহে। শাস্ত্রের বিধিবাধ্যত্বের সম্বন্ধে সূত্রিত হইল যে,—

শাস্ত্রমক্ষমেষু বলীয়ো বিবেকিনাং নৈতত্তন্মূল প্রাপ্তেঃ ॥ ৪২ ॥

ননু যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং ইতি গীতা বচন প্রামাণ্যেন পাসনাৎ শাস্ত্রমিতি ব্যুৎপত্ত্যা জীবানাং প্রবৃত্তেঃ শাস্ত্রীয় নিয়মাধীনত্বাৎ কথং শাস্ত্রবিধিং বিনা শ্রেয়ঃ স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ শাস্ত্রমক্ষমেষ্বিতি। অক্ষমেষু স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানোদয়হীনেষু অতএব বিধিরচনায়াং স্বয়ং অসমর্থেষু জীবেষু শাস্ত্রং বলীয়ং বলবত্তরং নিয়ামকম্। বিবেকিনাং স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান সম্পন্নানাং অতএব তত্তৎ শ্রেয়স্কর বিধিরচনায়াং স্বয়ং সামর্থ্যবিশিষ্টানাং নৈতৎ। এতৎ শাস্ত্রং ন নিয়ামকং ন শাসন সমর্থং তন্মূলপ্রাপ্তেঃ। তেষাং শাস্ত্রাণাং মূলভূতস্য স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্য প্রাপ্তত্বাৎ। এতদেব সর্ব্বাণি শাস্ত্রানি অবিদ্যাবদ্বিষয়কানীতি শারীরক মীমাংসা ভাষ্যে স্পষ্টীকৃতং যত্তু যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্যেতি ভগবদ্বচনং তৎ স্বশ্রেয়ঃ জ্ঞানশূন্যানাং স্বচ্ছন্দতয়া নিষিদ্ধকর্মাসক্তানাং শাস্ত্রীয় বিদ্ধ্যধীনতয়া নিয়মানুরূপ প্রবৃত্ত্যর্থমিতি দ্রষ্টব্যং শাস্ত্রমপি অশাসিত জীবানাং শাসনার্থমিত্যবধেয়ং অন্যথা যদা তে মোহ কলিলং বুদ্ধির্ব্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন। ইত্যাদিষু ভগবচ্ছিক্ষায়াঃ বৈফল্যাপত্তেঃ অলমতি বিস্তরেণ।

(শাস্ত্রের বিধিবাধ্যত্ব কাহার উপর কি প্রকার? এই সম্বন্ধে বলিতেছেন যে,—আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণের পক্ষে শাস্ত্রের শাসন প্রবল কিন্তু স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন বিবেকী ব্যক্তিরা শাস্ত্রের মূল যে ভগবজ্জ্ঞান তাহা অবগত আছেন বলিয়া শাস্ত্র তাঁহাদিগকে ঐরূপ শাসন করে না। গীতায় ভগবদুক্তি যথা,—শাস্ত্রের মঙ্গলকর বিধি পরিত্যাগ পূর্বক যিনি কামাচারে বর্তমান থাকেন, তিনি সিদ্ধি বা সুখ বা পরাগতি লাভ করেন না। এই বচন প্রমাণানুসারে এবং শাসনরূপক্রিয়া দ্বারাই 'শাস্ত্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি হওয়ায়, জীবগণের প্রবৃত্তি যদি শাস্ত্রের নিয়মের অধীন না হইয়া থাকে, তবে শাস্ত্রবিধি ব্যতিরেকে কি প্রকারে তাহাদের শ্রেয় সম্ভবপর হয়? তার উত্তরে এই সূত্রে বলিতেছেন,—স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান যাহাদের উদয় হয় নাই, এমন অক্ষম ব্যক্তিগণ নিজের উপযুক্ত বিধিরচনায় অসমর্থ বলিয়া তাহাদের উদ্ধারার্থ বৈদিক শাস্ত্র সকল তাহাদের প্রতি প্রবল শাসনের নিয়ম বিধান করিয়া থাকে। কিন্তু শাস্ত্রতাৎপর্যবিদ্ বিবেকী পুরুষগণ নিজের উচিত মঙ্গলকর বিধিরচনায় সমর্থ বলিয়া তাহাদের প্রতি শাস্ত্র-শাসন ঐরূপ নহে। শাস্ত্রের মূলস্বরূপ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানের প্রাপ্তিই ইহার কারণ। জগতের

বহুভাগ মানবগণ বিষয়ী, মূঢ় এবং অবিবেকী বলিয়া শাস্ত্র সমূহের বহুতর শাসন-বাক্য সকল তাহাদের পক্ষেই প্রযুজ্য। নতুবা নিজেদের শ্রেয় সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাবে পতিত মনুষ্যগণ নিষিদ্ধাচাররূপ স্বচ্ছন্দবৃত্তির অধীনে দুষ্প্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বিনষ্ট হয়। শ্রীভগবান গীতা দ্বিতীয়াধ্যায়ে বলিয়াছেন,—পরমেশ্বরার্পিত নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাস করিতে করিতে যখন তোমার বুদ্ধি দুর্গম মোহকে পরিত্যাগ করে, তখন তাহা শ্রোতব্য ও শ্রুত সমস্ত বিষয় হইতে নিরপেক্ষ হইয়া বিশুদ্ধ ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইবে। আরও; হে অর্জুন, বেদপ্রতিপাদিত ত্রিগুণময় জ্ঞান-কর্ম্মসমূহের আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া তুমি ত্রিগুণাতীত ভক্তিযোগ যাহা বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য, তাহারই অনুষ্ঠান কর। এই সমস্ত উপদেশের মধ্যে বর্তমান সূত্রের যে তাৎপর্য তাহাই পাওয়া যায়। ফলকথা এই যে, অজ্ঞ জীব শাস্ত্রবিধি স্বীকার করিয়া উন্নত হইবে ; শাস্ত্রতাৎপর্যবিদ্ বিজ্ঞ পুরুষ শাস্ত্রের শাসনকে অতিক্রম করিয়া চরম যে বাস্তব বস্তু, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানদ্বারা তাহাই প্রাপ্ত হইবেন)।

অনেক যুক্তির দ্বারা শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। পূর্ব্বসূত্রের ভাষ্যে কতিপয় যুক্তি দর্শিত হইয়াছে। শাস্ত্রেও তদ্বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখা যায়। যথা গীতায়াং ষোড়শাধ্যায়ে শ্রীভগবদ্বচনম্,—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ। জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্তুমিহার্হসি॥

(শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি কামাচারে বর্তমান থাকেন, তিনি সিদ্ধি, সুখ বা পরাগতি লাভ করেন না। অতএব সমস্ত কার্যাকার্য ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। শাস্ত্রের যে প্রকৃত তাৎপর্য কৃষ্ণভক্তি, তাহা অবগত হইয়া উপযুক্ত কর্ম্মসমূহ আচরণ কর)।

তথাচ মনু-সংহিতায়াং দ্বাদশ অধ্যায়ে,—

বিভর্ত্তি সর্ব্বভূতানি বেদশাস্ত্রং সনাতনম্। তস্মাদেতৎ পরং মন্যে যজ্জন্তোরস্যসাধনম্॥

ভগবদুক্ত শ্লোকে দৃষ্ট হয় যে, যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্বক কামচারী হয়, তাহার মঙ্গল নাই। এই বাক্য শ্রবণ করতঃ অর্জুন প্রশ্ন করিলেন যে, (গীতা ১৭, ১)—

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেষাং নিষ্ঠাতু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥

(হে কৃষ্ণ, যাঁহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আস্তিক্যবুদ্ধিযুক্তশ্রদ্ধাদ্বারা যদি উপাসনা করে, তবে সেইরূপ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞানযোগব্যবস্থিতির ফল যে সত্ত্ব সংশুদ্ধি তাহা কি লাভ করিবে? অতএব আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন, যাঁহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধাশ্রয়ে যজন করেন, তাঁহাদের নিষ্ঠাকে সাত্বিক, কি রাজসিক, কি তামসিক বলা যাইবে?)

ভগবান এই প্রশ্নের কি উত্তর দিলেন, তাহা উত্তম বিচার করা প্রয়োজন। সমস্ত সপ্তদশ অধ্যায় পাঠ করিলেও অনেকেই এই প্রশ্নের কোন উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে এমত বোধ করিবেন না। বাস্তবিক সমস্ত অধ্যায়ই ইহার উত্তর। উত্তরের তাৎপর্য এই যে, যদি সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাচারণ পূর্ব্বক শাস্ত্রবিধি কেহ পরিত্যাগ করে, তাহার নিষ্ঠা প্রশস্ত যেহেতু শাস্ত্রবিহিত হোম, দান, তপ প্রভৃতি শ্রদ্ধারই বশীভূত অতএব সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার দ্বারা কৃত কর্ম্মসকল ভগবদ্যোষণোপযোগী বলিতে হইবে।

ঐ অধ্যায়ের শেষ শ্লোক এই যে,—

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ। অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥

(হে অর্জুন, নির্গুণ-শ্রদ্ধা ব্যতীত যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, সে সমুদায়ই অসৎ। সেই সকল ক্রিয়া ইহকাল ও পরকাল কোন কালেই উপকার করে না। অতএব শাস্ত্রসমুদায় নির্গুণ শ্রদ্ধারই উপদেশ করেন। শাস্ত্রবিধির ত্রিগুণময় নিষ্ঠাকে পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ শ্রদ্ধারূপ ভক্তিপথকে অবলম্বন করাই শ্রেয়)।

তদ্রূপ মনুও শাস্ত্রের প্রাধান্য বিস্তাররূপে ব্যাখ্যা করিয়া শেষে এই প্রকার কহিলেন,—

অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ।
ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ॥

এই প্রকার যাবতীয় শাস্ত্রবাক্যে শাস্ত্রের গৌরব দেখা যায় এবং মীমাংসাস্থলে জ্ঞানের নিকট শাস্ত্রের লাঘবতা দেখা যায়। কিন্তু শাস্ত্রকর্তারা ঐ বিষয়টী পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করেন না। তাহার হেতু এই যে, যে সকল সমর্থ পুরুষ শাস্ত্রের অধীনতা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, তাঁহারা স্বীয় জ্ঞান্‌-যোগে শাস্ত্রকর্তাদের ইঙ্গিত অনুযায়ী শাস্ত্র হইতে স্বভাব বশতই স্বাধীন হইয়া শাস্ত্রকে কেবল মন্ত্রীরূপে বরণ করত নিজবুদ্ধিবলে এবং শাস্ত্রের পরামর্শ মত নির্দোষ কর্ম্মাচরণ করিবেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবলে বিধিরচনাকরণে অসমর্থ এবং অজ্ঞানবশত কার্য্যাকার্যের নির্ণয় করিতে না পারিয়া কামচারী হইয়া ক্লেশ পাইতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে শাস্ত্রের অধীনতা বিষয়ক বিধিই প্রয়োজনীয় অর্থাৎ শাস্ত্র হইতে স্বাধীন হওয়ার যে কোন পথ থাকে তাহা তাঁহাদের জানা উচিত নহে, যেহেতু তাঁহারা তদ্বিষয়ের অধিকারী হইলেই ঈঙ্গিতক্রমে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

জ্ঞানই শাস্ত্রের মূল অতএব যে বিবেকী পুরুষ জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে শাস্ত্র শাসন করিবে না, কেবল উপদেশ প্রদান করিবে; কিন্তু অক্ষম পুরুষদিগকে শাস্ত্র শাসন করিলেই তাহাদের মঙ্গল হইবে। নতুবা কামচারতঃ তাহাদের অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটিতে পারে।

যদি বল, শাস্ত্র অক্ষম-পুরুষদিগকে উপদেশের দ্বারা মঙ্গল করুন, শাসন করিবার প্রয়োজন কি? তবে শ্রবণ করুন; অক্ষম পুরুষদিগের জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত তাহারা স্বীয় মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে পারে না। কিন্তু স্বভাববশতঃ যাহাতে প্রবৃত্তি হয়, তাহাই করে। তাঁহাদের স্বভাব প্রায়ই ইন্দ্রিয় পোষক, এজন্য শাস্ত্র নানাবিধ ছল, বল ও কৌশলের দ্বারা তাহাদের মঙ্গল বিধান করিতে যত্ন পান। কখনও নরকের ভয় প্রদর্শন করেন, কখনও বা স্বর্গের সুখভোগের প্রলোভন দেখান। কখনও বা প্রকৃতি অনুসারে কার্যের দ্বারা সংস্কার করেন। অনেকানেক শাস্ত্রে মাদক সেবন, বহু স্ত্রী সংসর্গ ও জীবহত্যার বিধি দেখা যায়। ঐ সকল বিধি কেবল প্রবৃত্তি অনুযায়ী কার্যের দ্বারা অবৈধাচারী ব্যক্তি-গণকে ক্রমে ক্রমে বিধির বশীভূত করত ভবিষ্যতে নিবৃত্তি পথাবলম্বী করিবার জন্য রচিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত বিধির সহিত যে ফলের উল্লেখ আছে তাহা রোচক মাত্র।

তথাহি একাদশ স্কন্ধে ভগবদ্বাক্যম্,—

ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্। শ্রেয়ো বিবক্ষয়া প্রোক্তা যথা ভৈষজ্যরোচনম্॥

(কর্ম্মজনিত স্বর্গাদি-ফলশ্রুতি মানবগণের পরমপুরুষার্থ-বিষয়িণী নহে, পরন্তু লড্ডুক প্রদানাদিরূপ আশ্বাসবাক্য যেরূপ বালকের ঔষধসেবনে রুচি উৎপাদন করে তদ্রূপ মোক্ষরূপ পরম কল্যাণ বিবক্ষায় কর্ম্মে আগ্রহার্থ এই ফলশ্রুতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে)।

যদি বল এই অপূর্ব তত্ত্বসূত্রও ত শাস্ত্র, তবে ইহাতে কিজন্য এই নিগূঢ় শাস্ত্রতাৎপর্য প্রকাশ-রূপে ব্যাখ্যাত হইল ? তবে তাহার উত্তর এই যে, এই তত্ত্বসূত্র স্বাধীন ভাগবত পুরুষদিগের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব তাঁহারা এইসকল বিচার জানিবার অধিকারী। এই সূত্রের বলে তাহাদের বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা হইবে, এই প্রযুক্ত শ্রী সূত্রকার এই বিষয়টী স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন।

আচার, ব্যবহার, দ্রব্যের শুদ্ধাশুদ্ধি বিষয়ক ব্যবস্থা-সকলও যুক্তিমূলক। বিবেকী পুরুষেরা তদ্বিষয়ে যে শাস্ত্রবাক্য আছে তাহাতে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু বাধ্য হন না। অক্ষম পুরুষদিগের পক্ষে তত্তদ্‌বাক্যশাসন গ্রহণ করা কর্তব্য।

একাদশ স্কন্ধে ভগবদ্বচন যথা,—

শুদ্ধাশুদ্ধী বিধীয়েতে সমানেষ্বপি বস্তুষু। দ্রব্যস্য বিচিকিৎসার্থং গুণদোষৌ শুভাশুভৌ॥
ধর্মার্থং ব্যবহারার্থং যাত্রার্থমিতি চানঘ। দর্শিতোঽয়ং ময়াচারো ধর্মমুদ্বহতাং ধুরম্॥
দেশকালাদি ভাবানাং বস্তূনাং মম সত্তম। গুণদোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কর্ম্মণাম্॥

(হে অনঘ, দ্রব্যের যোগ্যত্ব-অযোগ্যত্ব সন্দেহ নিবৃত্তির জন্য বলিতেছি। সমানবস্তুসকলের মধ্যেও ধর্ম্ম-বিষয়ে কখন শুদ্ধি ও কখন অশুদ্ধি দৃষ্ট হয়, ব্যবহার বিষয়েও পাত্রভেদে কখন গুণ ও কখন দোষ দৃষ্ট হয় এবং দেহযাত্রানির্ব্বাহার্থ এক প্রকার ক্রিয়াতেও কখন শুভ ও কখন অশুভ বিহিত হইয়াছে। আমি মনুপ্রভৃতিরূপে ধর্ম্মভার বহনকারিগণের কল্যাণার্থ এতাদৃশ আচার নির্ণয় করিয়াছি। হে সত্তম, কর্ম্মসমূহের সঙ্কোচের জন্যই আমাকর্তৃক দেশকালাদি পদার্থ এবং ব্রীহি প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্যরাশির গুণদোষ বিহিত হইয়াছে)।

ভগবান্ মনুও এই প্রকার শাস্ত্রতাৎপর্য প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। সকল কর্ম্মকাণ্ডের ও বর্ণাশ্রম-কাণ্ডের ব্যবস্থা ও বিচার বিস্তারপূর্বক বর্ণনা করত জীবের ঐকান্তিক শ্রেয় সম্বন্ধে রহস্য সিদ্ধান্তে লিখিয়াছেন,—

প্রবৃত্তং কর্মসংসেব্য দেবনামেতি সাম্যতাং। নিবৃত্তং সেব্যমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ॥ ১॥
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বরাজ্যমধিগচ্ছতি॥ ২॥
যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমেচ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥ ৩॥
এতদ্ধিজন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ। প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যোহি দ্বিজো ভবতি নান্যথা॥ ৪॥

তৃতীয় শ্লোকে দ্বিজোত্তম শব্দে জ্ঞানসংস্কৃত সমদর্শী পুরুষকে বুঝায়; নতুবা চতুর্থ শ্লোকে সাধারণতঃ মানবের জন্ম সাফল্য ব্যক্ত করিয়া বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের বিষয় উক্তি করিতেন না।

কুল্লুক ভট্টের টীকায় জন্মসাফল্য কেবল ত্রৈবর্গিকদের মধ্যেই আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। বস্তুত ভট্ট মহাশয় ইহার উদারার্থ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, যেহেতু তিনি হেতুবাদ দ্বারা চতুর্থ শ্লোকের অবমাননা করিয়াছেন।

তথাহি মহাভারতে,—

পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতং। আজ্ঞা-সিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥

(সাত্বতপুরাণ, স্বায়ম্ভূব-মনুর সঙ্কলিত ধর্ম, ষড়ঙ্গের সহিত বেদশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র—এই চারিটী ভগবানের সিদ্ধ আজ্ঞা অর্থাৎ আপ্তোপদেশবাক্য; তর্কপন্থায় এই চারিটীকে হনন করিবার প্রয়াস বিধেয় নহে)।

কুল্লুক ভট্টের অর্থ গ্রহণ করিতে গেলে সর্ব্বস্মৃতিসার গীতাবাক্যের অনাদর হইবে।

তথা ভগবদ্বাক্যং—মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা॥

(হে পার্থ, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীসকল, তথা বৈশ্য-শূদ্র প্রভৃতি নীচ বর্ণস্থ নরগণ আমার অনন্য ভক্তিতে বিশিষ্টরূপে আশ্রয় করিলে অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে। আমার ভক্তিমার্গস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে জাতি বর্ণাদি সম্বন্ধী কোন প্রকার প্রতিবন্ধক নাই। যখন অন্ত্যজ-জাতিসকলও আমার বিশুদ্ধভক্তির অধিকারী হইতে পারেন, তখন পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিসকলে আমার ভক্তিদ্বারা শ্রেষ্ঠগতি লাভ করিতে পারেন ইহাতে সন্দেহ কি?)

এ বিষয় সূত্রকার ৪৪ সূত্রে স্পষ্ট করিয়াছেন।

এক্ষণে ভক্তদিগের শাস্ত্রের সহিত যে সম্বন্ধ তাহা বলিতেছেন,—

ভক্তের্ন শাস্ত্রং তদ্বিধের্জ্ঞানাবিরোধিত্বাৎ॥ ৪৩॥

জ্ঞানি সামান্যে শাস্ত্রস্যানিয়ামকতয়ামুক্ত্বা ভক্তপক্ষে বিশেষমাহ। ভক্তেঃ ন শাস্ত্রং ভক্তে অন্তঃশুদ্ধিজ্ঞানবৈরাগ্যবিশিষ্টতয়া ভক্ত্যধিকারিণি জীবে শাস্ত্রং কর্মবিধিপ্রতিপাদকং ন নিয়ামকং তদ্বিধেঃ তেন ভক্তেন কৃতস্য পরানুশীলনাদিবিধের্জ্ঞানাবিরোধিত্ব ভাবাৎ। তত্রায়মভিপ্রায়ঃ। স্বকৃতপরানুশীলনাদিবিধিনা স্বস্য কৃতার্থত্বাৎ ন পরকৃতবিধিপ্রাপকং শাস্ত্রাপেক্ষা ভক্তস্যেতি। কিমহং পুণ্যং নাকরবং, কিমহং পাপমকরবং তত্র কঃ শোকঃ কো মোহঃ ইতি শ্রুতেঃ। যদা তে মোহ কলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাঽসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ইতি গীতাবচনাৎ।

(ভগবদ্ভক্তসাধুগণ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন, অতএব তাঁহাদের ক্রিয়াদিসকল কখনই শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় না। এ প্রযুক্ত তাঁহারাও শাস্ত্র-শাসনের অতীত। বিবেকপ্রাপ্ত জ্ঞানিসকল শাস্ত্রের নিয়ামকতার অধীন নহেন একথা বলিয়া এখন সূত্রকার জানাইতেছেন যে ভক্তপক্ষে ইহা বিশেষভাবে প্রযুজ্য। অর্থাৎ তাঁহাদের অন্তঃকরণশুদ্ধি, জ্ঞানবৈরাগ্যের সম্প্রাপ্তি ইত্যাদির জন্য ভক্ত্যধিকারী জীবগণের প্রতি শাস্ত্রের কর্ম্মাদিবিধি প্রতিপাদক শাসন বিধেয় নহে, কারণ ভক্তগণের অনুষ্ঠিত পরানুশীলন বিধি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের সহিত অবিরোধ অর্থাৎ এক। ভক্তিলব্ধজীবগণ

ভগবৎপ্রেম প্রাদুর্ভাবহেতু নিজেদের ভগবদনুশীলনবিধি নিজেরাই ব্যবস্থাপিত করিয়া লইবার ক্ষমতা বিশিষ্ট বলিয়া অন্য ঋষিগণ কর্তৃক কৃত শাস্ত্র বিধির অপেক্ষা তাঁহারা রাখেন না। শ্রুতি বলেন যথা,—কোন পুণ্য কার্যই আমি করি নাই, কোন পাপই বা আমি করিয়াছি ; অতএব এই সম্বন্ধে শোকের বা মোহের কি বা কারণ থাকিতে পারে ? ভগবানের শ্রীমুখোক্তি যথা ;—পরমেশ্বরার্পিত নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাস করিতে করিতে যখন মোহরূপ গহনকে তোমার বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত সমস্ত শাস্ত্র হইতে নিরপেক্ষ হইয়া বিশুদ্ধ ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইবে)।

পূর্ব্বসূত্রে বিবেকীদের উপর শাস্ত্রের শাসন নাই এরূপ দর্শিত হইয়াছে কিন্তু ভক্তির সহিত শাস্ত্রের সম্বন্ধ দর্শিত হয় নাই। পঁয়ত্রিশ ও ছত্রিশ সূত্রের ভাষ্য দৃষ্টি করিলে বুঝা যাইবে যে, বিবেক হচ্ছে প্রত্যাহার মাত্র অতএব উপায়-ভক্তির অঙ্গ। বিবেকী পুরুষের যখন শাস্ত্র বশীভূততা স্বীকার করা গেল না, তখন ভক্তের পক্ষেও শাস্ত্রের শাসন শক্তি কখনই স্বীকার করা যায় না। রাগই ভক্তির স্বরূপ অতএব রাগাত্মিকা ভক্তিতে কোন শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই ; কিন্তু বৈধভক্তিতে শাস্ত্র ও অনুকূল যুক্তির সাহায্যে আবশ্যক।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ--নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্।
বৈধভক্ত্যধিকারিত্বে ভাবাবির্ভাবনাবধি।
অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমনুকূলমপেক্ষতে॥

(ব্রজবাসিগণের প্রীতিভাব ও কৃষ্ণসেবায় যে সাধকের লোভোৎপত্তি, তাহাতে শাস্ত্রবিধি অথবা কোন প্রকারের যুক্তি কার্যকরী নহে। সাধন প্রকরণে বৈধভক্তির অধিকারী জন রতির আবির্ভাবকাল পর্যন্ত শাস্ত্র ও অনুকূল তর্কের অপেক্ষা করে, কিন্তু রতির আবির্ভাবে উহাদের অপেক্ষা করে না ; রাগভক্তিতে কিন্তু প্রথম পর্যায়-প্রবৃত্তি হইতে লোভোৎপত্তি হয় বলিয়া কখনও শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা থাকে না, ইহাই রাগভক্তির মহোৎকর্ষ)।

সিদ্ধান্ত এই যে, যে কাল পর্যন্ত বিন্দুমাত্র ভক্তিরও উদয় হয় নাই, ততদিবস সাধক শাস্ত্রের উপদেশকে নিজের বিবেকশক্তির দ্বারা বিচার করিয়া লইবেন অতএব কিছু কিছু শাস্ত্রবাক্য-সম্মত কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন। কিছুমাত্র ভক্তি উদয় হইলেই স্বীয় সাত্বিকী শ্রদ্ধানুযায়ী বিধিরচনা করিতে থাকিবেন। স্বীয় বিধি দৃঢকরণার্থে সর্ব্বাবস্থাতেই ভক্তেরা শাস্ত্রের অনুশীলন করিতে থাকিবেন। ইহার মধ্যে অদ্ভুত এই যে, স্বীয় সাত্বিকী শ্রদ্ধাক্রমে ভক্তের যে সকল বিধি রচিত হয়, তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কখনই হইবে না যেহেতু ভক্ত ও শাস্ত্রকর্তা উভয়ই জ্ঞানের সাহায্যে বিধিরচনা করেন। যদিও কোন একটী ভক্তবিধি কোন বিশেষ শাস্ত্রের বিরুদ্ধ বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, তথাপি ঐ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-স্থলে উভয়েই অবশ্য ঐক্য হইবে। ভক্ত স্বভাবতই স্ত্রীলাম্পট্যে ও জীবহিংসায় বিরত থাকায় তাহার বিধি অনেক তন্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী বোধ হয়। কিন্তু ঐ সমুদায় শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে নিবৃত্তিই লক্ষিত হয়। যথা মনু সংহিতায়াং ১০ম অধ্যায়ে,—

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। এতৎ সামাসিকং ধর্মং চাতুর্ব্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ॥

তত্ত্বজ্ঞপুরুষ আশ্রমরূপ শাস্ত্রবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াও কোন অত্যাচার করেন না। অতএব মনু কহিলেন,—

বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো যত্রতত্রাশ্রমে বসন্। ইহৈবলোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

তত্ত্বজ্ঞ ভক্তপুরুষেরা কোন নূতন ব্যবস্থা করিলে যদি ঐ ব্যবস্থা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষি কর্ত্তৃক শাস্ত্রে লিখিত হইয়াও না থাকে, তথাপি তাহাকেই শাস্ত্র বলিতে হইবে, তাহা মনুর সম্মত।

যথা,— অনাম্নাতেষু ধর্মেষু কথং স্যাদিতি চেদ্ভবেৎ যং শিষ্টা ব্রাহ্মণা ব্রূয়ুঃ স ধর্মঃ স্যাদশঙ্কিতঃ॥ পুনশ্চ—একোঽপি বেদবিদ্ধর্মং যং ব্যবস্যেদ্দ্বিজোত্তমঃ। সবিজ্ঞেয়ঃ পরাধর্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ॥

পরতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মই যে দ্বিজত্বের কারণ তাহা মনু কহিয়াছেন,—

অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাং। সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে॥

বিবেকসংস্কার ও জন্মসম্বন্ধে দ্বিজত্বের যে পুরাতন বিবাদ চলিয়া আসিতেছে, তদ্বিষয় নিরাকরণ জন্য এ সূত্র হইল,—

ভক্তৌ ন বর্ণাশ্রমবিধিঃ স তস্যা জ্ঞানপরত্বাৎ॥ ৪৪॥

ভক্তের্ব্বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আচরণীয়ো নবেতি সংশয়ং নিরাকরোতি। ভক্তৌ ন বর্ণাশ্রমবিধিঃ প্রাকৃতা বৈধভক্ত্যা বিধিমাচরন্তনাম্। কিন্তু অপ্রাকৃত নির্গুণ তুরীয়ভক্তৌ সম্পন্নানাং বর্ণাশ্রমবিধির্নাচরণীয়ো নাদরণীয়শ্চ যতঃ তস্যা শুদ্ধভক্তের্জ্ঞানান্তরজায়মানত্বং জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে, তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে ইত্যাদৌ শ্রীভগবতা নির্ধারিতঃ। অত্র জ্ঞানে সতি কর্মত্যাগঃ সর্বত্র সিদ্ধান্তিতোঽস্তি। কিমুত তদুত্তরকালীন পরমভক্তৌ জাতায়ামিতি কৈমুতিকন্যায়োপি সূত্রকারেণ সংসূচিতঃ। জ্ঞাননিষ্ঠ-বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বাহনপেক্ষকঃ। স্বলিঙ্গানাশ্রমাং নস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরাঃ॥ সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ইত্যাদৌ ভগবদুপদেশোঽপি তথাবিধঃ। ন চ তত্র ধর্ম্মত্যাগেন পাতিত্যশঙ্কা অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ ইতি তত্রৈব সত্যপ্রতিজ্ঞস্য শ্রীভগবতঃ প্রতিজ্ঞা দার্ঢ্যাৎ।

(বর্ণাশ্রমরূপ কর্ম্মবিধি ভগবদ্ভক্তদের প্রতি প্রযুজ্য নয়, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্তিহেতু ভক্তগণ কর্ম্মাধিকারকে অতিক্রম করিয়াছেন। ভক্তগণ কি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিপালনরূপ নিয়মের আধীন? এই সংশয়কে বর্তমান সূত্রে নিরসন করা হইয়াছে। প্রাকৃত বৈধভক্তদের পক্ষে বর্ণাশ্রমাচার বিধেয় হইলেও অপ্রাকৃত ভূমিকা অথবা নির্গুণ তুরীয় অবস্থার ভক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের বর্ণাশ্রম বিধি পালন করা বা আদর করার প্রয়োজন নাই; কারণ তাঁহারা পরমার্থ জ্ঞান দ্বারা জাগতিক বন্ধন সকল ছিন্ন করিয়াছেন। শ্রীভগবানের উক্তি অনুসারে,—এই সমস্ত জগৎ ভগবান্ বাসুদেবেরই অধীন এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ বহু জন্মের পরে আমাতে শরণাগত হয়, এরূপ মহাপুরুষ জগতে দুর্লভ। চতুর্বিধ সুকৃতিমান্ পুরুষদিগের মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানকষায় পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক ভক্তিযোগযুক্ত হইয়া অন্যান্য তিন প্রকার ভক্তগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, স্বভাবতঃ জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা চৈতন্যস্বরূপ জীবের স্বরূপলাভ যত বিশুদ্ধ হয়, কর্মীদিগের পরিণামে তত বিশুদ্ধ হয় না। ভক্তসঙ্গ-ক্রমে চরমে সকলেরই স্বরূপাবস্থিতি লাভ হইয়া পড়ে। সাধন দশায় তাঁহাদের মধ্যে একভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানি ভক্তই আমার বিশুদ্ধ দাস এবং আমিও তাহার অত্যন্ত প্রিয়,—শ্রীশুকাদির ভগবৎ কৈঙ্কর্য জড়াতীত বিশুদ্ধ চিন্ময়।

জ্ঞানীদের প্রতিই যখন কর্ম্মবন্ধন থাকে না, তখন জ্ঞানী অপেক্ষা পরম শ্রেষ্ঠত্বপ্রাপ্ত ভক্তের প্রতি কি কর্ম্মবন্ধন থাকিতে পারে ? কৈমূতিকন্যায় দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১,১৮,২৮) ভগবদুক্তি যথা,—যিনি বাহ্য বিষয়ে বিরক্ত হইয়া মোক্ষকামনায় কেবলমাত্র জ্ঞাননিষ্ঠ অথবা মোক্ষবিষয়েও আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া আমার ভক্ত হন, তিনি ত্রিদণ্ডাদি চিহ্নের সহিত সন্যাসধর্ম্মসকল ত্যাগ করিয়া বিধিনিষেধের অতীতরূপে যথোচিত ধর্মাচারণ করিবেন। গীতায় ভগবানের চরম উপদেশেও সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ অনন্য ভক্তের পক্ষে বিধেয় হয়েছে। সত্যপ্রতিজ্ঞ শ্রীহরি ভক্তের সর্ব্বপাপহরণের আশ্বাসন প্রদান করিয়াছেন)।

আর্যজাতীয় পুরুষেরা আপনাদিগকে চারিবর্ণে এবং সাংসারিক ব্যবস্থাকে চারি আশ্রমে বিভাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্যাস এই চারিটী আশ্রম।

বর্ণ চারিটীর লক্ষণ মনু কহিয়াছেন,—

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা। দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বিষয়েষ্বপ্রসক্তিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ ॥

একমেবতু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ। এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥

এই চারিবর্ণ ব্যতিরিক্ত যে সকল মনুষ্য, তাহারা অন্ত্যজ এবং আর্যজাতির মধ্যে গণনীয় নহে। এই চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি-বিষয়ক মনুবাক্য,—

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ। ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ ॥

বাস্তবিক ব্রাহ্মণই জীবসমূহের আদর্শ, অতএব এই প্রকার বিভাগ কেবল উচ্চাবচ গুণের দ্বারাই নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যথা,--

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রানাং চ পরন্তপ। কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্ ॥

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্। দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥

কৃষিগোরক্ষ বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজম্। পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥

এই স্বভাবজ কর্মকেই স্বধর্ম্ম কহা যায় এবং ঐ স্বধর্মে উন্নতি চিন্তাই জীবের কর্তব্য, যথা গীতায়াং--

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বভাব নিয়তং কর্ম কুরন্নাপ্নোতি কিল্বিষং ॥

কোন প্রকার শিক্ষা ব্যতিরিক্ত যে প্রকৃতি প্রবলরূপে প্রকাশ পায়, তাহাকেই স্বভাব কহা যায়, যথা গীতায়াং---

তত্র তং বুদ্ধি সংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥
পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তেহ্যবশোহপি সঃ ॥

কোন একটী বালকের প্রথম জ্ঞানোদয় কাল হইতে বৃত্তি পরীক্ষা করিলেই তাহার স্বভাব স্থির করা যায়। এই স্বভাব হইতেই মনুষ্যসকলের বর্ণ নিরূপণ করাই তত্ত্বশাস্ত্রের গুহ্য পরামর্শ অর্থাৎ জন্মাদির দ্বারা বর্ণ নিরূপণ করিবার যে প্রথা চলিয়া আসিতেছে, তাহা কেবল ঐহিক বিষয় মাত্র, পারমার্থিক নহে। শাস্ত্রে ইহার ভূরি প্রমাণ আছে। বর্ণাশ্রমও বিবেচনা করিলে দুই প্রকার। অর্থাৎ সংসার নির্ব্বাহোপযোগী এবং পরমার্থপ্রদ। পারমার্থিক বর্ণে ভক্তদিগেরই অধিকার এবং প্রচলিত প্রথা কেবল অক্ষম পুরুষদিগের জন্য বলবান্। এই তত্ত্বরহস্য সর্বশাস্ত্রেই ইঙ্গিত দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। তথাহি মহাভারতে শান্তিপর্বণি দানধর্মে সদাশিব বাক্যম্—

ব্রহ্মস্বভাবঃ সুশ্রোণি সমসর্ব্বত্র মে মতিঃ। নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ॥
কর্মভিঃ শুচিভির্দেবি বিশুদ্ধাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ। শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মাব্রবীৎ স্বয়ম্॥
স্বভাবং কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রোঽপি তিষ্ঠতি। বিশিষ্টঃ সদ্দ্বিজাতের্ব্বৈবিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ॥
নো যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেবতু কারণম্॥
জ্যায়াংসমপি শীলেন বিহীনং নৈবপূজ্যতে। অপি শূদ্রঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞং যদ্বৃত্তমপি পূজয়েৎ॥

শ্রীমনু কহিয়াছেন,—

জপ্যেনৈবতু সংসিদ্ধো ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্যাদন্যান্নরা কুর্যান্ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রভৃতি ব্যবস্থা যে বেদবিহিত, তাহা মনু স্বীকার করেন।

চাতুর্বর্ণ্যং ত্রয়োলোকাশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্ পৃথক্। ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিদ্ধ্যতি॥

এই স্থলে ভগবদগীতা বাক্যে সমস্ত সিদ্ধান্ত হইয়াছে যথা,—

ত্রৈগুণ্য বিষয়াবেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন॥

তথা চ শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরং প্রতি সারগ্রাহিণো নারদস্য বচনম্,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ॥

অর্থাৎ শূদ্রেত্যাদি গৃহে যদি শমদমবিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম হয়, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করিবে। অর্থাৎ জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তিই বাস্তবিক ব্রাহ্মণ বা শূদ্র হয় না, কেবল ব্যবহারিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় মাত্র। পক্ষান্তরে তত্ত্বজ্ঞান ও শমেত্যাদিবিহীন বিপ্রসন্তানদিগকে তাঁহাদের গুণ-কর্ম অনুসারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র বলা যাইতে পারে, তাহা মনুও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন।

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং। সজীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

যে সকল পুরুষ দুর্ভাগ্যবশতঃ এই তত্ত্বরহস্য বুঝিতে না পারেন এবং তজ্জন্য ব্যবহারিক বর্ণাশ্রমকে কেবল অকারণ বহন করিতে আনন্দবোধ করেন, তাঁহারা ইহার অধিকারী নহেন। অতএব সারগ্রাহী মহাশয়েরা তাঁহাদের প্রতি করুণাপূর্ব্বক এই তত্ত্বের উপযোগী অন্যান্য উপদেশ দিয়া তাঁহাদিগকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবেন। প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে প্রচলিত প্রথার বিপরীত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সকল ক্রমে ক্রমে শ্রবণ করাইবেন। বিশ্বামিত্রের চরিত, শৌনকের ইতিহাস,

ঋষভদেবের ভরতাদি শতপুত্রের বর্ণবিভাগ, কশ্যপের পুত্রবিভাগ, করুষ হইতে কারুষ নামক ক্ষত্রিয়-জাতি এবং তাহার ভ্রাতা ধৃষ্ট হইতে ধার্ষ্টি ব্রাহ্মণজাতির উৎপত্তি, দেবদত্ত ক্ষত্রিয় হইতে অগ্নিবেশ্যায়ন নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকুলের উৎপত্তি, চন্দ্রবংশ হোত্রক হইতে জহ্নুমুনির জন্ম, পুরুবংশে মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, ভরতবংশে ভরদ্বাজ, অজমীঢের বংশে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ও কতকগুলি ক্ষাত্রিয়ের উৎপত্তি, এইসকল ও অন্যান্য নানা বিবরণ দ্বারা যখন সন্দিহানের মন প্রসন্ন হইবে, তখন ক্রমে ক্রমে বর্ণাশ্রমের মূলতত্ত্ব তাহাকে শিক্ষা দেওয়া যায়। নতুবা অনধিকারীকে বিশেষ গূঢ়তত্ত্ব একেবারে অর্পণ করিলে তাহারই অমঙ্গল হয়। তথাহি গীতায়াং—ন বুদ্ধি ভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।

এই উপদেশ অনুসারে বাদরায়ণ ঋষিও শূদ্রদিগের বেদাধিকার বিষয়ে অনেক সাবধানের সহিত বিচার করিয়াছেন। যথা ব্রহ্মসূত্রে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় পাদে,—

শুচাস্য তদনাদর শ্রবণাৎ তদা দ্রবণাৎ সূচ্যতেহি। তথা ছান্দোগ্যে জানশ্রুতির্হি পৌত্রায়ণ ইত্যাদি। অশূদ্র হইয়াও অর্থাৎ শূদ্রবংশে জন্মগ্রহণ না করিয়াও শোক দর্শনে তাঁহার শূদ্রত্ব স্থিরীকৃত হইল। পুনরপি ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্য কর্ত্তৃক দানশীলতা দৃষ্টে তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব স্থাপিত হইল। এই বেদ-আখ্যায়িকা দ্বারা স্বভাবলিঙ্গ হইতে পারমার্থিক বর্ণ নিরূপিত হয় এরূপ সিদ্ধান্ত দেখা যায়। অতএব তদনন্তরে ব্যাসের এই সূত্র দৃষ্ট হয় যথা,—

ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ।

তদন্তরে এই সূত্র,—সংস্কারা পরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥

তদন্তরে স্বভাব সংস্কারই যে বর্ণের মূল তাহা দেখাইতেছেন,—তদভাব নির্দ্ধারেণ চ প্রবৃত্তেঃ।

ছান্দোগ্যে। নাহমেতদ্বেদভো যদ্‌গোত্রোঽহমস্মীতি,—সত্যবাক্যের দ্বারা অজ্ঞাত-গোত্র জাবালির গৌতম কর্তক ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার ও তদ্বর্ণে সংস্কার দৃষ্ট হয়। অতএব পারমার্থিক দৃষ্টিতে যাহারা শূদ্র, তাহাদিগের বেদপাঠের অধিকার স্বীকার করা যায় না। কিন্তু জন্মলিঙ্গ সকল সামাজিক মাত্র, পারমার্থিক তত্ত্বের সহিত সংশ্রব রাখে না। ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত।

অজ্ঞহিতার্থং গ্রাহ্যং কর্ম্ম ন বিরোধি ॥ ৪৫ ॥

ননু কিং ভক্তৈঃ সর্বথৈব কর্মত্যাজ্যমিত্যাশঙ্কায়াং কর্মণি হেয়োপাদেয়াংশ বিভাগং বিধত্তে শ্রীসূত্রকারঃ অজ্ঞহিতার্থমিতি। অজ্ঞানাং অজ্ঞান মলিন সত্বানাং অতএব জ্ঞান ভক্ত্যনধিকারিণ্যাং হিতার্থং বিহিত কর্ম্মসু অশ্রদ্ধানিবৃত্যর্থং বর্ণাশ্রমাদি বিহিতং নিত্য নৈমিত্তিকাখ্যং কর্ম্ম কিঞ্চিৎ গ্রাহ্যং করুণয়া কর্তব্যমিত্যর্থঃ অন্যথা যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ ইতি ন্যায়েন কর্মত্যাগং পরমার্থাপ্রাপ্তিশ্চ উভয় বিভ্রংশেন তেষাং সর্ব্বার্থনাশঃ স্যাৎ। অতএব লোক সংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্তুমর্হসীতি শ্রীভগবদাজ্ঞাপি তথাবিধৈব কিন্তু ন বিরোধি। ভক্তি বিরোধি চিত্তবিক্ষেপ ফল বন্ধনং পরদ্বেষাদি

দোষজনকং কাম্যং নিষিদ্ধাদিকং কর্ম্ম ন কর্তব্যমিত্যর্থঃ যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তোষঃ স চ মে প্রিয়ঃ। কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ। মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুর নিশ্চয়ানিতি গীতোক্তঃ।

(অজ্ঞলোকগণের হিতসাধনার্থ ভক্তগণ উচিত কর্ম্মসকল গ্রহণ করিবেন কিন্তু ভক্তিবিরোধী কর্ম্মসকল পরিত্যাগ করিবেন। ভক্ত যদি কর্ম্মবিধি বন্ধন হইতে সর্ব্বথা মুক্ত হয়ে থাকেন, তবে তিনি কি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন ? এই আশঙ্কার নিরসনার্থ কহিতেছেন, কর্ম্মের হেয়াংশ বর্জন করিয়া অজ্ঞলোকের হিতের জন্য কর্ম্মের উপাদেয়াংশ গ্রহণ করিতে হইবে। যাহাদের জ্ঞানবৃত্তিমলিন, অতএব জ্ঞান ও ভক্তিতে অনধিকারী, এরূপ কর্ম্মীগণের হিতসাধনার্থ অর্থাৎ তাহাদের বিহিত কর্ম্মে অশ্রদ্ধা নিবারণার্থ বর্ণাশ্রমাদি নিত্য ও নৈমিত্তিক বিহিত কর্ম ভক্তরা কিঞ্চিৎ গ্রাহ্য করিবেন। মূঢ়লোকের প্রতি ভক্তগণের ইহা করুণারূপ কর্তব্য। নতুবা, যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ—এই ন্যায়ানুসারে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অনুসরণে সকল অজ্ঞব্যক্তিরাই অনধিকার পূর্ব্বক কর্মপরিত্যাগ করিয়া লৌকিক ও পারমার্থিক উভয় উন্নতি হইতে ভ্রষ্ট হয়। তাহাদের সর্ব্বার্থনাশের নিবারণার্থ, লোকসংগ্রহের জন্য ভক্তব্যক্তিরা উপযুক্ত কর্ম পরিগ্রহণ করিবেন। কিন্তু চিত্তবিক্ষেপাদি ফলদায়ক ভক্তিবিরোধী কর্ম ভক্তরা কখন করিবেন না এবং অনুমোদন করিবেন না। পরদ্বেষাদি দোষজনক কাম্যকর্ম ও নিষিদ্ধকর্ম ইত্যাদি কখন কর্তব্য নয়। শ্রীভগবানের উক্তি,—যাহা হইতে লোকসকল উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং লোকদ্বারা যিনি উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না,—এরূপ হর্ষ, অমর্ষ অর্থাৎ ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে পরিমুক্ত আমার শান্ত ভক্তসকলই আমার প্রিয়। যাহারা শরীরস্থ ভূত-সকলকে উপবাসাদিরূপ কঠিন তপস্যাদিদ্বারা কর্ষণ করে, সুতরাং শরীরাভ্যন্তরস্থিত আমাকে অবজ্ঞা দ্বারা কৃশ করিয়া দুঃখপ্রদান করে, তাহারা অসুর-নিষ্ঠায় অবস্থিত)।

পণ্ডিতেরা কর্মকে দুইভাগে বিভক্ত করেন অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিক। যে কর্ম না করিলে প্রত্যবায় হয়, তাহা নিত্য এবং যাহা নিমিত্তক্রমে কর্তব্য হয়, তাহা নৈমিত্তিক। অনেকানেক শাস্ত্র-সিদ্ধান্তকারি পণ্ডিতগণ নিষ্কাম দেবপূজাকে এবং একাদশ্যাদি বিশেষ বিশেষ ব্রতকে নিত্যকর্ম মধ্যে গণনা করিয়াছেন। শ্রাদ্ধাদি বৈদিককর্ম-সকলকে নৈমিত্তিক কর্ম বলেন। তাঁহারা ব্যক্ত করেন যে, বেদোদিত সমস্ত বিধানই কর্ম্ম, তাহার মধ্যে কতকগুলি নিত্য ও কতকগুলি নৈমিত্তিক।

নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম আর এক প্রকার বিভক্ত হয়। জীবের মুক্ত অবস্থার চিন্তা করিলে সেই অবস্থায় রাগরূপা যে বৃত্তি, তাহার অনুশীলনই জীবের নিত্য কর্ম বলা যায় এবং সেই অবস্থায় কোন নৈমিত্তিক কর্ম নাই। বদ্ধাবস্থায় তত্ত্বজিজ্ঞাসার উপযোগী যুক্তবৈরাগ্য ও পরানুশীলনরূপ যে কর্ম, তাহাকেই নিত্যকর্ম্ম কহা যায় ; বাস্তবিক তাহা নিত্যোপযোগী মাত্র, সাক্ষাৎ নিত্য নহে ; যেহেতু সেই কর্মই নিত্য, যাহা জীবের সহিত সর্ব্বাবস্থায় দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, যুক্তবৈরাগ্য ও পরানু-শীলনকে নিত্য বলিলেও দোষ হয় না, যেহেতু তাহাও মুক্ত অবস্থায় নিরুপাধিকরূপে অবস্থিতি করেন। এতদতিরিক্ত বদ্ধাবস্থায় ভোগেচ্ছানুগ যে কর্ম, তাহাই কাম্য। এই কাম্যকর্মও অধিকারভেদে দ্বিবিধ অর্থাৎ স্বার্থপর ও নিঃস্বার্থ। সূত্রে নিঃস্বার্থ কাম্য কর্মেরই উল্লেখ আছে। ভক্তসকলের বিবেক-পূর্ণতা প্রযুক্ত নিত্য কর্মই প্রশস্ত যথা গীতায়াং—

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ। কার্যতেহ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢাত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন। কর্মেন্দ্রিয়ঃ কর্মযোগমসক্তঃ সবিশিষ্যতে ॥
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্মজ্যায়োহ্যকর্মণঃ। শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ ॥
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

৩৫, ৩৬, ৩৭ এবং ৩৮ সূত্রের ভাষ্যে ভক্তের নিত্যকর্মসকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে এই সূত্রে নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিঃস্বার্থ কাম্য কর্মেও ভক্তের বাধা না থাকা প্রকাশ হইল। যদিও ভক্তসকল নিঃস্বার্থ কাম্যকর্মের অধিকারী, তথাপি ঐ সকল কর্ম করিবার সময়ে বিশেষ বিচারের প্রয়োজন। যে নৈমিত্তিক কর্মেতে নিত্যকর্মের ব্যাঘাত দেখা যাইবে, তাহা নিতান্ত অকর্তব্য। যে নৈমিত্তিক কর্ম নিত্যকর্মের বিরোধী হইবে না, তাহাই অজ্ঞহিতার্থে ভক্তের কর্তব্য।

তথাচ গীতায়াং,—

কর্মণৈবহি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥
যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥
প্রকৃতেগুর্ণ সংমূঢাঃ সজ্জতে গুণ কর্মসু। তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্নবিচালয়েৎ ॥

মূঢলোকেরা কাম্যকর্মসকল স্বার্থসাধনার্থ করে, কিন্তু ভক্তেরা নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারার্থে তন্মধ্যে যে সকল ভক্তিবিরোধী না হয়, এমত কর্ম সহৃদয়রূপে আচরণ করিবেন, ইহাই তাঁহাদিগের পক্ষে স্বাধীন উপদেশ।

যথাধিকারমবস্থিতিনের্াপর্যধস্ত্বাৎ ॥ ৪৬ ॥

নন্বু যদি কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ কর্ম্মত্যাগঃ শেয়ান্ তর্হি অজ্ঞা অপি কর্ম্মত্যাগেন কৃতার্থা ভবেয়ুঃ কিং কর্মাচরণেন ইত্যাশঙ্কায়ামাহ যথাধিকারমবস্থিতিরিতি। জীবানাং স্বস্বাধিকারানুরূপা অবস্থিতিরুচিতা নতু উপরি নাধস্ত্বাৎ স্বধর্ম্মাত্তুৎকৃষ্টং নিকৃষ্টস্বা নাচরণীয় মিত্যর্থঃ স্বে-স্বেধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ। বিপর্যয়স্তু দোষঃ স্যাত্তুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। ইতি ভগবদ্বাক্যম্।

(সমস্ত মানবগণের নিজ নিজ অধিকারানুরূপ অবস্থায় স্থিত হইয়া সমস্ত কর্মাদি করাই শ্রেয়। নিজের অধিকার অপেক্ষা উচ্চ অথবা নীচ কর্ম দোষাবহ হয়। যদি বলা যায়, কর্মানুষ্ঠান হইতে কর্মত্যাগই অধিক শ্রেয়স্কর, তবে মূঢ়ব্যক্তিসকলও কর্মত্যাগদ্বারা কৃতার্থ হউক ; কর্মাচরণ দ্বারা কি প্রয়োজন ? এই আশঙ্কার নিরাকরণকল্পে বলিতেছেন,—অধিকার বিচারের আবশ্যকতা। প্রত্যেক জীবের অধিকার-সম্মত স্বধর্মই উচিত ফল প্রদান করিবে। অধিকার-বহির্ভূত উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট দুই প্রকারের কর্ম্মও আচরণযোগ্য নহে। একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুক্তি যথা,—যে ব্যক্তির যাহা অধিকার তাহাই তিনি করিবেন, স্বীয় অধিকারে যে নিষ্ঠা তাহারই নাম গুণ, অধিকার নিষ্ঠা পরিত্যাগের নাম দোষ, এইটাই গুণ-দোষের নির্ণয়। গীতা বচনেও দেখা যায়, স্বধর্ম পরিপালনে নিধন প্রাপ্তিও শ্রেয়স্কর, কিন্তু পরধর্ম অবলম্বন ভয়ের কারণ হয়)।

অধিকার বিচারপূর্বক কার্য করা সকল মনুষ্যেরই কর্তব্য। এই বিষয়টীর বিশেষ বিচার না থাকায় সাংসারিক অনর্থ সকল উদয় হয়। কর্ম্মসকল কর্তার ভাবী স্বভাবকে নির্ণয় করে। পূর্ব্ব অভ্যাসের দ্বারা যে স্বভাব নির্মিত হইয়াছে তাহাই বর্তমান ধর্ম্ম এবং ঐ ধর্ম্মে নিষ্ঠা ও সাত্বিকী উন্নতির দ্বারা ইহজন্মেই উচ্চ স্বভাবকে প্রাপ্ত হইয়া সকলেই সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইতে পারেন। ইহাতে জন্ম প্রভৃতি ঘটনা ব্যাঘাত করিতে সক্ষম হয় না। যথা ভাগবতে একাদশে ভগবদুক্তিঃ,—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং। ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

পুনশ্চ তত্রৈব,—

স্বে স্বেধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ। বিপর্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষঃ নির্ণয়ঃ॥

সমস্ত ভগবদ্‌গীতার তাৎপর্য এই যে, বর্তমান স্বভাব এককালীন পরিত্যক্ত হয় না। ক্ষত্রিয় স্বভাববিশিষ্ট অর্জুনের একেবারে (অর্থাৎ প্রথমে অন্যান্য উপযুক্ত অভ্যাসের দ্বারা স্বীয় স্বভাবের উন্নতিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণত্ব সংগ্রহ করার পূর্ব্বেই) বৈরাগ্য অর্থাৎ শম, দম, তিতিক্ষার ফলস্বরূপ নির্ব্বেদ লাভ হইতে পারে না। অতএব সমস্ত গীতার উপদেশ এই যে, বর্তমান স্বধর্ম্ম যতই অপকৃষ্ট হউক না কেন, তাহাকে অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাতে ক্রমশঃ প্রত্যাহারের অভ্যাস করতঃ স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী উন্নতির যত্ন করিতে হইবে। সহসা অনিয়ম পূর্ব্বক স্বধর্ম ত্যাগ করিলে, হয় রাজসিক নয় তামসিক ত্যাগ হইবে। এবং ত্যাগজন্য ফলপ্রাপ্ত হইবে না। এই তাৎপর্য ব্যাখ্যায় যদি কাহারও সন্দেহ হয়, তবে তিনি একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের প্রতি ভগবদুপদেশের বিচার করুন। উদ্ধব ও অর্জুন উভয়েই ক্ষত্রিয় বংশজাত এবং উভয়েই ভগবৎ প্রমুখাৎ একই প্রকার উপদেশ শ্রবণ করিলেন, কিন্তু অর্জুন নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করতঃ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন,—

নষ্টো মোহ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত। স্থিতোঽস্মি গত সন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

কিন্তু উদ্ধব নিম্নলিখিত বচন উচ্চারণ করত প্রব্রজ্যায় গমন করিলেন,—

নমোস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধিমাং। যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী॥

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই প্রতীত হইবে যে, উদ্ধব ব্রহ্মস্বভাব-সম্পন্ন হওয়ায় তদ্ধর্মে অধিকারী হইয়াছিলেন। অতএব শ্রীসূত্রকার সর্ব্বজীবকে নিজ নিজ অধিকার বিচারপূর্ব্বক কার্য করিতে বিধান করিতেছেন। উদ্ধব যদি ক্ষত্রিয় বৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহাও অনর্থজনক হইত এবং অর্জুনের ব্রহ্মবৃত্তি অবলম্বন করা কখনই উচিত হইত না। নিগূঢ় বিচার করিলে ইহাও প্রতীত হয় যে, শম-দমাদিহীন ব্রহ্মকুলোদ্ভব ব্যক্তির ব্রহ্মবৃত্তি করা অনুচিত এবং যাঁহারা তাঁহাদিগকে তদ্ধর্মাবলম্বী বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারাও পতিত হন।

মনু উপসংহারে কহিয়াছেন,—

যং বদন্তি তমোভূতা মূর্খা ধর্মমতদ্বিদঃ। তৎপাপং শতধা ভূত্বা তদ্বক্তৄননুগচ্ছতি॥

পক্ষান্তরে কোন শমদমাদি বিহীন পুরুষ নীচগৃহে জন্মগ্রহণ করতঃ বৈরাগ্যাদি ধর্ম অনুপযুক্তরূপে

অবলম্বন করেন, অর্থাৎ স্বীয় স্বভাবজ ধর্মের বিপরীত আচরণ করেন, তাহারও মঙ্গল নাই এবং যে সকল পুরুষ ঐ সকল শঠের বাহ্য চিহ্ন দৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের ব্রাহ্মণত্ব বা উচ্চ স্বভাবত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারাও তদ্দোষে দূষিত হন।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥

যাহারা এই প্রকার অখিলবেদ-বিহিত অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি-প্রতিপাদ্য স্বধর্মের বিরোধে তর্ক করে, তাহাদের সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন,—

যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতু শাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ। স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ॥

অতএব যাঁহারা এই স্বধর্মবিরোধি বেদনিন্দকদিগকে সমাদর করিবেন, তাহারাও বৈষ্ণবপদ বাচ্য হইবেন না। কিন্তু সকল সদসৎ ব্যক্তিদিগকে সমানরূপে দর্শন করিবার বিধি ভগবদ্বাক্যে দৃষ্টি হয় যথা ;—

বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনিচৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

এই সমদর্শন বলিলেই প্রথমে সদসৎ উভয়কে তুল্য করা হইয়াছে এরূপ আশঙ্কা হয়, কিন্তু ভগবান্ কপিলদেব ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে সমদর্শনের নিয়ম নির্ণয় করিয়াছেন যথা,—

জীবা শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে। ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥
তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ। তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ ॥
রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তো ততঃ। তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততো দ্বিপাৎ ॥
ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ। ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোভ্যধিকস্ততঃ ॥
অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বকর্মকৃৎ। মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্মমাত্মনঃ ॥
তস্মান্ময্যর্পিতাশেষ ক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ। ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্মণঃ।
ন পশ্যামি পরং ভূত মকর্তুঃ সমদর্শনাৎ। মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্ ॥

(হে পূতচরিত্রে, অচেতন পদার্থ হইতে সচেতন ধান্যবৃক্ষাদি শ্রেষ্ঠ, নির্জীব প্রস্তর হইতে প্রাণবৃত্তিশালী জীবন্ত পাষাণাদি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা জ্ঞানবিশিষ্ট পর্ব্বতাদি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা উদ্গাম-অবকাশাদি জ্ঞানবন্ত বৃক্ষাদি শ্রেষ্ঠ। স্পর্শবেদী বৃক্ষাদি পদার্থ হইতে রসবেদী মৎস্যাদি শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে আবার গন্ধবেদী ভ্রমরাদি উৎকৃষ্ট, গন্ধবেদী প্রাণী হইতে আবার শব্দবেদী সর্পাদি শ্রেষ্ঠ। সর্পাদি অপেক্ষা রূপভেদবেদী কাকাদি শ্রেষ্ঠ ; তাহা হইতে দুই পংক্তি দন্তবিশিষ্ট জীব শ্রেষ্ঠ ; তাহা হইতে বহুপদ যুক্ত জীব, তদপেক্ষা চতুষ্পদ পশুগণ শ্রেষ্ঠ, আবার তাহা অপেক্ষা দ্বিপদ বিশিষ্ট মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যবর্গের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণ শ্রেষ্ঠ ; ইহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রধান, ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ আরও শ্রেষ্ঠ ; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তাৎপর্যবিৎ ব্রাহ্মণ অধিক শ্রেষ্ঠ। বেদ তাৎপর্যবিদ্ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সংশয়চ্ছেত্তা ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, এই মীমাংসক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, স্বধর্মরত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা মুক্তসঙ্গ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ; কারণ মুক্তসঙ্গ ব্রাহ্মণ নিষ্কাম, সুতরাং অনুষ্ঠিত ধর্মের ফলাভিসন্ধি তাহাতে নাই। অতঃপর, যে ব্যক্তি আমাতে তাঁহার অখিল চেষ্টার ফল এবং দেহ অর্পণ করেন, অতএব

অব্যবহিতভাবে আমাতে শরণাগত, আমিই একমাত্র সমস্ত ক্রিয়াফলের ভোক্তা জানিয়া আমাতে সমস্ত কর্ম অর্পণ করেন, এইরূপ কর্তৃত্বাভিমানশূন্য, সমদর্শী পুরুষ অপেক্ষা কোন জীবকেই আমি অধিকতর শ্রেষ্ঠ দেখিতে পাই না। চিত্ত দ্বারা এই সকল ভূতগণকে সম্মানপূর্বক প্রণাম করিবে)।

যাহার অধিকার বোধ নাই তাহাকে বেহই বিশ্বাস করিবে না যেহেতু সে সমুদয় অনিয়মিত কার্যে ব্যস্ত হইতে পারে। যদি কেহ নিজ অধিকার নির্ণয় করিতে না পারেন, তাঁহাকে ভগবান্ এই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

(অধিকার বিচার বিষয়ক জ্ঞানলাভের জন্য তত্বদর্শী গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর। তত্বদর্শী গুরুকে তুমি প্রণিপাতপূর্ব্বক ও অকৃত্রিম সেরা করতঃ সন্তুষ্ট করিয়া এই তত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর; তিনি তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন)।

আশঙ্কা উত্থিত হইল যে পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বরের ভজনেও কি এই প্রকার অধিকারগত বাধা আছে? তদুত্তরে এই সূত্র দৃষ্ট হয়,—

কাম্যেতরভক্তির্ন শস্তা চিত্তবিক্ষেপত্বাদনিত্য ফলত্বাচ্চ ॥ ৪৭ ॥

ননু কর্মমার্গেপি পিতৃদেবাদ্যুপাসনস্যাপি বহুবিধ শ্রেয় সম্পাদকত্বাৎ কথং সর্ব্বথৈব কর্ম্মণো-হশ্রেয়স্ত্বমুচ্যতে ইত্যাশঙ্ক্যায়ামাহ কাম্যেতি। কাম্যা কামফল নিমিত্তকা ইতরভক্তি পরমেশ্বরাদিতরেষু জীবকোট্যন্তর্গতেষু ভক্তির্ভগবদ্‌ভক্তানাং ন প্রশস্তা চিত্তবিক্ষেপত্বাৎ বহুবিধ দেবতা কাণ্ড শ্রুতিস্মৃতি-পর্যালোচনয়া তত্তৎ পিতৃদেবাদিনাং তত্তৎ বিধি নিয়মানুসারেণ যজন পূজনাত্মক গুরুতর নানা কর্মানুষ্ঠানেন চিত্তবিক্ষেপকারণত্বাৎ বহুবিত্তব্যয়ায়াসং রাজসং কর্ম তন্যতে। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনামিতি গীতাবাক্যাৎ। অনিত্য ফলত্বাচ্চ কৃষিবাণিজ্যবৎ অল্পকালোপভোগ্য-সুখ-প্রদত্বাৎ ঐহিক ধনপুত্রাদি পারলৌকিক পিতৃদেবলোকাদি বিনশ্বরফলপ্রদত্বাৎ ইতি ভাবঃ। অগ্নি-ষ্টোমেন স্বর্গকামো যজত। তদ্‌যথেহ কর্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইত্যাদি শ্রুতেঃ। যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মযদ্‌াজিনোপি মাং ইতি স্মৃতেঃ।

(অধিকার বিচারে, কর্মীর উপাসনা এবং ভক্তের উপাসনার মধ্যে বহু অন্তর বর্তমান। ইহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন; কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানে কৃত বিভিন্ন দেবতাদির পূজা ভক্তির পক্ষে প্রশস্ত নয়। তাহা অনিত্যফল প্রদান দ্বারা পরমার্থ হইতে বঞ্চিত করে এবং চিত্তের বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টি করে। যদি কেহ বলেন, কর্ম্মমার্গেও ত পিতৃগণ, দেবতাসমূহ ইত্যাদির উপাসনা দ্বারা অনেক প্রকারের শ্রেয় সম্পাদন করা যায়, অতএব কর্ম্মকে শ্রেয়বিহীন বলা হয়েছে কেন? এই আশঙ্কার জন্য সূত্রে বলিতেছেন,—পূর্ণপুরুষ ভগবান্ ব্যতীত ইতর জীবসমূহরূপ পিতৃ-দেবাদিতে ভক্তি অর্পণ করা ভক্ত্যধিকারীর প্রতি উচিত নহে। কাম্যফল প্রদায়ক এই ইতর-উপাসনা যদিও শ্রুতি ও স্মৃতির অন্তর্গত বহুবিধ দেবতাকাণ্ডদ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি এই সকল কাম্যফলদান দ্বারা সাধকের

চিত্তবিক্ষেপ সৃষ্টি করে। বহুবিত্তব্যয়াদি আয়াসসাধ্য এই কর্ম্মসকল রাজস বলিয়া জানিবে। শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে যথা,—গৌণ ভক্তিযোগে মদেক-নিষ্ঠতা রহিত অব্যবসায়ী লোকেরই কর্ম্মযোগ সম্বন্ধিনী বুদ্ধি হয়; তাহা অনেক বিষয়-নিষ্ঠ বলিয়া বহুশাখাময়ী ও অনন্ত কামনা বিশিষ্ট, তাহাতে কর্ম্মনাশ ও প্রত্যবায়ের আশঙ্কা আছে। কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদির মত এই গৌণ ভক্তি অল্পকালোপভোগ্য সুখ প্রদান করে, যথা ঐহিক ধন, সন্তানাদি, পারলৌকিক পিতৃলোক, দেবলোকাদি বিনশ্বর ফলদায়ক। যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত কাম্যফল স্বর্গবাসাদি, পুণ্যক্ষয়দ্বারা অল্পকালমধ্যে বিনষ্ট হয়। অন্যান্য দেবতাকে যাহারা 'ঈশ্বর' বলিয়া উপাসনা করে, তাহারা অনিত্য বস্তু বা বস্তুধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সেই উপাস্য দেবতার অনিত্যত্বকে লাভ করে। যাহারা পিতৃলোকের উপাসক, তাহারা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করে, যাহারা ভূতোপাসক, তাহারা ভূতলোকই লাভ করে, যাঁহারা নিত্যচিৎতত্ত্বস্বরূপ আমারই উপাসনা করেন, তাঁহারা আমাকেই লাভ করেন)।

ভগবত্তত্ত্ব প্রকরণে দৃষ্ট হয় যে ভগবানই একতত্ত্ব, কিন্তু তদধীন চিৎ ও অচিৎ এই দুইটী পদার্থ আছে। এই সূত্রে যে 'ইতর' শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা চিৎ ও অচিৎ পদার্থবোধক। ভক্তি রাগস্বরূপা, এবং যদিও ইহার একটী শাখাবৃত্তি চিৎ পদার্থ সমুদায়ে ব্যাপ্ত আছে, তথাপি ইহার মূলবৃত্তি পরমতত্ত্বাশ্রয়া জানিতে হইবে। যদি কোন চিৎ পদার্থে ভ্রমানন্দবশতঃ ঐ মূল বৃত্তি উপগত হয়, তাহা হইলে তাহাকে কাম্য ও ইতর ভক্তি কহা যায়। ঐ কাম্য ও ইতর ভক্তি প্রশস্ত নহে যেহেতু তদ্দারা চিত্তের বিক্ষেপ ও অনিত্য ফলেব উদয় হয়। এ বিষয়ে জীবের সর্বদা সাবধান থাকা উচিত। অতএব গীতোপনিষদি,—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥
যেঽপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ॥ ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥

চিৎ বা অচিৎ যে কোন পদার্থকেই পূজা করুক না কেন, সমস্ত পূজার উদ্দেশ্যই ভগবান্ যেহেতু ঐ সকল কামী মনুষ্যের কামনা সিদ্ধকরণে কেবল ভগবানেরই সামর্থ্য আছে। এজন্য ঐ সমস্ত পূজা দ্বারা ভগবৎ পূজাই হয়, কিন্তু ভগবানের পূজা নির্গুণ অতএব ঔপাধিক পূজা অবিধি হওয়ায় ভগবৎ পূজার ফল যে নিরুপাধিক প্রেম তাহা লাভ হয় না, কেবল দেবলোক, পিতৃলোক প্রভৃতি সামান্য ফলের লাভ হয়। এ প্রযুক্ত সমুদায় কাম্যভক্তি পরিত্যাগপূর্বক ভগবদ্ ভজনই কর্তব্য।

পরব্রহ্মের ভজনে সর্ব্বজীবেরই অধিকার আছে। কেবল সাধকের চিত্তের মলিনতা প্রযুক্ত ভগবানের আবির্ভাব পঞ্চ প্রকারে প্রসিদ্ধ। শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব এই পঞ্চ প্রকার ভগবদুপাসনা সাধকের সংস্কারক্রমে হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রথমে জড়পদার্থ, তদন্তে জড়ের মধ্যে যে ক্রিয়াশক্তি উত্তাপরূপী সূর্য, তদন্তে চেতনাধিষ্ঠান নর-গজ-বিশেষ গণেশ দেবতা, তদন্তে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যাপক আত্মারূপী শিব এবং সর্বাবশেষে জীব ও অজীবের অতীত অতুল্য সচ্চিদানন্দরূপ পরমাত্মা বিষ্ণু সেবিত হন। সন্দিহান হইতে পরতত্ত্বজ্ঞ পর্যন্ত সকলেই পরব্রহ্ম ভজনে অধিকারী। রাগের

নির্ম্মলতা ও উন্নতিই উপাসনার লক্ষণ। অতএব সর্ব্বজীবের স্বতন্ত্র সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের উপাসনা করা উচিত। কাম্যেতররূপ অন্য প্রকার উপাসনায় আবদ্ধ থাকিলে কখনই শ্রেয়ঃ সাধন হইবে না। কোন সময় অন্য দেবভজনরূপ সুদুরাচার করিলেও কৃষ্ণভজনরূপ পরম সদাচারের অনধিকারী হয় না; গীতায়াং—অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব সমন্তব্য সম্যগ্ ব্যবসিতোহি সঃ॥

কৃষ্ণভজনেও অনন্ত অবস্থা আছে। প্রথম শ্রদ্ধার অঙ্কুর হইতে অনন্ত মহাভাব পর্যন্ত অবস্থার সীমা নাই। ঐ সকল অবস্থায় পরানুশীলন ও প্রত্যাহার দ্বারা ক্রমশঃ উন্নতি সাধিত হয়। এই অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে অধিকার বিচার আছে জানিতে হইবে। কৃষ্ণভজনে যে সকলের অধিকার আছে; তাহা রূপগোস্বামী কহিয়াছেন যথা,—

শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা।

সকলেরই অধিকার আছে বলিয়া যে ইহাকে লঘু মনে করিতে হইবে, এরূপ নহে। যেহেতু অন্যান্য শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানও এই নিরুপাধি ভগবদ্ভক্তির নিকট ক্ষুদ্র; ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ,—

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তি সুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥

তথাচ তন্ত্রে,—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ। সেয়ং সাধন সাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥

অধিকারী বিচারে অক্ষম-লোকদিগকে ক্রমশঃ উত্তোলন করিবার অভিপ্রায়ে প্রতি অবস্থার সিদ্ধান্তকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রকারেরা মীমাংসা করিয়াছেন। তন্মধ্যে যথার্থরূপে কোন্ সিদ্ধান্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রকারদিগের বিশ্বাস ছিল, তাহা নির্ধারণ করণাভিপ্রায়ে সূত্রকার কহিয়াছেন,—

প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ভাগবতসিদ্ধান্ত এব গরীয়ান্ বিজ্ঞানময়ত্বাৎ সর্বসিদ্ধান্তাশ্রয়ত্বাচ্চ ॥ ৪৮ ॥

নন্বস্মিন্ সিদ্ধান্ত প্রকরণে কো বা সিদ্ধান্ত শ্রেষ্ঠতয়া বিচারিত ইত্যপেক্ষায়ামাহ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যামিতি। সর্বার্থনির্ণয়মূলভূত প্রমাণাভ্যাং প্রত্যাক্ষানুমানাভ্যাং ভাগবত সিদ্ধান্ত এব সর্ব্বসিদ্ধান্তেভ্যো গরীয়ানিত্যবগম্যতে। তত্র ভাগবত সিদ্ধান্তো নাম ভগবতা মহাভারতে অর্জুনং প্রতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবং প্রতি চতুঃশ্লোক্যা ব্রহ্মাণং প্রতি উপদিষ্টো যঃ সিদ্ধান্ত স এব ভাগবত শাস্ত্রস্য জন্মাদ্যস্য যত ইত্যুপক্রম্য নমামি হরিং পরম্ ইত্যুপসংহারেণ নানোপাখ্যান প্রশ্নোত্তরাদিভির্নির্ধারিত সোপি ভাগবতানাং ভগবদ্ভক্তানাং স্বতঃসিদ্ধপ্রত্যয়েন নিশ্চিত সিদ্ধান্তঃ গরীয়ান্ গুরুতরঃ। কর্ম্মজ্ঞানাদিবাদীনাং সিদ্ধান্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠতর ইত্যর্থঃ বিজ্ঞানময়ত্বাৎ বিশুদ্ধজ্ঞানময়ত্বাৎ সর্ব্বসিদ্ধান্তাশ্রয়ত্বাচ্চ সর্বস্মিন্ দেশে সর্ব্বেষামপ্রাকৃত বুদ্ধিবিবেকশালিনাং মহাজনানাং সর্ব্বস্মিন্ কালে ভূতা ভবন্তিচ ভাবিনো বা যে সিদ্ধান্তো স্তদাশ্রয়ত্বাৎ তন্মূলভূতত্বাৎ ভাগবতসিদ্ধান্তস্য সর্বতঃ শ্রেষ্ঠত্বমিতি ভাব। অতএব দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাং উপযান্তি তে ইতি শ্রীভগবতোক্তং। সর্ব্ববেদান্ত সারং তৎ শ্রীভাগবতমিষ্যতে তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ কচিদিতি শ্রীসূতোক্ত্যা।

(বিশুদ্ধ আত্মার স্বতঃসিদ্ধপ্রত্যক্ষপ্রমাণ এবং তদনুগত অনুমানরূপ প্রমাণ দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তই বিজ্ঞানময়তা এবং সর্ব্বমূল আশ্রয়রূপতার হেতু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিদ্বন্মণ্ডলীতে নির্ধারিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত প্রকরণে কোন্ শাস্ত্র সিদ্ধান্তকে গ্রন্থকার শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন ? এই প্রশ্নের উত্তররূপে বলিতেছেন। এই ভাগবত সিদ্ধান্তের শিক্ষা,—শ্রীভগবান্ দ্বারা মহাভারতে অর্জুনের প্রতি শ্রীগীতোপদেশে, একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের প্রতি উপদেশে এবং সৃষ্টির প্রারম্ভে চতুঃশ্লোকীতে ব্রহ্মার প্রতি ভগবানের দ্বারা উপদিষ্ট তত্ত্বে সম্যক্রূপে দৃষ্ট হয়। জন্মাদ্যস্য যতঃ শ্লোকদ্বারা আরম্ভ করিয়া নমামি হরিং পরং এই শ্লোক পর্যন্ত অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে নানাপ্রকারের উপাখ্যান, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি-দ্বারা ভগবদ্ভক্তগণ কর্তৃক স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানদ্বারা নির্ধারিত এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপী সিদ্ধান্তই সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত। কর্ম্ম ও জ্ঞান ইত্যাদি বিষয় প্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহ হইতে এই পরাভক্তি প্রকাশক পরমহংস সংহিতা তত্ত্ববিজ্ঞান-পরিপূর্ণ বলিয়া, সমস্ত সৎ সিদ্ধান্ত সমূহের আশ্রয় স্বরূপ বলিয়া এবং সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বত্রই অপ্রাকৃত যুদ্ধিযুক্ত বিবেকীগণ বা ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালের সমস্ত মহাজনগণ কর্তৃক আশ্রিত বলিয়া এই নিগমকল্পতরুর প্রপক্কফলস্বরূপ গ্রন্থরাজ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠতম শাস্ত্র। পরমভক্ত-গণকে ভগবান্ যে বুদ্ধিযোগ দান করিয়াছেন তাহা এই ভাগবতেই দ্রষ্টব্য। শ্রী সূতগোস্বামীর উক্তি অনুসারেও,-এই শ্রীমদ্ভাগবত,—সমস্ত বেদ-বেদান্তের সারসর্বস্ব ; ইঁহার অমৃত রসের অস্বাদন যাঁহারা একবার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আর কোন নিকৃষ্ট শাস্ত্রে প্রীতিলাভ করিবেনা)।

তত্ত্বসূত্রকার কেবল দুইটী প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অনুমান। বিচারকের সাক্ষাত্তুপলব্ধিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও লিঙ্গদ্বারা অনুমানকে অনুমাণ-প্রমাণ কহা যায়। উপমানকে প্রমাণ বলা যায় না, যেহেতু তাহা কেবল একটী বিচারের প্রক্রিয়া মাত্র। ন্যায়, বৈশেষিক, উত্তর মীমাংসা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে শব্দ বলিয়া একটী প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন।

যথা মনু,—প্রত্যক্ষানুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ ত্রিবিধাগমং। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্যং ধর্ম্ম শুদ্ধিমভীপ্সিতা॥

তত্ত্বসূত্রকার কিন্তু প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অতিরিক্ত অন্য কোন প্রমাণ স্বীকার করেন নাই। তবে কি তিনি শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না ?

উত্তর এই যে, যখন জ্ঞানকে সূর্য ও শাস্ত্রকে রশ্মি বলিয়াছেন, তখন বেদাদি শাস্ত্র অবশ্যই তাহা কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে ; কিন্তু শব্দ-প্রমাণ বলিয়া কোন স্থানে উল্লেখ করেন নাই। শব্দ-প্রমাণ প্রত্যক্ষ এবং অনুমানমূলক যেহেতু ঋষিগণ এবং ব্রহ্মা কতকগুলি শাসন ও উপদেশ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা এবং কতকগুলি অনুমানের দ্বারা সংগ্রহ করিয়াছেন। এজন্য শব্দ তৃতীয় প্রমাণ হইতে পারে না। শব্দের কোন অংশ প্রত্যক্ষ ও কোন অংশ অনুমান বলিয়া জানিতে হইবে। অতএব লাঘবার্থ দুইটী প্রমাণ স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সূত্রকারের প্রত্যক্ষ ও অনুমান বিচার অন্যান্য দর্শনবেত্তাদিগের বিপরীত। বিচারকের সাক্ষাৎকার বিষয়ই প্রত্যক্ষ, অতএব যাবতীয় স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসই 'প্রত্যক্ষ' এবং তদতিরিক্ত সমুদায় সিদ্ধান্তই 'অনুমান'।

এই প্রকার প্রত্যক্ষানুমান-সিদ্ধ যে সিদ্ধান্ত তাহাই ভাগবত সিদ্ধান্ত এবং তাহা সর্ব্বদেশ-কাল-পাত্রকৃত বিচারের আশ্রয় বলিয়া সর্বসিদ্ধান্তাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যথা ভাগবতে একাদশে, সপ্তম অধ্যায়ে

ভগবদুপদেশ,—

আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ। যৎপ্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়সাবনুবিন্দতে॥

(হে উদ্ধব! আত্মাই মনুষ্যের নিজের বিশেষভাবে গুরু হইয়া থাকে, যেহেতু ঐ পুরুষ স্বয়ংই প্রত্যক্ষ ও অনুমানবলে স্বীয় পরম মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে)।

গীতায়াং—উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ। আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

(বিষয়াসক্তি-রহিত মনের দ্বারাই আত্মা অর্থাৎ সংসার-কূপে পতিত জীবকে উদ্ধার করিবে; আত্মাকে সংসার-সঙ্কল্প দ্বারা অবসন্ন করিবে না। মনই জীবের অবস্থাভেদে বন্ধু ও শত্রু হইয়া থাকে)।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত শব্দে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত উপদেশ, ভগবানের দত্ত উপদেশ এবং সকল বিবেকী ভাগবত 'মহোদয়' গণের সিদ্ধান্ত—এই তিন প্রকার অর্থ হয়। কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত শাস্ত্রোপদেশ বিচারপূর্ব্বক যে স্বাধীন ভক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত, তাহাই ভগবৎ সম্বন্ধীয় অতএব তাহাকে ভাগবত-সিদ্ধান্ত বলা প্রসিদ্ধ। এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানময় অর্থাৎ সমস্ত দেশ-কাল-সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় কুসংস্কার বিহীন। ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে যদি বিমল সিদ্ধান্ত হয়, ভাগবত সিদ্ধান্ত তাহাকে আশ্রয় প্রদান করেন।

যদি বল, এই অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তের দেশিক কে, তাহার নিবারণার্থ এই সূত্র হইল যথা,—

চৈতন্যস্য সর্বাচার্যস্যাবির্ভাবে ন গুর্বন্তরম্॥ ৪৯॥

নন্বু তাদৃশ ভাগবতসিদ্ধান্ত জ্ঞানং গুরূপসত্তিং বিনা কথমুপপদ্যতে ইত্যপেক্ষায়ামাহ চৈতন্যস্যেতি। সর্বেষাং তত্ত্বজ্ঞানাধিকারিণাং সারগ্রাহিনাং বৈষ্ণবানামাচার্যস্য শ্রীচৈতন্যস্য ভগবতঃ আবির্ভাবে সতি তৎ প্রকাশানন্তরমিত্যর্থঃ ন গুর্বন্তরং ইতরো গুরুর্ন গ্রাহ্যঃ নোপাসিতব্য ইত্যর্থঃ। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ইতি শ্রুতেঃ। তেষামেবানুকম্পার্থ মহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা। আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ।

(সর্ব্বাচার্যস্বরূপ জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে অপর গুরুর প্রয়োজনাভাব দেখাইতেছেন। এই প্রকারের ভাগবতসিদ্ধান্ত জ্ঞান গুরূপদেশ ব্যতীত কি লব্ধ হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন চৈতন্যদেবই এই সিদ্ধান্তের গুরু এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জগদ্গুরু। তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারীরূপ সারগ্রাহীগণের অর্থাৎ বৈষ্ণবসকলের আচার্যরূপ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে ইতর গুরুর মতবাদসমূহের আর কোন প্রয়োজন নাই, তাহাদের উপাসনারও প্রয়োজন নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলেন,—যিনি সৃষ্টির আদিতে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বেদশাস্ত্রগুলি তাহার মধ্যে উদ্বুদ্ধ করেন, আত্মবুদ্ধি প্রকাশক সেই প্রকাশময় পরমেশ্বর শ্রীহরিকে আমি সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য শরণ লইতেছি। গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন,—আমার একান্ত ভক্তদিগের হৃদয়ে অনুকম্পা সহকারে কামনারূপ অন্ধকারকে বিনাশ করিয়া আমার আত্মভাবরূপ অলৌকিক জ্ঞানদীপ দ্বারা তাহা আলোকিত করি। শ্রীমদ্ভাগবতেও উদ্ধবকে ভগবান্ বলিয়াছেন,—"আমাকেই সমগ্র বিশ্বের জগদ্গুরু আচার্য বলিয়া জানিবে)।

বৈধভক্তির প্রথম অঙ্গই গুরুপাদাশ্রয়। গুরুমাহাত্ম্যে নারদ পঞ্চরাত্রোক্তি যথা,—গুরুশ্চ জ্ঞানোদ্গিরণাৎজ্ঞানং স্যান্মন্ত্রতন্ত্রয়োঃ। তত্তন্ত্রং স চ মন্ত্রশ্চ কৃষ্ণভক্তির্যতো ভবেৎ॥

সহস্রদলপদ্মঞ্চ সর্ব্বেষাং মস্তকে মুনে। তত্রৈব তিষ্ঠতি গুরুঃ সূক্ষ্মরূপেণ সন্ততম্॥

হরিভক্তিবিলাসে,—

কৃপয়া কৃষ্ণদেবস্য তদ্ভক্তজনসঙ্গতঃ। ভক্তের্মাহাত্ম্যমাকর্ণ্য তামিচ্ছন্ সদ্গুরুং ভজেৎ॥

একাদশ স্কন্ধেচোক্তং ভগবতা,—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরু কর্ণধারম্।

ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

তত্রৈব যোগেশ্বর বাক্যম্—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

শ্রুতৌ চ,—তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ

শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদঃ।

তত্ত্বজ্ঞানার্থে সদ্গুরু আশ্রয় করা কর্ত্তব্য ইহা এই সকল প্রমাণ ও যুক্তিবিচারের দ্বারা সিদ্ধ। কিন্তু গুরূপসত্তি সম্বন্ধেও একটী অধিকার বিচার আছে যথা তন্ত্রে শিববাক্য।

ভগবদ্উক্তি একাদশে চ,—

দুঃখোদর্কেষু কামেষু জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্। অজিজ্ঞাসিত সদ্ধর্ম্মো মুনিং গুরুমুপব্রজেৎ॥
তাবৎ পরিচরেদ্ভক্ত্যা শ্রদ্ধাবাননসূয়কঃ। যাবদ্ব্রহ্ম বিজানীয়ান্মামেব গুরুমাদৃতঃ॥
মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ। জ্ঞানলুব্ধো তথা দেহী গুরোর্গুর্বন্তরং ব্রজেৎ॥

এই বিষয়ের অনেক উদাহরণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। জড়ভরত ও ঋষভদেব প্রভৃতির চরিত্র সর্বদা আলোচ্য। নারদ পঞ্চরাত্রোক্ত মস্তকস্থ সহস্রদল পদ্মস্থিত যে চৈত্যগুরু, তাঁহার উদয় হইলে অন্যগুরুর প্রয়োজনাভাব হয়। কিন্তু ঐ চৈত্যগুরুর উদয় হইবার পূর্ব্বে তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রয়োজন, ঐ জিজ্ঞাসা অপরাপর গুরুর নিকট করিতে হইবে যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে,—

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে।
পুনশ্চ ভাগবতে চতুঃশ্লোকী মধ্যে,—
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্ব জিজ্ঞাসুনাত্মনঃ। অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং যৎস্যাৎ সর্বত্র সর্বদা॥

এই সূত্রের আর একটী অপূর্ব ব্যাখ্যা হইতে পারে। সকল সারগ্রাহী পুরুষদিগের আদি-প্রবর্তক শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের যখন ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভাব হইয়াছে, তখন অন্য গুরুর প্রয়োজন কি? যদি কেহ বলেন যে চৈতন্যদেব কেবল গৌড়ীয় নামক একটী ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের প্রবর্তক; তিনি কি প্রকারে

সর্ব্বাচার্য হইতে পারেন ? তাহার উত্তর এই যে ; হে ভ্রাতৃগণ, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের বিবরণ, উপদেশ ও শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বিশেষ যত্ন সহকারে স্বাধীন বিচারের সহিত নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে তাঁহাকে সর্ব্বাচার্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। যতপ্রকার সাম্প্রদায়িক গুরুর বিষয় লিখিত আছে, সকলেই তাঁহার অধীন এরূপ দৃষ্ট হইবে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বজীবের চৈত্যগুরু হইয়াও পূর্ণভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন অতএব জীবসকল সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের স্বাধীনতারূপ পাদপদ্মমধু পান করিতে থাকুন।

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে,--

ব্রহ্মানন্দঞ্চ ভিত্বা বিলসতি শিখরং যস্য যত্রাত্তনীড়ং
রাধা-কৃষ্ণাখ্য লীলাময় খগমিথুনং ভিন্নভাবেন হীনম্।
যস্য চ্ছায়া ভবাব্ধিশ্রম শমনকরী ভক্তসংকল্প সিদ্ধে-
র্হেতুশ্চৈতন্য কল্পদ্রুম ইহ ভুবনে কশ্চন প্রাদুরাসীৎ ॥

(ব্রহ্মানন্দ ভেদ করিয়া যাঁহার অগ্রভাগ বিরাজ করিতেছে, যাঁহাতে রাধা-কৃষ্ণ নামক লীলাময় খগমিথুন অভিন্নভাবে বাস করিতেছেন, যাঁহার ছায়া সংসার পথের শ্রান্তিহারিণী, সেই ভক্তসঙ্কল্প সিদ্ধিদাতা চৈতন্যরূপ কোন কল্পবৃক্ষ এই জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন)।

সেই পরমগুরু চৈতন্য হইতে সারগ্রাহীগণ কি সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপতঃ শেষ সূত্রে ব্যাখ্যাত হইল যথা,---

পরে পূর্ণানুরক্তিরিতরেষু তুল্যা জড়ে যুক্তবৈরাগ্যঞ্চেতি সারগ্রাহি মতম্ ॥ ৫০ ॥

সিদ্ধান্তপ্রকরণস্য সারং স্পষ্টীকরোতি পরে ইতি। পরে পরমেশ্বরে পূর্ণা অখণ্ডিতাঽব্যবধানানন্দময়ী অনুরক্তির্জীবস্য স্বাভাবিকী বৃত্তিঃ স্বহৃদয়ে প্রকটনীয়েত্যর্থঃ। ইতরেষু পরমেশ্বর-ভিন্নেষু চিদ্রূপেষু তুল্যা তত্তদবস্থ জীবানুরূপা অনুরক্তিঃ অয়ং অর্থঃ মতিবৈষম্যাৎ উৎকৃষ্ট-মধ্যম-নিকৃষ্টতয়া ত্রৈবিধ্যেন প্রতীয়মানেষু তেষু যথাক্রমং গৌরব-মৈত্রি-করুণরূপা ত্রিবিধা অনুরক্তিঃ কর্তব্যা অবিষম মতিনাস্তু তথা প্রতীত্যভাবেন তেষু ক্রমেণৈব অমৎসরাঽবিবাদানবজ্ঞারূপাবা অনুরক্তিঃ কিংবা সর্ব্বজীবানামীশ্বরাবির্ভূতত্বাৎ সর্ব্বেষ্বপি ভ্রাতৃস্নেহাত্মিকা বা কর্তব্যেত্যর্থঃ। জড়ে অচিৎ পদার্থে বিত্তাপত্য কলত্র মিত্রগৃহক্ষেত্রাদিষু প্রিয়তরা প্রতীয়মানেষু তেষু তেষু জড়বস্তুষু যুক্তবৈরাগ্যং যথোপযুক্ত স্বীকার ব্যবহারাদিরূপং সম্পাদনীয়মিত্যর্থঃ ইতি সারগ্রাহিণাং তত্তৎ সাম্প্রদায়িক বিবাদ বর্জিতানাং বৈষ্ণববর্যানাং মতমিত্যলমতি বিস্তরেণ অত্র প্রমাণানি বহূনি শ্রুতিস্মৃতি রূপানি তত্তৎপ্রকরণেষু পূর্ব্বোক্তানি দ্রষ্টব্যানি। ইতিতত্ত্বসূত্র বিবরণং সমাপ্তম্। হারীতান্বয় সম্ভূতো গোপীনাথাভিধঃ কৃতী। বিবৃতিং তত্ত্বসূত্রাণাং চকার বিদুষাং মুদে ॥ জগন্নাথ ক্ষেত্রবাসী মুক্তিমণ্ডপ পণ্ডিতঃ। জগন্নাথ প্রসাদেন তত্ত্বব্যাখ্যামচীকরৎ ॥ গ্রন্থ গৌরব ভীত্যাচ সংক্ষিপ্তং বিবৃতং ময়া। বিস্তারয়ন্তু সুধীয়ো বহুব্যাখ্যান যুক্তিভিঃ।

(সিদ্ধান্ত প্রকরণের সারকথা এই শেষের সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরমপুরুষ পরমেশ্বরে অখণ্ডিতা অর্থাৎ অব্যবচ্ছিন্ন আনন্দময়ী অনুরক্তিই জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি, যাহা সাধক নিজ হৃদয়ে প্রকট করাইবেন। ইতর জীব-কোটীর প্রতি তাহাদের চেতনের উন্মেষানুরূপ অনুরাগ দ্বারা সম্মান করিতে হইবে অর্থাৎ উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নিকৃষ্ট মানবগণের প্রতি যথাক্রমে গৌরব, মৈত্রী ও করুণারূপ ত্রিবিধ অনুরাগই কর্তব্য অথবা তাহাদের প্রতি অমৎসর, অবিবাদ ও অনবজ্ঞারূপ অনুরক্তি; কিংবা সর্বজীবে ঈশ্বরাধিষ্ঠানহেতু তাহাদের সকলের প্রতি ভ্রাতৃস্নেহ কর্তব্য। বিত্ত, অপত্য, কলত্র, মিত্র, গৃহ, ক্ষেত্র ইত্যাদি প্রিয়কররূপে প্রতীয়মান জড় বা অচিৎ পদার্থ সকলে যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বনীয়। অর্থাৎ তত্তৎ জড়বস্তুর প্রতি যথোপযুক্ত স্বীকার ও ব্যবহার সম্পাদনই কর্তব্য। ইহাই সারগ্রাহীগণের অর্থাৎ পরস্পর সম্প্রদায়-কলহশূন্য বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠগণের মত। অতিবিস্তারহেতু এই পর্য্যন্তই ব্যাখ্যাত হইল। এই সম্বন্ধে পূর্বের সূত্র-সকল মধ্যে শ্রুতি ও স্মৃতির বহুবিধ প্রমাণসকল তৎ প্রকরণে দ্রষ্টব্য। ইতি তত্ত্বসূত্রের দেবনাগরী ব্যাখ্যারূপ বিবরণ সমাপ্ত। হারীত গোত্রোৎপন্ন শ্রীগোপীনাথ নামক কৃতী ব্যক্তি দ্বারা ইহার (সংস্কৃত) ব্যাখ্যা কৃত হইল। বিদ্বান্ ব্যক্তিগণকে ইহা প্রীতিপ্রদান, করুক। জগন্নাথ ক্ষেত্রবাসী-মুক্তিমণ্ডপের এই পণ্ডিত কর্তৃক জগন্নাথদেবের প্রসাদ দ্বারা তত্ত্বসূত্রের এই ব্যাখ্যা সাঙ্গ হইল। গ্রন্থগৌরবের ভয়ে সংক্ষেপ বিবরণ প্রদত্ত হইল; সুধী ব্যক্তিগণ বহুবিধ যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যান দ্বারা ইহা বিস্তার করুন)।

সারগ্রাহী ধর্ম অতি সরল অর্থাৎ অনেক শ্রমসাধ্য নহে। ইহাতে দুইটী বিষয় দৃষ্ট হয় অর্থাৎ অনুরাগ ও সচ্চরিত্র। অনুরাগের স্থল দুইটী মাত্র অর্থাৎ পরমেশ্বর ও জীব। পরবেশ্বরে পূর্ণানুরক্তি ও জীবে ভ্রাতৃবত্তুল্যানুরাগের প্রয়োজন। ইহাতেই এক প্রকার অনুরাগ ও সচ্চরিত্র উভয়ই দৃষ্ট হইল। জড়পদার্থ সকলে যথাযোগ্য আস্থা ও ব্যবহারের দ্বারা তাহাতে যুক্ত-বৈরাগ্যই প্রয়োজন। বিচার করিলে এরূপ সারধর্ম আর কুত্রাপি নাই।

ইতি শ্রীতত্ত্বসূত্রং সম্পূর্ণম্।